ওয়েস্টার্ন

সঙ্কট

সায়েম সোলায়মান

সেবা প্রকাশনী

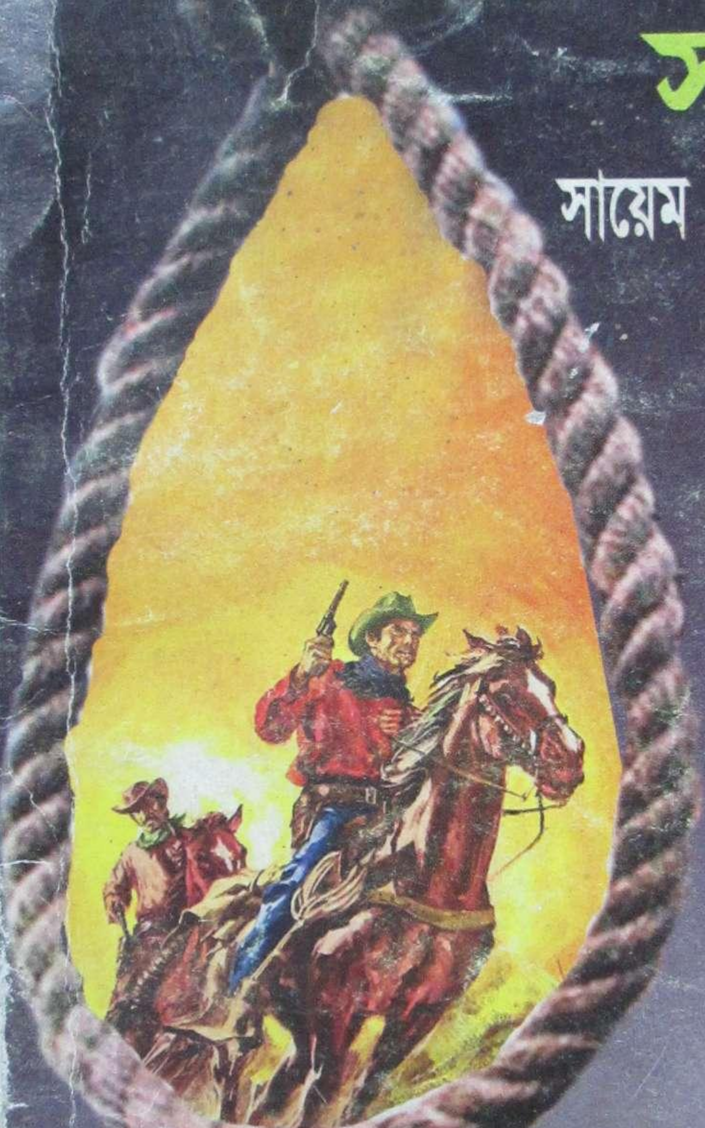

ওয়েস্টার্ন

সঙ্কট

সায়েম সোলায়মান

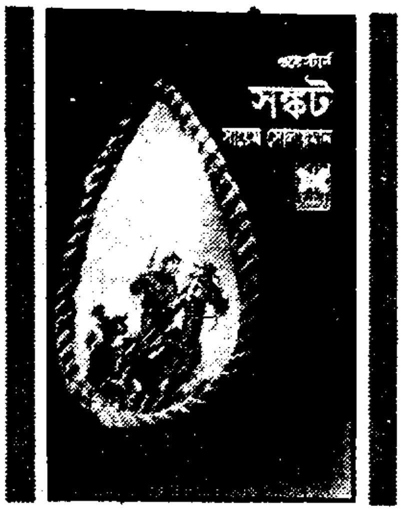

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8236-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHANKAT
A Western Novel
By: Sayem Solaiman

সেবা প্রকাশনী

একত্রিশ টাকা

Scanned and Edited by : Shuva969

Facebook : www.facebook.com/groups/BoiLoversPolapan

Sheba Publishers

এক

পৃথিবীকে জ্বালিয়ে দেওয়ার শপথ নিয়ে মাথার উপর স্থির হয়ে আছে সূর্যটা। মাঝেমধ্যে বয়ে যাচ্ছে গায়ে ফোস্কা ফেলবার মত গরম বাতাস। অবিরাম কম্পনে ঝাপসা হয়ে গেছে দূরের দিগন্ত। টেক্সাস এখন নরক।

ঝোপঝাড়ে ভরা রাস্তাটা এগিয়ে গেছে ফোর্ট ডেভিস থেকে মার্ফার দিকে। অনেক দূরে কোথাও হয়তো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এক পাল গরুকে, দিগন্ত বেয়ে সেই ধুলো হাজির হয়েছে এখানেও। প্রাণের চিহ্ন বলতে ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে কান উঁচু করে লাফিয়ে বেড়ানো গুটিকয়েক খরগোস, শিকারের আশায় মুখের বাইরে অর্ধেক জিভ বের করে হেঁটে চলা একটা-দুটো নেকড়ে আর একটা গাছের ছায়ায় নিজেদের ঘোড়ার উপর স্থির হয়ে বসে থাকা ওরা দু'জন। একটানা দৌড়ানো ঘোড়া দুটোকে কিছুটা বিশ্রাম দিতে থেমেছে ওরা।

ওদের একজন, স্যাম ওয়েড, বাম হাতে লাগাম ধরে রেখে কনুই বাঁকিয়ে ডান হাতটা রেখেছে কোমরের উপর। চওড়া কার্ট্রিজ বেল্টের ভিতরে ঢুকিয়ে রেখেছে বুড়ো আঙুলটাকে। বেল্টটার ডান প্রান্তে হোলস্টার, সেখান থেকে বের হয়ে আছে কালো হাতলঅলা একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ।

চৌকোণা চোয়ালের সাথে বেমানান খাড়া নাক আর চওড়া ঠোঁট স্যামের। কপালের ডান দিকে একটা গভীর কাটা দাগ। সব সময় চোখ কুঁচকে রাখে সে, ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও ওর চেহারায় একটা শয়তানী ভাব চলে এসেছে। রোদে পুড়ে লাল হয়ে গেছে ওর মুখ। তাই আরও খারাপ দেখাচ্ছে ওকে এখন।

সঙ্গী জেক রায়ারের দিকে ধূসর চোখ মেলে একবার মাত্র তাকাল স্যাম। কোন কথা না বলে বুটের হিল দিয়ে গুঁতো দিল নিজের ঘোড়ার পেটে। আগে বাড়ল ঘোড়াটা। সেই সাথে স্যামের চওড়া, মেদহীন, লম্বা দেহটাও। সঙ্গীকে পিছনে ফেলে দুলকি চালে কিছুদূর এগিয়ে গেল সে। একটু পরেই স্যামের রোনটাকে ধরে ফেলল জেকের বাকস্কিন।

চেহারায়, চালচলনে স্যামের ঠিক বিপরীত জেক। স্যামের মত লম্বা না হলেও কাঁধ দুটো চওড়া তার, কিন্তু এক ছটাক বাড়তি চর্বি নেই শরীরে। এত গরমেও বিকৃত হয়নি ওর সর্বদা হাসিখুশি, সুদর্শন

চেহারাটা। লাগাম ধরা হাত দুটো স্যাডলহর্নের উপর রেখে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে বসে আছে সে।

মুখ ঘুরিয়ে স্যামের দিকে তাকাল জেক। বিনা কারণে হাসল। জিজ্ঞেস করল, 'গরমটা কেমন? দারুণ না?'

রসিকতাটা পছন্দ হলো না স্যামের। উত্তর দিল না সে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ধূলিধূসর শার্টের পকেট থেকে একটা হারমোনিকা বের করল জেক। পরনের জিন্সে বার কয়েক ঘষে নিয়ে লাগাল মুখে। একটা করুণ সুর বাজাতে আরম্ভ করল।

পরিবেশের সাথে মোটেও মানানসই হলো না সুরটা। বিরক্ত হয়ে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল স্যাম। বলল, 'থামাও তো। ভাল লাগছে না একদম।'

রোনটাকে ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিল বাকস্কিনটা, বাম হাত দিয়ে লাগাম টেনে ধরল জেক। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে বন্ধুর মুখোমুখি হলো।

'কী ব্যাপার?'

'চলতি পথে যতবার তুমি এরকম করুণ সুর বাজাও, ততবার কোন না কোন বিপদে পড়ি আমরা।'

'কুসংস্কার,' হেসে মন্তব্য করল জেক।

'কুসংস্কার হোক বা না হোক, ব্যাপারটা খেয়াল করেছি আমি।'

'কই, আগে তো কখনও বলোনি?'

'হয়তো সুযোগ পাইনি বলার। এখন দয়া করে এসব ফালতু জিনিস বাজানো বন্ধ রাখো।'

প্রিয় হারমোনিকাটাকে ফালতু বলায় কিছুটা মনক্ষুণ্ন হলেও বন্ধুর ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিল জেক। জিনিসটাকে আবারও কয়েকবার জিন্সে ঘষে নিয়ে রেখে দিল পকেটে।

'তারমানে,' জেকের চেহারায় বেপরোয়া ভাব, 'তুমি বলতে চাও, শীঘ্রিই একটা বিপদে পড়তে যাচ্ছি আমরা?'

'হ্যাঁ। কারণ, গতরাতে ফোর্ট ডেভিস থেকে রওয়ানা হওয়ার পর বলতে গেলে পানি খায়নি আমাদের ঘোড়া দুটো। সূর্য ডুবতে দেরি আছে অনেক। আর মার্ফায় পৌঁছুতে তো রাত হয়ে যাবে। এই অচেনা ট্রেইলে আর ঘণ্টা দুয়েকের ভেতর পানি না পেলে স্রেফ মারা পড়বে ওরা। তখন বুঝবে বিপদ কাকে বলে।'

'পানি পাব আমরা,' জেকের গলায় আত্মবিশ্বাস।

'ভাল,' রোনের পেটে আবার গুঁতো দিল স্যাম। ধীর গতিতে এগুলো সামনে। তাকে অনুসরণ করল জেক।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর জিজ্ঞেস করল স্যাম, 'কাজের কথা কিছু ভেবেছ?'

'নতুন করে ভাবার দরকার কী? ঠিক করাই তো আছে সব। মার্ফায় যাচ্ছি আমরা। কপাল ভাল থাকলে কাজ জুটে যাবে সেখানেই। নইলে আশেপাশের রানশে আবার সেই একঘেয়ে কাউবয়ের কাজই করতে হবে। ফোর্ট ডেভিসে দু'একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি। ওরা বলল, স্প্লিট এক্স নামে একটা বড় রানশ্ আছে মার্ফা থেকে মাইল দুয়েক দক্ষিণে। ওখানে একবার ঢুঁ মেরে দেখতে হবে আমাদের।'

'আর এখানে কাজ না পেলে?'

'সোজা চলে যাব বিগ বেন্ডে। মাইনিং শহরটাতে এখন গোল্ড রাশ না থাকলেও আমেজটা পুরোপুরি কেটে যায়নি। জিম নামে আমার একজন বন্ধু কাজ করে সেখানে। ওকে তার করেছিলাম আমি। জবাবে সে জানিয়েছে, সারা বছরই লোকের প্রয়োজন লেগে থাকে বিগ বেন্ডের মাইনিং ক্যাম্পগুলোতে। টুকটাক কাজ জানলেই নাকি ভাল বেতন দেয় মালিকরা।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়ল স্যাম। ওর ভবঘুরে জীবনের একমাত্র বন্ধু হচ্ছে জেক। বন্ধুর উপর অনেকখানি নির্ভর করে সে। জেকের বেলাতেও তা-ই।

দুই বন্ধু মিলে ঘুরে বেড়ায় বুনো পশ্চিমের এক শহর থেকে আরেক শহরে, আজ এখানে তো কাল ওখানে। স্থায়ী হয় না কোন জায়গাতেই। ভবঘুরে হলেও অকর্মা না ওরা, সুবিধামত কাজ পেলে লেগে যায় সেই কাজে। কোন পিছুটান নেই ওদের, নেই সংসার নামের মায়ার বাঁধন। একে অপরকে এবং যার যার পিস্তলকে বিশ্বাস করে ওরা। একারণে ভবঘুরে জীবনেও টিকে আছে, অনেক বিপদকে মোকাবেলা করতে পেরেছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

'মরীচিকা নাকি?' আবার দীর্ঘসময়ের নীরবতার পর মুখ খুলল স্যাম।

'কীসের মরীচিকা? এখানে মরীচিকা আসবে কোথা থেকে? এলাকাটা আর যাই হোক মরুভূমি না।'

তর্জনী উঁচিয়ে মাইলখানেক দূরের ধূসর পাহাড়গুলোর দিকে নির্দেশ করল স্যাম। আকাশের নীল আর গাছের সবুজ একসাথে হয়ে প্রচণ্ড তাপে কাঁপছে সেখানে। মরুভূমির মরীচিকার মতই দেখাচ্ছে অবিকল।

'নাহ্,' নিশ্চিত হতে পারছে না স্যাম, 'আসল উইলোর মতই তো দেখাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, আসল উইলোই ওগুলো। মরীচিকা মনে হলো কেন তোমার?'

'এই পশ্চিম টেক্সাসে, অর্থাৎ খোদার আরেক নরকে, সবুজ উইলোর মানে কী জানো? পানি। ফোর্ট ডেভিসের সেলুনে বসে গত রাতে গলা ভেজানোর সময় গল্প করছিলাম এক লোকের সাথে। আমরা মার্ফায় যাচ্ছি শুনে লোকটা বলল, সারা রাস্তায় একটাও ওয়াটার হোল পাব না আমরা। দূরের ওই কাঁপতে থাকা গাছগুলো এজন্যই মরীচিকা বলে মনে হয়েছিল প্রথমে।'

ঘোড়া দুটোকে আবার সামনে বাড়াল ওরা। নীরবে পাশাপাশি চলল বেশ কিছুক্ষণ। একসময় স্যাম বলল, 'কটনউডও আছে। তারমানে সামনে পানি পাব আমরা। তোমার কথা দেখছি ঠিক হলো।'

'অর্থাৎ,' শার্টের পকেট থেকে একটানে হারমোনিকাটা বের করল জেক। 'বিপদ নিয়ে যে-দুশ্চিন্তা করছিলে তুমি, সেটা অমূলক,' বলেই আগের চেয়েও করুণ একটা সুর বাজাতে আরম্ভ করল।

রাগে পিত্তি জ্বলে গেল স্যামের। কিন্তু, বলবার মত কিছু না পেয়ে চুপ করে রইল। মেরুদণ্ড সোজা করে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সামনের দিকে। এগিয়ে চলল ওর রোনটা, আর পিছন পিছন ধীরগতিতে জেকের বাকস্কিন।

আগে থাকায় স্কার্ফটা প্রথমে স্যামের নজরেই পড়ল। একটা বাঁক ঘুরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল সে, মেসকিটের ঝোপে স্কার্ফটাকে আটকে থাকতে দেখে লাগাম টেনে দাঁড় করাল ঘোড়াটাকে। অপেক্ষা করে রইল জেকের জন্য।

চোখ বন্ধ করে, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে হারমোনিকা বাজাতে বাজাতে হাজির হলো জেক। ওর ঘোড়াটা থেমে দাঁড়ালেই পা দিয়ে গুঁতো দিচ্ছে সে, ফলে আবার চলতে আরম্ভ করছে বাকস্কিনটা। ব্যাপারটা অভ্যাস হয়ে গেছে জেকের জন্য, কাজেই অসুবিধা হয় না তার। কিন্তু, স্যামের রোনটাকে থেমে থাকতে দেখে আর সামনে বাড়ল না ওর ঘোড়াটা; পা দিয়ে গুঁতিয়েও কাজ হচ্ছে না বুঝতে পেরে চোখ খুলল জেক। একদৃষ্টিতে স্যামকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হারমোনিকা বাজানো বন্ধ করল।

'কী হয়েছে?'

'স্কার্ফ,' চোখের ইশারায় মেসকিটের ঝোপটার দিকে ইঙ্গিত করল স্যাম।

দেখল জেক। ধূসর রঙের রেশমী স্কার্ফটা একজন সাধারণ কাউবয়ের এক মাসের বেতনের সমান দামি।

মুখ গোল করে হালকা একটা শিস দিল জেক। হারমোনিকাটা

ঢুকিয়ে রাখল পকেটে। বলল, 'একটা জিনিস খেয়াল করেছ? স্কার্ফটাকে গিঁঠ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে।'

'তারমানে ইচ্ছেকৃতভাবে কেউ করেছে কাজটা,' বলল স্যাম। 'স্কার্ফটার মালিক কাজটা করে থাকলে,' এদিক-ওদিক তাকাল সে, 'ধরে নাও আশেপাশেই আছে মেয়েটা।' একটু থেমে যোগ করল, 'ধনীর দুলালী। আর নইলে কোন বড় র‍্যানশারের সুন্দরী বউ।'

'হতে পারে। চলো, দেরি না করে রওয়ানা হই।'

অল্প কিছুদূর এগুতেই দাবদাহে শুকিয়ে যাওয়া ছোট্ট একটা নালার প্রান্তে এসে হাজির হলো দুই বন্ধু। অপর প্রান্তে এক সারিতে কয়েকটা গাছ, তার ফাঁকে চকচক করছে পানির একটা ক্ষীণ স্রোত। স্রোতটা দেখে কিছুটা আশ্চর্য হলো ওরা।

'মনে হয় কোন ওয়াটার ট্যাঙ্ক উপচে পড়ছে,' ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল স্যাম। 'যাই হোক, আমাদের ঘোড়া দুটো বেঁচে গেল এ-যাত্রা,' আগে বাড়ল সে।

কিছু একটা বলবার জন্য মুখ খুলেছিল জেক। কিন্তু, তার আগেই একটা নারীকণ্ঠ চিৎকার করে উঠল, 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

একে অন্যের দিকে একবার মাত্র তাকাল জেক আর স্যাম। তারপরই ঘোড়ার পেটে বুটের হিল দিয়ে জোরে গুঁতো দিল দু'জনই। ছিটকে বের হওয়া গুলির মত দৌড় দিল ঘোড়া দুটো।

মুহূর্তেই নালাটা পার হলো ওরা। তারপর গাছের সারি। সামনে একটা ঢাল, সেটা বেয়েই নেমে আসছে পানির স্রোত। ঢাল বেয়ে উপরে উঠতেই একটা প্রাকৃতিক বাঁধে এসে হাজির হলো ওরা। চারদিকে ঘন গাছের সারি, মাঝখানে ওয়াটার ট্যাঙ্কটা। এক প্রান্তে একটা স্লুইস গেট। সেটার কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী এক লোক। পরনে মাটির দাগ লাগা ময়লা জিন্স, ভিজে চুপচুপে হয়ে যাওয়া লাল রঙের শার্ট আর মাথায় কালো হ্যাট। নাকের নীচে চিবুক পর্যন্ত লম্বিত ধূসর গোঁফ। কোমরের দু'দিকে নিচু করে বাঁধা দুটো হোলস্টার, সেখান থেকে বাইরে উঁকি মেরে আছে দুটো সিক্স শ্যূটার। গেটটা খুলবার চেষ্টা করছে লোকটা। সফলও হয়েছে খানিকটা, যার কারণে পানির ধারা গড়িয়ে পড়ছে ঢাল বেয়ে।

নিজের কাজে এতই ব্যস্ত লোকটা যে, ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ শুনতে পেল না। ওয়াটার ট্যাঙ্কটার কিনারায় এসে যার যার ঘোড়া থেকে নামল স্যাম আর জেক।

'পাগল নাকি লোকটা? এই গরমের সময় এভাবে পানির অপচয় করে কেউ?' ঘোড়া থেকে নেমে নিচু গলায় জানতে চাইল স্যাম।

উত্তর দিল না জেক। নেমেছে সে-ও। মেয়েটাকে দেখতে পেয়েছে। ওয়াটার ট্যাঙ্কটার ঠিক মাঝখানে ওদের দিকে পিছন ফিরে ভেসে আছে মেয়েটা। সে-ও ওদের উপস্থিতি টের পায়নি।

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল স্যাম। চেঁচিয়ে ডাকল, 'এই যে, মিস্টার, এই!'

একই সাথে ওদের দিকে ফিরে তাকাল লোকটা আর মেয়েটা। দারুণ আশ্চর্য হয়ে গেছে দু'জনই।

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা। তারপরই থাবা মারল হোলস্টারে। কিন্তু, প্রস্তুত ছিল স্যাম। লোকটা অস্ত্র বের করবার আগেই তার বুটের কাছে মাটিতে একজোড়া বুলেট পাঠাল।

লাফিয়ে উঠে কিছুটা পিছনে সরে গেল লোকটা। আলগা পাথরের উপর পা পড়াতে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল অনেকখানি। চেষ্টা করল দাঁড়িয়ে থাকবার, পারল না। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। পড়বার আগে হোলস্টার থেকে অস্ত্রজোড়া বের করতে সক্ষম হয়েছিল সে, পতনের ধাক্কা সামলাতে না পেরে হাত থেকে ছুটে গেল দুটো সিক্স শ্যুটারই। জিনিস দুটো তুলবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল সে, আবার একজোড়া বুলেট পাঠিয়ে তাকে নিবৃত্ত করল স্যাম। বুলেটগুলো মাটিতে বিঁধবার আগে লোকটার দুই হাত থেকে বেশ কিছু চামড়া-মাংস নিয়ে গেল।

অস্ত্রের আশা বাদ দিয়ে হাচড়ে-পাচড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। খিচে দৌড় দিল হাতের ডানদিকে। অল্প কিছুটা দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল দুটো ঘোড়া, একটার উপর চড়ে যত দ্রুত সম্ভব পালিয়ে গেল সে।

লাফিয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ল স্যাম। পিছু ধাওয়া করল লোকটার।

নিজের পিস্তল বের করে অপেক্ষা করছিল জেক। লোকটাকে পালিয়ে যেতে দেখে পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে দৌড় দিল স্লুইস গেটটার দিকে। সেখানে পৌঁছে থামল কিছুক্ষণ। বুক ভরে দম নিল। তারপর একক প্রচেষ্টায় লাগিয়ে ফেলল গেটটা। ধীর পদক্ষেপে ফিরে এল আগের জায়গায়।

ততক্ষণে পানি ছেড়ে উঠে এসেছে মেয়েটা। ওর দিকে ভালমত তাকাল জেক।

রোদে পোড়া বাদামী চেহারা মেয়েটার। ঘন, গাঢ় সোনালী চুল। চোখের মণিদুটো নীল। বাঁশির মত তীক্ষ্ণ খাড়া নাক। অপরূপ সুন্দরী। খুব একটা লম্বা নয়, কিন্তু, হালকা-পাতলা হওয়ার কারণে কিছুটা লম্বা দেখাচ্ছে তাকে। তার পরনে জিন্স আর ধবধবে সাদা একটা শার্ট। পায়ে কালো রঙের দামি বুট। কোমরের কারুকার্যময় বেল্টটা থেকে ঝুলছে রূপার গহনা।

তাড়াহুড়ো করে বলল জেক, 'দুঃখিত, ম্যাম। এটাকে কপালের দোষ না গুণ বলব বুঝতে পারছি না। মহাবিপদের সময় দেখা হলো তোমার সাথে। কিন্তু, তুমি আমাকে ভয় পেয়ো না। তোমার কোন ক্ষতি করব না আমি।'

'ভয় পেলে কি পানি ছেড়ে উঠে আসতাম?' সুদর্শন জেকের দিকে তাকিয়ে খুব মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা। একটা ঢোক গিলল জেক।

'তোমার পার্টনার তোমাকে ফেলে পালাল নাকি?'

'না,' দূরের কটনউড গাছগুলোর দিকে তাকাল জেক। 'হয়তো ফিরে আসবে এক্ষুণি।' অপ্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করল সে। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি জেক রায়ার।'

'মিস্টার জেক রায়ার, এই মুহূর্তে লরা জেমিসনের সাথে কথা বলছ তুমি।'

'হ্যালো, লরা। লোকটা গেট খুলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল কেন বলো তো? আর তুমিই বা চিৎকার করছিলে কেন?'

'এই ওয়াটার ট্যাঙ্কে প্রায়ই গোসল করতে আসি আমি। ট্যাঙ্কটা আমাদের রানশ্, মানে স্প্লিট এক্সের মধ্যে পড়েছে। এটা আমাদেরই সম্পত্তি। আমি...'

'কী বললে? স্প্লিট এক্স তোমার রানশ্?' লরাকে কথা শেষ করতে দিল না জেক।

'আমার না, আমার বাবার। তোমরা এই এলাকায় নতুন, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল জেক।

'আগেই বুঝেছিলাম। মার্ফার ট্রেইল ধরে এসেছ না তোমরা?'

'হ্যাঁ।'

'পেছনের বাঁকটায় একটা মেসকিটের ঝোপে কোন স্কার্ফ আটকে থাকতে দেখেছ?'

'দেখেছি। ধূসর রঙের একটা রেশমী স্কার্ফ।'

'জিনিসটা আমার। এখানে গোসল করতে এলে ওই ঝোপে স্কার্ফ আটকে দেই আমি। তাতে আমাদের রানশের লোকেরা বুঝতে পারে যে, আমি আছি এখানে। কেউ বিরক্ত করে না আমাকে তখন।'

'কিন্তু, আজকের ঘটনাটা কী? ওই লোকটা তোমাকে বিরক্ত করছিল কেন?'

'লোকটা খুব সম্ভবত পাগল। আমি আসার আগেই পানির কিনারায় বসে কিছু একটা করছিল সে। আমার ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চোখের পলকে অস্ত্র বের করে গুলি করল। খুব তাড়াহুড়ো

করায় আমাকে মিস করল, কিন্তু, একটা গুলি লাগাতে পারল ড্যান্ডি, মানে আমার ঘোড়ার গায়ে। ড্যান্ডি তখন পাগলের মত দৌড় দিল সামনের দিকে। একলাফে গিয়ে পড়ল পানিতে। একটু পরে পানি থেকে উঠে আবার কোথায় যেন চলে গেল ঘোড়াটা।

'আমার মাথা থেকে হ্যাট খসে পড়ায় লোকটা বোধহয় বুঝতে পারল যে, আমি একটা মেয়ে। তখন দাঁত বের করে হাসল শয়তানটা। ধীরে-সুস্থে গুলি ভরতে আরম্ভ করল ওর সিক্স শ্যুটার দুটোতে। তারপর অস্ত্র দুটো হোলস্টারে ভরে রাখতে রাখতে বলল, "তুমি দেখে ফেলেছ, কাজেই তোমাকে তো খুন করতেই হবে, সুন্দরী। তবে তার আগে আত্মাকে একটু শান্তি দেওয়া যাক। সারা জীবনেও তোমার মত সুন্দরী জোটেনি কপালে," ' বলতে বলতে লজ্জায় লাল হয়ে গেল লরা। চোখ নামিয়ে তাকাল মাটির দিকে।

লজ্জা পেলে একটা মেয়েকে যে এতটা সুন্দর লাগতে পারে, আগে জানত না জেক। প্রায় অভিভূত হয়ে একদৃষ্টিতে লরার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। দৃষ্টিটা অনুমান করতে পেরে আরও লাল হয়ে গেল লরা। অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বলল জেক, 'তারপর?'

জেকের দিকে তাকাল লরা। 'তারপর অনেকবার পানি ছেড়ে আমাকে উঠে আসতে বলল পাগলটা। আমি উঠলাম না। পিস্তল বের করে গুলি করার ভয়ও দেখাল কয়েকবার। কিন্তু, করল না। শেষে আর কোন উপায় না পেয়ে স্লুইস গেটটা খুলে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। ওর ইচ্ছে ছিল, সব পানি বাইরে ফেলে দেবে। ফলে আর ভেসে থাকতে পারতাম না আমি। তখন সহজেই আমাকে ধরতে পারত সে।'

'লোকটাকে চেনো তুমি?'

'না। তবে এই এলাকার কেউ বলে মনে হয় না আমার। এখানে কারও এত সাহস নেই যে, লরা জেমিসনকে খুন করার হুমকি দেয়। শহরের কোন স্ট্রেঞ্জার হবে হয়তো।'

দূর থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ ভেসে এল। ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাল জেক আর লরা। ফিরে আসছে স্যাম। একহাতে নিজের রোনের লাগাম ধরে আছে, অন্য হাতে একটা বে স্ট্যালিয়নের। ঘোড়াটার গলার চামড়া কিছুটা কেটে গেছে, খেয়াল করল জেক। অনুমান করল, ঘোড়াটা লরার।

কাছে এসে রাশ টানল স্যাম। মাথা সামান্য নুইয়ে ডান হাত দিয়ে হ্যাটের কিনারা স্পর্শ করল। আবার একটা আন্তরিক হাসি দিয়ে অভিবাদনটুকু গ্রহণ করল লরা।

'তোমাদেরকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। তোমরা সময়মত না পৌঁছুলে এতক্ষণে হয়তো আমাকে মেরেই ফেলত শয়তানটা। রানশে চলো তোমরা। বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই তোমাদের। সব কথা শুনলে খুব খুশি হবে বাবা।'

'যেতে পারলে ভালই লাগত, কিন্তু, হাতে একদম সময় নেই আমাদের। মার্ফায় যাচ্ছিলাম আমরা, ইচ্ছে ছিল বিকেলের আগেই পৌঁছুব। কিন্তু, এখন দেখা যাচ্ছে মাঝরাতের আগে সেখানে পা দিতে পারব না। এই নিয়ে পথে চারবার থামতে হলো আমাদের,' বরফের মত শীতল গলায় কথাগুলো বলল স্যাম।

বছরখানেক আগে নারী সংক্রান্ত একটা দুর্ঘটনার পর থেকে ভদ্র-অভদ্র যে-কোন মেয়ের সাথে সহজে ভাল ব্যবহার করে না স্যাম। মেয়েদের উপর এখন আর কোন আকর্ষণই নেই তার। লরা জোরাজুরি করলে সে আবার কী না কী বলে বসে ভেবে তাড়াতাড়ি বলল জেক, 'তোমার ঠিকানা তো জানা থাকলই আমার। একদিন সুযোগ বুঝে হাজির হয়ে যাব তোমার রানশে। কিন্তু, এখন নয়। আজকে সত্যিই তাড়া আছে আমাদের। অনেকদূর থেকে আসছি আমরা, রওয়ানা হওয়ার পর থেকে একফোঁটাও পানি খায়নি আমাদের ঘোড়া দুটো। ওগুলোকে পানি খাইয়ে আবার ছুটতে হবে। আর, লোকটার ব্যাপারে খুব বেশি কিছু করার ছিল না আমাদের। ওকে হয়তো গুলি করে মেরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু, উপযুক্ত কারণ ছাড়া কাউকে মেরে ফেললে সেটা খুন করা হয়। লোকটা পিস্তল বের না করলে হয়তো গুলিই চালাত না স্যাম।'

'ঠিক আছে,' কিছুটা আহত গলায় বলল লরা, 'যেতে না চাইলে আমি তো তোমাদের জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারব না।'

মুখ গোমড়া করে নিজের ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল সে। ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখল। বলল, 'অল্পের জন্য বেঁচে গেছে ড্যান্ডি। গুলিটা আর এক ইঞ্চি বামে ঢুকলেই...' প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'লোকটার ব্যাপারে চিন্তা কোরো না তোমরা। রানশে গিয়ে এখনই বাবাকে জানাচ্ছি আমি সব। বাবা একটা পাসি নিয়ে লোকটাকে খুঁজতে বের হবে। তারপর...' কথাটা শেষ না করে রেকাবে পা রেখে স্যাডলে উঠে বসল মেয়েটা। জেককে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ভদ্রলোকেরা কথা দিয়ে কথা রাখে,' তারপরই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

লরা চলে যাওয়ার পর হেঁটে নিজেদের ঘোড়ার কাছে পৌঁছুল স্যাম আর জেক। ওদের জন্য অপেক্ষা না করে ঘোড়া দুটো নিজেরাই চলে গিয়েছিল পানির কাছে। এখনও একটু পর পর ওয়াটার ট্যাঙ্কটাতে মুখ

ডুবিয়ে পানি খাচ্ছে।

পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখল স্যাম। প্রায় সাড়ে চারটা। ঘড়িটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে উদাস জেকের মুখোমুখি হলো সে। রাগত স্বরে বলল, 'বলেছিলাম না, বিপদ হবে?'

'কী আশ্চর্য!' কিছুটা রেগে গেল জেক। 'তুমি বিপদ দেখতে পেলে কোথায়? বিপদে কেউ পড়ে থাকলে ওই মেয়েটা পড়েছিল। আমাদের কিছু হয়নি।'

'কিন্তু, পড়েছে তো কেউ না কেউ? সব দোষ তোমার হারমোনিকার।'

অবুঝের সাথে তর্ক চলে না। হাঁটু গেড়ে ওয়াটার ট্যাঙ্কটার কিনারায় বসে পড়ল জেক। আঁজলা ভরে পানি নিয়ে মুখ ধুলো। তারপর মাথায়, ঘাড়ে, শার্টের ভিতরে ছিটাল। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে একই কাজ করল স্যাম।

'মেয়েটা কী বলল জানো? লোকটা নাকি...'

'মেয়েটা মেয়েটা করছ কেন? নাম নেই ওর? নাকি নামটা বলতে অসুবিধা আছে?'

'আগে আমার হারমোনিকার উপর থেকে দোষ তুলে নাও,' উঠে দাঁড়াল জেক, 'তারপর মেয়েটার নাম বলব তোমাকে।'

'সে এমন কোন হেলেন অভ ট্রয় না যে, তার নামটা আমাকে জানতেই হবে। কোন দরকার নেই আমার নামটা জানার। মুখ বন্ধ করে রাখো তুমি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেক বলল, 'লোকটা পানির কিনারায় বসে কিছু একটা করছিল। মেয়েটাকে দেখামাত্রই গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। কেন?'

'জানি না। মার্ফায় যদি দেখা হয়, তাহলে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল জেক। বলল, 'দুটো ঘোড়া নিয়ে এসেছিল লোকটা। একটা নিয়ে পালিয়েছে, আর অন্যটা ওই যে,' দূরের একটা কটনউড গাছের দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'বাঁধা আছে এখনও। ঘোড়াটার পায়ের কাছে ওটা কী পড়ে আছে? একটা বস্তা না? চলো তো, দেখি।'

হাঁটতে হাঁটতে কটনউড গাছটার কাছে হাজির হলো দুই বন্ধু। চারদিকে বড় বড় ঘাস আর ঝোপঝাড়ের জঙ্গল। গাছগুলোর আড়ালের অন্ধকারকে মুছে দেওয়ার জন্য শেষ বিকেলের আলো যথেষ্ট নয়। তাই, দূর থেকে চেষ্টা করেও জঙ্গলের বেশি ভিতরে দেখতে পেল না জেক।

ওদেরকে দেখে মাথা নেড়ে, হালকা আওয়াজ করে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করল ঘোড়াটা। নিচু কণ্ঠে প্রাণীটাকে অভয় দিতে দিতে মাটি

থেকে বস্তাটা তুলে নিল জেক। অনেক ভারী বোধ হওয়াতে আবার রেখে দিল মাটিতে। বস্তাটাকে হেঁচড়ে নিয়ে এল কিছুটা দূরে। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা, ঘাসে ছাওয়া।

'বাপরে,' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল জেক, 'কোমরটা গেছে আমার।'

'দেখি সরো,' হালকা একটা ধাক্কা দিয়ে জেককে সরিয়ে দিল স্যাম। বস্তার মুখটা খোলাই ছিল, আরও একটু ফাঁক করল মুখটা। দু'জনই উঁকি দিল ভিতরে।

মাঝারি আকৃতির একটা মোটা লোহার পাত দেখা গেল ভিতরে। স্যাম আর জেক মিলে ধরাধরি করে পাতটাকে বাইরে বের করল।

'কী এটা?' বোকার মত জানতে চাইল স্যাম।

'দেখতেই পাচ্ছ লোহার পাত। তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, জিনিসটা দিয়ে কী করছিল লোকটা।'

'জিজ্ঞেস করলে কি বিশেষ কোন লাভ হত? উত্তরটা জানা আছে তোমার? নাকি ওর ঘোড়াটা কথা বলতে পারে?'

'কোনটাই না,' স্বীকার করল জেক। 'জিনিসটা দেখে কেন যেন পরিচিত মনে হচ্ছে।'

'তাই? আগে কোথাও দেখেছ?'

'মাইনিং ক্যাম্পে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার। বছর পাঁচেক আগে কলোরাডোর একটা মাইনিং ক্যাম্পে কাজ করতাম আমি। সেখানে এ-ধরনের লোহার পাত ব্যবহার করা হত। সোনার খোঁজে খুব গভীর করে গর্ত করা হলে মাটিকে ধস থেকে বাঁচাতে এসব পাত কাজে লাগাত শ্রমিকরা। আমাদের পাগল লোকটা কি তাহলে ওয়াটার ট্যাঙ্কটার কিনারায় সোনার খোঁজ করছিল নাকি?'

দৌড়ে ট্যাঙ্কটার কিনারায় এসে দাঁড়াল দুই বন্ধু।

'লোকটা ঠিক কোন্ জায়গায় কাজ করছিল, আগে সেটা জানতে হবে আমাদের,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল স্যাম। 'মেয়েটা থাকলে খুব উপকার হত এখন।'

'ঠিক,' একমত হলো জেক। 'এখন কি মেয়েটাকে হেলেন অভ ট্রয় বলে মনে হচ্ছে?'

'না, কখনোই না। মেয়েটার কথা বলে ভুল করেছি আমি।'

স্যাম উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রসঙ্গ পাল্টাল জেক, 'একটু খোঁজ করলেই আমরা বের করে ফেলতে পারব কোথায় কাজ করছিল লোকটা। ট্যাঙ্কটার কিনারা ধরে হাঁটতে হবে আমাদের।'

হাঁটতে আরম্ভ করল ওরা। এক জায়গায় কিছুটা কাদা আর মাটিতে গভীর হয়ে বসে যাওয়া বেশ কিছু বুটের দাগ দেখতে পেল। ভালমত দেখবার পর বুঝল, সবগুলো দাগ একজনেরই।

'পেয়ে গেছি,' উৎফুল্ল গলায় বলল স্যাম। 'কিন্তু,' আশেপাশে তাকাল সে, 'কোন গর্তের নাম-নিশানাও তো দেখা যাচ্ছে না। তাহলে করছিল কী লোকটা?'

'বুঝতে পারছি না।'

'চলো তো, লোকটা যেখানে হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, সেই জায়গাটা দেখে আসি। আমার মনে আছে, দুই হাতে গুলি খেয়ে অস্ত্রজোড়া ফেলে দিয়েছিল সে।'

কিছুদূর হেঁটে স্লুইস গেটটার কাছে এসে দাঁড়াল স্যাম আর জেক। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু ছোট-বড় পাথরের টুকরো পড়ে আছে সেখানে। চোখ নীচের দিকে রেখে সাবধানে হাঁটতে আরম্ভ করল ওরা।

'এই যে, এখানে একটা,' উবু হয়ে মাটি থেকে একটা সিক্স শ্যূটার তুলে নিল জেক। দেখাল বন্ধুকে।

চকচক করছে অস্ত্রটা। বোঝাই যায়, নিয়মিত যত্ন নেওয়া হয় জিনিসটার। বাঁটটা একদম মসৃণ। তাতে বড় করে একটা "বি" খোদাই করা এবং পাঁচটা দাগ কাটা।

শব্দ করে গলা পরিষ্কার করল জেক। জিজ্ঞেস করল, 'কী বুঝলে?'

'বুঝলাম, আমাদের অবস্থা খুব খারাপ। একটা মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে এক গানম্যানের শত্রুতে পরিণত হয়েছি আমরা। গুলি করে আমি আহত করেছি তাকে এবং পালিয়ে বেঁচে গেছে সে। কাজেই আজ হোক কাল হোক আমার উপর প্রতিশোধ নেবেই সে। তোমাকেও হয়তো ছাড়বে না।'

'যে-কথাটা পরে বলা উচিত ছিল, সেটা আগে বলে ফেললে তুমি। যাই হোক, পুরনো হলেও অস্ত্রটা চকচক করছে। বাঁটটাও মসৃণ। তারমানে নিয়মিত ব্যবহার করা হয় জিনিসটা। একজন কাউবয় বা সাধারণ লোক কাজটা করে না। তাহলে কে করে? একজন গানম্যান। তো, এই গানম্যান সাহেব যে-নামে পরিচিত, সেটার আদ্যাক্ষর হচ্ছে "বি"। এবং এ-পর্যন্ত পাঁচটা খুন করেছেন ভদ্রলোক।'

'ছয় নম্বর আমি আর সাত নম্বর তুমি। আগেই বলেছিলাম হারমোনিকাটা বাজালেই বিপদে পড়ি আমরা…'

'বাজে কথা বোলো না তো স্যাম। এর আগেও অনেক গানম্যানের মোকাবেলা করেছি আমরা। ভুলে গেছ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল স্যাম। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আরেকটা কোথায়?'

দ্বিতীয় অস্ত্রটার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল জেক। ফিট পাঁচেক দূরে একসময় খুঁজে পেল। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ইশারা করে বলল, 'ওই যে।'

দেখল স্যাম। তারপর বলল, 'তোমার আর কিছু দেখার না থাকলে চলো রওয়ানা হই। সূর্য ডুবতে বসেছে, খেয়াল করেছ? দুপুরে কিছু খাইনি আমরা। আমার পেটের ভেতর ছুঁচো নাচছে।'

'আমার অবস্থা আরও খারাপ। আমার ছুঁচোগুলো নাচতে নাচতে মরে গেছে,' বলতে বলতে হাত থেকে সিক্স শ্যুটারটা ফেলে দিল জেক। 'লোহার পাত আর অস্ত্রদুটো এখানেই পড়ে থাক। তবে লোকটার ঘোড়াটাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত আমাদের। পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারলে ভাল, নইলে এখানেই ঘাস-পানি খেতে পারবে।'

ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল জেক। ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী যেন দেখল বোবা জানোয়ারটা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করল কি না বোঝা গেল না। ঘোড়াটার গলার কাছে হাত বুলিয়ে আদর করল জেক। বাধা দিল না জন্তুটা। জেক সরে যেতে এগিয়ে গেল ওয়াটার ট্যাঙ্কটার দিকে। মুখ ডুবিয়ে পানি খেতে আরম্ভ করল।

ওয়াটার ট্যাঙ্কটা ছেড়ে আবার যখন ট্রেইলে উঠছে স্যাম আর জেক, তখন ওদের দিকে আরেকবার মুখ তুলে তাকাল বে স্ট্যালিয়নটা।

দুই

আধ ঘণ্টা চলবার পর বেড়ে গেল গাছপালার পরিমাণ। কিন্তু, ট্রেইলটা আর আগের মত সমতল থাকল না, এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গেল অনেকখানি। যতই সামনে এগুতে থাকল ওরা, বহুল ব্যবহৃত ট্রেইলটাতে তত বেশি ছোট-বড় নুড়ি পাথর দেখতে পেল। খেয়াল করল, ট্রেইলটা এঁকেবেঁকে উঠে গেছে উপরের নির্জন এক পাহাড়ী এলাকার দিকে। ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার অন্ধকারে মৃত্যুপুরী বলে মনে হচ্ছে পুরো এলাকাটাকে।

ঋজু ভঙ্গিতে স্যাডলের উপর বসে ছিল স্যাম। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে

জেকের দিকে তাকাল সে। বলল, 'এসে গেছি মনে হয়। ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি না অন্ধকারে, কিন্তু, দূরের ওই ঢালটা পার হয়ে ডানদিকের রাস্তাটাই মার্ফার দিকে গেছে খুব সম্ভবত। সাইনবোর্ডের তীর চিহ্নটা সেদিকেই নির্দেশ করছে।'

ট্রেইলটা ভাগ হয়ে গেছে তিন দিকে। একটা সোজা, একটা ডানে আর শেষেরটা বামে গেছে। ডানদিকেরটা আবছা, বোঝা যায় কি যায় না। ট্রেইলটার শুরুতে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখা আছে সাইনবোর্ডটা। সেটার কাছে এসে থামল দুই বন্ধু।

একটা কাঠের বোর্ডের উপর সাদা রঙ দিয়ে লেখা আছে—''মার্ফা চার মাইল''। নীচে একটা তীর চিহ্ন আঁকা। খেয়াল করল ওরা, সাইনবোর্ডটা কিছুটা ডানদিকে বাঁকানো।

সাদা রঙ বলে সাইনবোর্ডটা পড়তে পারল ওরা। অন্য কোন রঙ দিয়ে লেখা হলে এই অন্ধকারে পড়া যেত না।

'কিন্তু,' মাথা নেড়ে সন্দেহ প্রকাশ করল স্যাম, 'ঠিক মিলছে না ব্যাপারটা।'

'মিলছে না মানে?'

'গতরাতে যে লোকটা আমাকে মার্ফার ব্যাপারে জ্ঞান দিচ্ছিল, সে কিন্তু একবারও কোন সাইনবোর্ডের কথা বলেনি।'

'হয়তো বলতে ভুলে গিয়েছিল।'

'উঁহুঁ, মানতে পারলাম না। পথে কোন সাইনবোর্ড দেখতে পাব কি না, এ ব্যাপারে আমি প্রশ্ন করেছিলাম তাকে। পরিষ্কার মনে আছে আমার, সে না বলেছিল।'

কথাটা শুনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল জেক। কিছু না বলে চুপ করে রইল।

জেক চুপ করে আছে দেখে আবার বলল স্যাম, 'আমরা যে ট্রেইল ধরে এসেছি, ফোর্ট ডেভিস থেকে মার্ফায় যাওয়ার সহজ রাস্তা কিন্তু সেটাই। অন্তত লোকটা সেরকমই বলেছিল। আরেকটা ট্রেইল আছে এখান থেকে দশ মাইল দূরে। কিন্তু, সেটা ফোর্ট ডেভিস থেকে মার্ফায় যায়নি, ওহায়ো থেকে এসেছে। মার্ফা আর ওহায়োর মধ্যকার স্টেজকোচগুলো ওই পথেই চলে। তাহলে সাইনবোর্ডের ব্যাপারটা কী?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল জেক। 'দাঁড়িয়ে না থেকে চলো রওয়ানা হই। রাত হচ্ছে।'

'কিন্তু, যাব কোন্ পথে? বামে, ডানে নাকি সোজা?'

'সাইনবোর্ডটা ডান দিকে বাঁকানো,' ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল

জেক। 'তারমানে, ডানদিকের ট্রেইলটাই হচ্ছে মার্ফার ট্রেইল।'

আর কথা বাড়াল না স্যাম। সাইনবোর্ড নির্দেশিত পথে মধ্যম গতিতে ঘোড়া ছুটাল আবার। তাকে অনুসরণ করল জেক। এবারও আগে থাকল স্যাম।

আরও আধ ঘন্টা একটানা চলবার পর লাগাম টেনে ঘোড়া থামাতে বাধ্য হলো স্যাম। ওর দেখাদেখি জেক।

'আমরা ভুল করছি, জেক। এটা কিছুতেই মার্ফার ট্রেইল হতে পারে না। চারদিকে তাকিয়ে দেখো।'

স্যাম বলবার আগেই ব্যাপারটা খেয়াল করেছিল জেক। চারদিকে গাছের সারি আরও বেড়ে গেছে। সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আর মাইলখানেক এগুলেই একটা জঙ্গলে গিয়ে হাজির হবে ওরা।

'চলো, ফিরে যাই। কোন দুষ্টু ছেলের পাল্লায় পড়েছি আমরা। ছেলেটা ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছে আমাদের,' স্পষ্ট ক্ষোভ জেকের গলায়, 'ট্রেইলটা যেখানে তিন ভাগ হয়েছিল, সেখান থেকে ডানে না এসে বামে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের। কী আর করা যাবে,' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

সাইনবোর্ডটার কাছে এসে থামল ওরা। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল স্যাম। গাল দিল কি না ঠিক বোঝা গেল না।

বামের ট্রেইলটা ধরল দুই বন্ধু। এবার অল্প কিছুদূর এগুবার পরই একটা ত্রিকোণাকৃতির মেসায় প্রবেশ করল ওরা। একটা ঢালের মাথায় অনুজ্জ্বল একটা আলো দেখতে পেল।

আরও কিছুদূর এগুবার পর বোঝা গেল, একটা কেবিন থেকে আসছে আলোটা। সামনে বড় বড় কয়েকটা জুনিপার গাছ থাকায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কেবিনটাকে। এখনও দুশো ফিটের মত দূরে আছে সেটা।

'শোনো,' ঘোড়ার গতি কমিয়ে জেকের কাছাকাছি হলো স্যাম, 'সোজা চলে গেলে কেবিনটাকে পাশ কাটিয়ে যাব আমরা। কিন্তু, কাজটা করতে চাই না আমি। কেবিনটাতে একবার ঢুঁ মারতে হবে আমাদের। ঠিক পথে যাচ্ছি কি না জানতে হবে। আর ওরা যদি ডিনারের আমন্ত্রণ জানায়, তাহলে তো কথাই নেই।'

চারপাশটা একবার যাচাই করল জেক। থালার মত চাঁদ উঠেছে আকাশে। সুনসান নীরবতা চারদিকে। এমনকী একটা ঝিঁঝিও ডাকছে না। সারাদিনের প্রচণ্ড গরমের পর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে পরিবেশ। থেকে থেকে বয়ে যাচ্ছে হালকা বাতাস। জুনিপার আর ঝোপঝাড়ের জঙ্গল থেকে কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে বাতাসটা। রাত

তার সমস্ত আঁধার নিয়ে যেন চেপে বসেছে এই মেসায়। একটা অজানা আশঙ্কা পাক খেয়ে জেগে উঠল জেকের মনের ভিতর।

স্যামের দিকে তাকাল সে। কিছু বুঝতে পেরেছে কি না যাচাই করল। হঠাৎ কেন যেন খুশি খুশি দেখাচ্ছে স্যামকে। ব্যাপারটা কী, ধরতে পারল না জেক।

'বাদ দাও,' স্যামকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করল সে, 'আমার মনে হয় এবার ঠিক পথেই চলেছি আমরা। হয়তো আর বেশি দূরে নেই মার্ফা। সেখানে গিয়েই ডিনারটা সারব একবারে। ওই কেবিনে ঢোকার দরকার নেই।'

'সারা রাত এভাবে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে চাই না আমি,' রোনের পেটে গুঁতো মেরে গতি বাড়াল স্যাম। ছাড়িয়ে গেল জেককে। অল্প কিছুক্ষণ পরই মোড় নিল বামে। ঢুকে পড়ল ছোট ছোট ঘাসে ছাওয়া একটা মাঠে। তার পিছন পিছন জেক।

চাঁদের ক্ষীণ আলোতে চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল জেক, আসলে একটা রানশে হাজির হয়েছে ওরা। খুব ছোট রানশটা। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটা ছোট ঝরনা প্রবাহিত হচ্ছে রানশটার ভিতর দিয়ে। চলতে চলতে একটা কোরাল আর প্রায় ধসে পড়া একটা বার্নও দেখতে পেল।

অন্ধকারে ডুবে আছে কেবিনটা। বাইরে, সদর দরজার কাছে একটা খুঁটি থেকে ঝুলছে একটা হারিকেন। সেটার আলোই দেখতে পেয়েছিল ওরা। কেবিনটার কাছাকাছি পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল দুই বন্ধু।

'ব্যাপার খুব বেশি সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না আমার,' গলা নামিয়ে বলল জেক। 'কেবিনটা যদি পরিত্যক্ত না হয়, তা হলে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে ভেতরে। কী, সেটা ধরতে পারছি না। তুমি পারছ?'

স্যাম নিজেও অস্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছে। কী বলবে ভেবে না পেয়ে গলা চড়িয়ে ডাকল সে, 'হ্যালো? কেউ আছ ভেতরে?'

চারদিকের নীরবতায় স্যামের ভরাট কণ্ঠটা বড় বেশি কানে বাজল জেকের। বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে আওয়াজটা ফিরে এল ওদের দিকেই। তারপর একসময় মিলিয়ে গেল বাতাসে। কেবিনের ভিতর থেকে সাড়া দিল না কেউ।

হারিকেনের মৃদু আলোয় খোলা দরজাটা দিয়ে ভিতরে দেখবার চেষ্টা করল দুই বন্ধু। জমাট বাঁধা অন্ধকার ফিরিয়ে দিল ওদের দৃষ্টিকে। আবার ডাকল স্যাম। কিন্তু, খোলা দরজাটা দিয়ে বাইরে বের হয়ে এল না কেউ। আগের মতই প্রাণহীন থাকল কেবিন, কোরাল আর বার্নটা।

'চলো, কেটে পড়ি,' পরামর্শ দিল জেক। 'যে রাস্তায় যাচ্ছিলাম

যেতে থাকি। ঠিকই পৌঁছে যাব মার্ফায়।'

'আমারও কেটে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু, সাইনবোর্ডটা যদি কোন দুষ্টু ছেলের কারসাজি না হয়, তাহলে কত বড় বিপদে পড়তে হবে আমাদের সেটা ভেবে দেখেছ? তিনদিকে ভাগ হয়ে গেছে ওই ট্রেইলটা। ডানদিকেরটা ধরে এগিয়ে গিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে আমাদের। সোজা এগুলে কোথায় যেতাম, জানি না। বামেরটা ধরে এগিয়ে হাজির হলাম এখানে। আজ সারাটা রাত এভাবে ঘোড়ার পিঠে কাটাতে চাই না আমি। তুমিও নিশ্চয়ই চাও না?' একটু থেমে যোগ করল সে, 'এই কেবিনের লোকটা হয়তো একা থাকে। কোন কারণে বাইরে গেছে, হয়তো ফিরে আসবে এক্ষুণি। তখন তাকে জিজ্ঞেস করে আবার রওয়ানা হব আমরা। তাছাড়া, আমাদের সঙ্গ পেলে ওর একাকীত্ব কিছুটা হলেও ঘুচবে। এখন দেরি না করে কেবিনটার ভেতরে ঢুকে পড়ি চলো।'

জেক বিবেচনা করে দেখল, যুক্তি আছে স্যামের কথায়। মৃদু গলায় বলল, 'ঠিক আছে, চলো।'

ঘোড়া দুটোকে গ্রাউন্ড হিচিং করে সিঁড়ি বেয়ে ধীর পদক্ষেপে কেবিনের দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

'কেউ আছ ভেতরে?' আবার চেঁচাল স্যাম।

উত্তর দিল না কেউ।

পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল জেক। আগে বেড়ে স্যামের পাশে এসে দাঁড়াল সে। বলল, 'মনে হয় কোন বুড়ো থাকত কেবিনটাতে। বেচারা মরে গেছে বোধহয়। একটা ম্যাচ জ্বালাও তো। ভেতরে ঢুকে দেখি ঘটনা কী।'

লম্বা করে কয়েকবার শ্বাস টানল স্যাম। বলল, 'বাতাসে মরা পচার কোন গন্ধ নেই। তার মানে কেউ মরে পড়ে নেই ভেতরে।' বেল্টে ঘষে ফস্ করে একটা ম্যাচ জ্বালল সে। কাঠিটা উঁচু করে ধরে কেবিনের ভিতরে ঢুকল। ওর পিছনে জেক। ম্যাচের আলোয় কেবিনটাকে যতদূর সম্ভব দেখে নিল দুই বন্ধু।

দুটো কামরা কেবিনটাতে। ঢোকামাত্রই বসবার ঘর। এক প্রান্তে পুরনো এক সেট সোফা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একটা মাঝারি আকৃতির কাঠের টেবিলও আছে সেখানে। অন্য প্রান্তে একটা ডাইনিং টেবিল, সেটাকে ঘিরে চারটা কাঠের চেয়ার। ডাইনিং টেবিলটার বামদিকে ছোট্ট একটা রান্নাঘর আর ডানদিকে আরেকটা ঘর। সেটার দরজা বন্ধ। ঘরটা বেডরুম, অনুমান করল ওরা। বসবার ঘরটার দু'দিকে দুটো জানালা।

এক প্রান্তে একটা কেরোসিন ল্যাম্প দেখতে পেয়ে তাড়াহুড়ো করে সেটার দিকে এগিয়ে গেল স্যাম। প্রায় নিভে আসা কাঠিটার সাহায্যে

জ্বালল ল্যাম্পটাকে। আগের চেয়ে উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল ঘরটা।

ল্যাম্পটাকে মাটি থেকে তুলে ডাইনিং টেবিলের উপর রাখল স্যাম। ঘরটাকে ভালমত দেখল আরেকবার।

পনেরো বাই পনেরো হবে বসবার ঘরটা। মেঝেতে ব্যবহার করা হয়েছে পাইন কাঠ। ঘরটার দু'প্রান্তে দুটো রকিং চেয়ার দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল। আর কোন আসবাবপত্র দেখা যাচ্ছে না।

'এই কেবিনটা যদি কোন বুড়োর হয়েও থাকে, তা হলে একজন বুড়িও ছিল তার সাথে। কতটা ছিমছাম ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে পুরো কেবিনটা, খেয়াল করেছ? একজন নিঃসঙ্গ পুরুষের কাজ নয় এটা।'

উপরে-নীচে মাথা দুলিয়ে স্যামের কথায় সায় জানিয়ে বলল জেক, 'পর্দা ঝুলছে জানালায়, সোফার সামনের টেবিলটাতে রাখা আছে ফুলদানি, তাতে এক কি বেশি হলে দুই দিনের বাসি ফুল। ভদ্রমহিলার রুচি আছে, স্বীকার করতেই হবে।'

'কিন্তু, যার এত প্রশংসা করা হচ্ছে, সে গেল কোথায়? এ রকম একজন দায়িত্ববান মহিলা ঘরবাড়ি ছেড়ে, তা-ও আবার সদর দরজা খোলা রেখে চলে যাবে—ঠিক মানায় না ব্যাপারটা।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে মিনিটখানেক আগেও ভদ্রমহিলা ছিল এখানে। ওয়াটার ট্যাঙ্কের মেয়েটা ছাড়া আর কোন মহিলার সাথে পথে দেখা হয়নি আমাদের। তুমি এতবার ডাকলে, সাড়া দিল না কেউ। তারমানে, কাছেপিঠে নেই মহিলা। দূরে গিয়ে থাকলে শহর ছাড়া আর কোথায় যেতে পারে?'

'ঠিকই বলেছ। তাহলে খুব সম্ভবত মার্ফায় গেছে সে। কিন্তু, মহিলা এখানে একা বাস করত, সেটাও মেনে নিতে পারছি না। এ রকম নির্জন জায়গায়...একজন মহিলা...একা...নাহ্, হতে পারে না।'

কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে ল্যাম্পটা ডাইনিং টেবিল থেকে তুলে নিল জেক। বলল, 'চলো, বেডরুমে ঢুকে দেখি।

বন্ধ দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল জেক। হাতল ধরে জোরে মোচড় দিল। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজাটা। ভিতরে ঢুকল ওরা।

এক কোণায় একটা ডাবল বেড। তাতে দুটো বালিশ। বালিশ দুটোতে কভার আছে, কিন্তু, বিছানাতে কোন চাদর নেই। ঘরটার দু'দিকে দুটো জানালা। দুটোই খোলা। একদিকের জানালার কাছে একটা ড্রেসিং টেবিল। সেটার উপর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে কয়েকটা চিরুনি আর ব্রাশ। আরেকদিকের জানালার নীচে একটা বড় ট্রাঙ্ক। তার পাশে একটা ক্লযিট। সেটার সবগুলো ড্রয়ার খোলা। শুধু তা-ই না, কে বা কারা

ভিতর থেকে কাপড়-চোপড় আর কাগজপত্র বের করে ইচ্ছেমত ছুঁড়ে ফেলেছে মেঝেতে। এক নজর দেখেই বুঝল স্যাম আর জেক, একজন পুরুষ আর একজন মহিলার কাপড় ওগুলো।

হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল জেক। ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল খাটের নীচে। কেউ লুকিয়ে নেই। উঠে দাঁড়াল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ, স্যাম?'

'ভাবছি,' উদাস গলায় বলল স্যাম, 'কী ভাবা উচিত। লোকটা তার বউকে নিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। নাকি হানিমুন করতে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল?' এপাশ-ওপাশ মাথা দুলিয়ে আবার বলল, 'ডাকাতি হয়েছে মনে হয় এই কেবিনে। কেমন এলোমেলো করে দিয়ে গেছে সব, দেখেছ?'

'এই এলাকায় ডাকাতি করবে কে? প্রায় সবাই সবাইকে চেনে এসব জায়গায়,' একমত হতে পারল না জেক। 'তাছাড়া, কেবিনের মালিককে খুব একটা ধনী বলে মনে হচ্ছে না আমার। আসবাবপত্রগুলো দেখছ না? সব কম দামি। রানশ্টাও একেবারে ছোট। লোকটার টাকার টানাটানি ছিল মনে হয়।'

'তাহলে?' জেকের কাছে একটা ব্যাখ্যা দাবি করল স্যাম।

'জানি না। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে, খারাপ কিছু একটা ঘটেছে এখানে। বাইরে চলো।'

জেকের পিছু পিছু ড্রইংরুমে এসে দাঁড়াল স্যাম। তারপর আবার ডাইনিং টেবিলটার সামনে। হাত থেকে ল্যাম্পটাকে টেবিলের উপর রাখল জেক। দেখল, অভুক্ত-অর্ধভুক্ত কিছু খাবার পড়ে আছে সেখানে। বোধহয় তিনজন লোক খেতে বসেছিল; কোন কারণে খুব তাড়াহুড়ো করে খাওয়া ফেলে উঠে যেতে হয়েছে তাদের। প্লেট, কাঁটাচামচ সব এলোমেলোভাবে পড়ে আছে।

'আমাদের কাজে লাগতে পারে, এরকম কিছু খুঁজে পেলাম এতক্ষণে,' পিছন থেকে মন্তব্য করল স্যাম। খুশিতে দাঁত বের হয়ে গেছে ওর। 'আমরা খাবারগুলো খেয়ে নিলে আশাকরি খুব বেশি রাগ করবে না ওরা,' জেককে তাকাতে দেখে ওকে উদ্দেশ্য করে একবার চোখ টিপল স্যাম।

'ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ওগুলো,' কাজটাতে পুরোপুরি সায় দিতে পারছে না জেক, আবার নিষেধও করতে পারছে না। দুপুর থেকে না খেয়ে আছে ওরা। ভাগ্যক্রমে যখন কিছু খাবার পাওয়া গেছে এবং মালিক অনুপস্থিত, তখন সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা উচিত বটে।

'এক কাজ করো,' স্যামকে পরামর্শ দিল জেক। 'খাবারগুলো চুলোয় বসিয়ে দাও তুমি। আমি ঘোড়া দুটোকে কোরালে রেখে আসি। ওদের

পেটেও কিছু পড়া উচিত। রান্নাঘরে খুঁজে দেখো তো আরেকটা হারিকেন পাও কি না। পেলে ওটা নিয়ে বাইরে যাব আমি। সিঁড়ির উপরে ঝোলানো হারিকেনটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি না।'

পাওয়া গেল আরেকটা হারিকেন। সেটা জ্বালিয়ে দিল স্যাম। জিনিসটা হাতে নিয়ে বাইরে বের হয়ে গেল জেক।

প্রথমেই ঘোড়া দুটোর কাছে গেল না জেক। কেবিনটার আশেপাশে ধীর গতিতে চক্কর দিল একবার। তারপর পরিধি বাড়াল। হাঁটবার সময় হারিকেনটাকে ইচ্ছে করে দোল খাওয়াল। ফলে স্বাভাবিকের চেয়ে আরও দূরে ছড়িয়ে গেল আলো। কিছু একটা চোখে পড়বার আশা করছে জেক। কিন্তু, সেরকম কিছু দেখতে পেল না। রানশ্‌টা বেশি বড় নয় বলে চক্কর দেওয়া শেষ করতে সময় লাগল না তার।

হাঁটতে হাঁটতে ট্রেইলটার কাছে এসে পৌঁছুল জেক। ত্রিকোণাকৃতির মেসার পুরোটাও ঘুরল একবার। মাঝেমধ্যে স্যামের অনুকরণে "হ্যালো" বলে চেঁচাল। ডাক শুনে কেউ সাড়া দেয় কি না, সেটা শুনবার জন্য কান পেতে অপেক্ষা করল। সাড়া দিল না কেউ।

ঘোড়া দুটোর কাছে ফিরে গেল জেক। ওগুলোকে নিয়ে রওয়ানা হলো কোরালের দিকে। চোখ রাখল মাটিতে। কিন্তু, আবারও হতাশ হতে হল তাকে। ঘেসো জমিতে কোন চিহ্নই নেই। বুটের ছাপ, ছেঁড়া কাগজ, সিগারেটের পোড়া টুকরো–কিছুই দেখতে পেল না জেক।

কোরালের কাছে পৌঁছে গেটটাতে হালকা একটা ধাক্কা দিল সে। মৃদু শব্দ করে খুলে গেল গেট। শব্দ শুনে উৎসুক হয়ে উঠল ভিতরের জানোয়ারগুলো। কিন্তু, গেটে দাঁড়ানো মাঝারি উচ্চতার লোকটা অপরিচিত বুঝতে পেরে মাথা নেড়ে, আওয়াজ করে অস্বস্তি প্রকাশ করতে আরম্ভ করল জন্তুগুলো। তাদেরকে অভয় দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করল জেক।

হারিকেনটা উঁচু করে ধরল সে। কোরালের ছাদ থেকে নেমে আসা একটা আংটা দেখতে পেয়ে সেটার মধ্যে ঝুলিয়ে দিল হারিকেনটাকে। তারপর চোখ বুলাল চারদিকে।

তিনটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে ভিতরে। সবগুলোর ভাবভঙ্গিতে অসহিষ্ণুতা প্রকট। একটার পিঠে জিন পরানো। প্রতিটা ঘোড়ার সামনে খড় আর আলাদা আলাদা বালতিতে পানি রাখা। এক কোণায় ছোট পাহাড়ের মত খড়ের স্তূপ। ওই তিনটা ঘোড়া মিলে এক সপ্তাহ ধরে খেয়েও শেষ করতে পারবে না স্তূপটা।

নিজেদের ঘোড়া দুটো থেকে জিন খুলবে কি খুলবে না, সে ব্যাপারে কিছুক্ষণ ইতস্তত করল জেক। শেষ পর্যন্ত খুলবার সিদ্ধান্ত নিল।

উল্টোদিকের একটা খুঁটির সাথে বাঁধল ওগুলোকে। তারপর জিন খুলে নামিয়ে রাখল মাটিতে। অল্প একটু দূরে একটা হে-ফর্ক পড়ে থাকতে দেখে এগিয়ে গিয়ে জিনিসটা তুলে নিল। ফর্কটার সাহায্যে খড় এনে ফেলল ঘোড়া দুটোর সামনে। তারপর এক কোণায় একটা বালতিকে উল্টে পড়ে থাকতে দেখে সেটার দিকে এগিয়ে গেল। বালতিটা তুলে কোরাল ছেড়ে বের হয়ে এল বাইরে। চারদিকে তাকাল আবার।

দূরে ছোট্ট একটা বার্ন। হাঁ হয়ে খুলে আছে সেটার দরজা : ছাদের একাংশ বোধহয় ধসে পড়েছে, সেখান দিয়ে অনায়াসে ঢুকছে চাঁদের আলো। অনিশ্চিত পায়ে বার্নটার খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল জেক। তাকাল ভিতরে।

সত্যিই ধসে পড়েছে ছাদটার একদিক। টিকে থাকা অংশটুকুর নীচে রাখা আছে একটা ছোট ওয়াগন। রোদ-বৃষ্টির কবল থেকে বাঁচানোর জন্য তেরপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে সেটাকে। হারিকেনের আলোয় চকচক করা কাঠের চাকা আর সদ্য করা রঙ দেখে বুঝল জেক, খুব বেশিদিন আগে কেনা হয়নি ওয়াগনটা। আবছা আলো-আঁধারে আর কিছু চোখে পড়ল না তার।

এরপর ঝরনার কাছে গিয়ে বালতিটাকে পানিভর্তি করল সে। তারপর আবার ফিরে এল কোরালে। আঁজলা ভরে পানি নিয়ে ধুইয়ে দিতে লাগল ঘোড়া দুটোর শরীর। তারপর কিছু খড় হাতে নিয়ে ডলতে আরম্ভ করল জানোয়ার দুটোকে। ঘোড়া দুটোর যত্ন নেওয়া শেষ হলে বালতির পানিতে হাত ধুয়ে কেবিনের পথ ধরল জেক।

হঠাৎ খেয়াল হলো তার, জরুরি মুহূর্তে দরকার হতে পারে ঘোড়া। তখন হয়তো কোরালে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে না। কেবিনের দিকে অল্প কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিল সে, থেমে গেল আচমকা। আবার ফিরে গেল কোরালে। নিজের স্যাডলটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বাঁধন ছুটাল বাকস্কিনটার। ঘোড়াটাকে জিন পরাল আবার। তারপর লাগাম ধরে বের করে নিয়ে এল কোরালের বাইরে। একবার চোখ তুলে তাকাল কেবিনের দিকে। দেখল, ভিতরে হাঁটাহাঁটি করছে স্যাম। অল্প আলোতে একটা ভৌতিক মূর্তির মত দেখাচ্ছে তাকে। কেন যেন বন্ধুর উপর মায়া হলো তার। দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট হচ্ছে বুঝতে পেরে আবার হাঁটা ধরল সে। র‍্যানশটার সীমানা পেরিয়ে গিয়ে ঢুকল কাছের এক জুনিপারের জঙ্গলে। ঝোপঝাড় আর ঘাসে ভরা একটা জায়গা পছন্দ করে ঘোড়াটাকে বাঁধল সেখানে নিয়ে। জন্তুটার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'আর খড় খেতে হবে না তোকে। এবার ঘাস খা।' তারপর ক্লান্ত পায়ে রওয়ানা

হলো কেবিনটার উদ্দেশে।

র‍্যানশটার গেটে দাঁড়িয়ে একবার ফিরে তাকাল জেক। ঘোড়াটাকে দেখা যাচ্ছে কি না যাচাই করল। যাচ্ছে না। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল সে।

একটু আগেই থালার মত ছিল চাঁদটা, এখন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে অর্ধেক। বাঁকা শিং-এর মত চাঁদটার হলদে-সাদা আলোয় ফ্যাকাসে হয়ে আছে আকাশটা। হয়তো রাতের প্রথম প্রহর বলে এখনও হালকা গোলাপি রয়ে গেছে দিগন্তের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। মুখ নামাল জেক। অদ্ভুত এই আলো-আঁধারির পটভূমিতে আলকাতরার মত কালো দেখাচ্ছে জঙ্গলটাকে। মনে হচ্ছে, মেসাটার এক প্রান্তে হঠাৎ তৈরি হয়েছে একটা অতল গহবর, সবকিছুকে গিলে খাওয়ার জন্য যেন মুখ হাঁ করে আছে সেটা। অকারণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবিনের পথ ধরল জেক।

'স্বামী-স্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, জেক,' কেবিনের দরজা দিয়ে জেককে ঢুকতে দেখে হাতে ধরা অর্ধেক বোনা একটা সোয়েটার দেখাল স্যাম। আকৃতি দেখে বোঝা গেল, কোন এক নবজাতকের জন্য তৈরি করা হচ্ছিল সোয়েটারটা। 'মহিলা মনে হয় পোয়াতি। সামনের শীতে হয়তো জন্ম দেবে বাচ্চাটাকে।'

'কোথায় পেয়েছ জিনিসটা?'

'সোফার সামনের রকিং চেয়ারটার উপর। দুটো কাঁটাও আছে সেখানে। তুলতে গিয়ে কাঁটা দুটো খুলে গেছে আমার হাত থেকে।'

'খুব ভাল করেছ। তোমাকে পেলে চিবিয়ে খাবে মহিলা।'

'ইচ্ছে করে তো আর করিনি। একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। কোরালে কী দেখলে?'

'তিনটা ঘোড়া। একটার আবার জিন পরানো। আমার মনে হয় কোন এক জরুরি কারণে ঘোড়া না নিয়ে পায়ে হেঁটে দূরে কোথাও গেছে লোকটা আর তার বউ।'

'এই পশ্চিমের দেশে জরুরি কারণে ঘোড়া না নিয়ে বাইরে বের হয় কেউ, কখনও শুনেছ সেরকম কিছু?'

'না, শুনিনি,' অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল জেক। 'পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন এলোমেলো মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'বাদ দাও। ওরা ফিরে এলে ভাল, না এলেও আমাদের কোন ক্ষতি নেই।' প্রসঙ্গ পাল্টাল স্যাম, 'খাবারগুলো চাপিয়ে দিয়েছি চুলোয়। গরম হলে কফি বানিয়ে খেতে বসে যাব।' জেককে অন্যমনস্ক দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ?'

'ভাবছি, খারাপ কিছু আবার ঘটল না তো? চিন্তা করে দেখো, রুচিশীল একজন ভদ্রমহিলা, তা-ও আবার পোয়াতি, খাবার ফেলে, অর্ধেক বোনা সোয়েটার ফেলে, কেবিনের সদর দরজা খুলে উধাও হয়ে গেল! মহিলার সাথে একটা লোক থাকত, ধরলাম তার স্বামী, সে-ও নিখোঁজ। আশেপাশের রানশে ব্যাপারটা জানানো উচিত আমাদের।'

'মাথা কি খারাপ হয়েছে তোমার? ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘটনাটা সবাইকে জানাই আর লোকে আমাদেরকেই সন্দেহ করুক, তাই না? তুমি কি সেটাই চাও? মনে রেখো, আমরা এখানে স্ট্রেঞ্জার। কাজ খুঁজতে এসেছি। যেচে পড়ে কারও উপকার করতে আসিনি। এর আগে লোকের উপকার করতে গিয়ে কতবার মরতে বসেছিলাম, ভুলে গেছ সব?'

নিকট অতীতের কথা মনে পড়ে গেল জেকের।

অ্যামবুশ করা হয়েছিল এক লোককে। পাহাড়ের চূড়ায় বসে কুকর্মটা করেছিল দুই গানম্যান। মাইলতিনেক দূরে ওই পাহাড়ের চূড়াতেই অস্থায়ী ক্যাম্প গেড়েছিল স্যাম আর জেক। গুলির শব্দ শুনে ছুটে গিয়েছিল তারা। ধরবার চেষ্টা করেছিল দুই গানম্যানকে। কিন্তু, ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর ঘোড়া দাবড়ে হাজির হয়েছিল গুলি খেয়ে কাতরাতে থাকা লোকটার কাছে। দু'জন গানম্যানই ছিল আনাড়ি, ঠিকমত নিশানা করতে পারেনি বলে মারাত্মকভাবে আহত হয়নি তাদের শিকার। লোকটাকে শহরের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল স্যাম আর জেক। সুস্থ হয়ে লোকটা অভিযোগ করেছিল, স্যাম আর জেকই গুলি করেছিল তাকে। সেবা-শুশ্রূষা করাটা আসলে তাদের একটা অভিনয়, সূক্ষ্ম কোন চাল। স্ট্রেঞ্জার বলে শহরবাসীর সকলেই সন্দেহ করেছিল ওদের, প্রাণ নিয়ে পালাতে খুব কষ্ট হয়েছিল স্যাম আর জেকের।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেক। কিছু একটা বলবার জন্য মুখ খুলল সে, দূর থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ ভেসে আসাতে কথাটা পাল্টে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

নিচু কণ্ঠে বললেও জেকের স্বরে স্পষ্ট উত্তেজনা টের পেল স্যাম। বলল, 'দুটো ঘোড়া এগিয়ে আসছে ট্রেইল ধরে।' জেকের চেহারার দিকে তাকিয়ে একবার হাসল সে। 'এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হয়তো লোকটা তার বউকে নিয়ে ফিরে আসছে। আগেই তো বলেছিলাম মহিলা পোয়াতি। হয়তো ডাক্তার দেখানোর জন্য তাকে শহরে নিয়ে গিয়েছিল লোকটা। কাজ শেষে ঘরে ফিরে আসছে মিয়া-বিবি।'

'কিন্তু, আমি কোরালে তিনটা ঘোড়া দেখেছি,' দাবি করল জেক।

'তোমার মাথা কি পুরোপুরি গেছে, জেক? পোয়াতি বউকে কি কেউ

ঘোড়ায় চড়িয়ে ঝাঁকি খাওয়াতে খাওয়াতে নিয়ে যায় শহরে? তা-ও আবার এরকম পাথুরে ট্রেইলে? হতেই পারে না। হয় ক্যারিজ আর নইলে ওয়াগনে চেপে গিয়েছিল ওরা। এখন ফিরে আসছে ঘোড়ায় টানা গাড়িটা।'

'ঘোড়াদুটো কত দ্রুত ছুটে আসছে খেয়াল করেছ? পোয়াতি বউকে নিয়ে এত জোরে ওয়াগন চালায় কেউ? তাছাড়া চাকার আওয়াজ কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। আমার মন বলছে, বিপদে পড়তে যাচ্ছি আমরা, স্যাম।'

'তোমার মন আবার এত সতর্ক হলো কবে থেকে?' স্যামের গলায় স্পষ্ট পরিহাস। 'সারাজীবন তো হারমোনিকা বাজিয়েই কাটালে তুমি। যা-ই হোক,' হোলস্টারের ফিতে ঢিলে করতে করতে বলল সে, 'এত করে যখন বলছ, তখন বরং কিছুটা প্রস্তুতই থাকা যাক। আমার মন কী বলছে জানো? ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাটা আমাদেরকে দেখে যার পর নাই আশ্চর্য হবে প্রথমে। তারপর এতক্ষণ ওদের বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানাবে। ডিনারের বিনিময়ে এঁটো থালাবাসনগুলো ধুয়ে দিতে হবে আমাদের। সহজ হিসাব।'

'এক কাজ করি,' পরামর্শ দিল জেক, 'কেবিনের বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকি আমি। আর তুমি কথা বলো ওদের সাথে। অবস্থা পুরোপুরি নিরাপদ বুঝবার আগে ভুলেও এমন কোন কথা বোলো না, যাতে আমার উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যায়। তোমাদের সব কথা শুনতে পাব আমি। বিপদ টের পেলে সাহায্য করতে পারব তোমাকে।'

'বুদ্ধিটা খারাপ না। তাহলে কেটে পড়ো এখন তাড়াতাড়ি।'

কেবিনের সদর দরজাটা দিয়ে বের হতে যাচ্ছে দেখে জেককে পিছু ডাকল স্যাম, 'উঁহুঁ, ওদিক দিয়ে না, বোকা। ওরা এতক্ষণে পৌঁছে গেছে রানশের বেড়ার কাছে। বের হওয়ামাত্রই দেখে ফেলবে তোমাকে। রান্নাঘরে একটা দরজা আছে, দেখেছি আমি। ওটা খুলে বের হয়ে যাও বাইরে।'

ক্ষিপ্র গতিতে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল জেক। তারপর আরও দ্রুত পৌঁছুল দরজাটার কাছে। ততক্ষণে রানশটার ভিতরে ঢুকে পড়েছে দুটো ঘোড়া।

দরজাটার হাতল ঘুরাল জেক। খুলল না দরজাটা। হাতল ধরে সর্বশক্তিতে টান দিল সে। খুলে চলে এল হাতলটা, ভারসাম্য ঠিক রাখতে কয়েক পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো জেক। দরজাটার দিকে তাকাল সে। আগের মতই বন্ধ আছে সেটা।

স্যাম শুধু দরজাটা দেখেছিল, সেটা খোলে কি না, পরীক্ষা করেনি। একটা ঢোক গিলল জেক। বাইরে থেকে ভেসে এল একটা উত্তেজিত পুরুষ কণ্ঠ, 'ঘোড়া দুটো এখানেই থাক, শেরিফ। তুমি তাড়াতাড়ি চলো

ভেতরে।'

তারমানে স্থানীয় শেরিফকে নিয়ে হাজির হয়েছে কেউ। এবং, ওয়াগনে চড়ে আসেনি তারা।

বিদ্যুৎ চমকের মত বার্নে দেখা ওয়াগনটার কথা মনে পড়ে গেল জেকের। কথাটা স্যামকে বলতে ভুলে গিয়েছিল সে।

স্বামী-স্ত্রী যদি বাইরে গিয়েও থাকে, ঘোড়া বা ওয়াগন কোনটাই নিয়ে যায়নি। অথচ, সম্পূর্ণ উল্টো ধারণা করে কেবিনের ভিতর তাদেরকে স্বাগত জানাতে রয়ে গেছে স্যাম।

হাতলটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরের একমাত্র জানালাটার কাছে এগিয়ে গেল জেক। দেখল, উপরের দিকে তুলে দেওয়া আছে পাল্লাটা। হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে বাইরে ফেলে দিল সে। তারপর প্রথমে হাত, পরে মাথা এবং সবশেষে বুক গলিয়ে দিল খোলা জানালাটা দিয়ে। পেটের উপর ভর করে মাথা নীচের দিকে দিয়ে পড়ল কেবিনের বাইরের মাটিতে। খুলি আর ঘাড়কে আঘাত থেকে বাঁচাতে ব্যবহার করল দু'হাত।

একদিকে মাটিতে পড়ল জেক, আর অন্যদিকে একজন লোক আর পিস্তল হাতে শেরিফ ঢুকল কেবিনে।

তিন

স্যামকে কেবিনের ভিতরে দেখে হাঁ হয়ে গেল লোকটা। শেরিফও একটা ধাক্কা খেয়েছে বুঝতে পারল স্যাম। ওরা দু'জন বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। সেই সুযোগে শেরিফের সঙ্গের লোকটাকে যাচাই করল স্যাম।

রোদে পোড়া বাদামি চামড়ার অল্প বয়সী এক যুবক। পরনে কালো রঙের সাটিন শার্ট আর জিন্স। কালো স্টেটসন হ্যাটের নীচে বেমানান ধূসর ভ্রূ। ওদুটোর নীচে আরও বেমানান একজোড়া কালো চোখের তারা। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই চোখ থেকে আশ্চর্যের চিহ্ন মুছে গিয়ে দেখা দিল সাপের শীতলতা। স্যাম খেয়াল করল, কোমরে গানবেল্ট ঝুলায়নি লোকটা।

হাতের হারিকেনটা উঁচু করে ধরে প্রায় চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল

লোকটা, 'কে তুমি? কী করছ আমার কেবিনের ভেতর? আমার ভাই কোথায়? আর লুসি?'

'জানি না। মানে, তোমার শেষ প্রশ্ন দুটোর উত্তর আমি জানি না। কী করছি জানতে চাইছিলে না? অপেক্ষা করছি এই কেবিনটার মালিকের জন্য। আজ রাতের ডিনারটা তার সাথে সারার ইচ্ছে আছে আমার।'

'কী বলছ পাগলের মত?' এক ধাক্কায় স্যামকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল লোকটা। দুপদাপ পা ফেলে গিয়ে ঢুকল বেডরুমে। চিৎকার করতে আরম্ভ করল, 'টম? লুসি? কোথায় তোমরা?'

ওর ডাকে সাড়া দিল না কেউ। আগের মতই নীরব থাকল কেবিনটা। উৎসাহ হারাল না লোকটা। বেডরুমের জানালার সামনে গিয়ে ডাকতে লাগল গলা চড়িয়ে।

এবার শেরিফের দিকে তাকাল স্যাম। বয়স হয়েছে লোকটার। লম্বা, বিশাল দেহটা কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। ক্লিন শেভড় মুখটাতে বলিরেখার প্রাবল্য। কিন্তু, বয়সের ভার সেই চেহারা থেকে খুশির আভাস কেড়ে নিতে পারেনি। ধূর্ততায় ভরপুর, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ শেরিফের চোখ দুটো বিশেষভাবে খেয়াল করল স্যাম। কিছু একটা পাওয়ার আশায় জ্বলজ্বল করছে চোখজোড়া। লোকটার পরনের রঙ জ্বলা শার্টটা ময়লা। সেটার উপরের তিনটা বোতাম খোলা। উদ্ধতভাবে সেখান থেকে বের হয়ে আছে বাদামি লোমের জঙ্গল। শার্টটার বামদিকে চূড়ান্ত অবহেলায় ঝুলছে একটা রূপালী তারা। ঘাড়ে একটা লাল রঙের রুমাল গিঁট দিয়ে বেঁধে রেখেছে শেরিফ। দুই কোমরে দুটো হোলস্টার বাঁধা; ডানদিকেরটা খালি, বামদিকেরটায় থাবা খাওয়ার অপেক্ষায় আছে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ। ডানহাতে অনায়াসে আরেকটা ফোর ফাইভ ধরে আছে শেরিফ। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, অস্ত্রটা নেই ওর হাতে।

এ জাতীয় শেরিফ আগেও দেখেছে স্যাম। এরা ন্যায়-নীতির প্রতীক। সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল সে।

সময় নিয়ে নিজেকে যাচাই করবার সুযোগ দিল শেরিফ স্যামকে। তারপর বলল, 'হাউডি, স্ট্রেঞ্জার।'

স্যাম বুঝতে পারল, শেরিফ বলতে চাচ্ছে—আমি তোমাকে চিনি না।

'হাউডি, শেরিফ। আমার নাম স্যাম ওয়েড। ভবঘুরে। কাজ খুঁজতে মার্ফায় যাচ্ছিলাম। পথ ঠিকমত চিনতে না পারায় এই কেবিনে ঢুকতে বাধ্য হয়েছি। আমি আসলে এমন কাউকে খুঁজছিলাম, যে আমাকে সঠিক পথটা বলতে পারত।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল শেরিফ, অল্প বয়সী লোকটা দৌড়ে

বেডরুম থেকে বের হয়ে এল এমন সময়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বলেছিলাম না কেউ নেই এখানে? কোন পাত্তা নেই টমের। লুসিও উধাও। কিন্তু, এই শালাটা এখানে কী করছে? এই, কে তুমি?' কর্কশভাবে স্যামকে জিজ্ঞেস করল সে।

মাথার ভিতর একটা রাগ জেগে উঠছিল স্যামের। নিজেকে সামলে রেখে শান্ত গলায় বলল সে, 'আমি কে, সেটা বলেছি একবার শেরিফকে।'

'আমি শুনিনি। আরেকবার বলো।'

দাঁতে দাঁত পিষে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখল স্যাম। আরেকবার বলল ওর পরিচয়টা।

'তো মিস্টার স্যাম, আমার ভাই আর তার বউ কোথায়?'

'জানি না। আমি চিনি না তাদের।'

'চেনো না যখন, তখন এখানে কী করছ? কানা নাকি তুমি? এটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, হোটেল-মোটেল না।'

'মার্ফায় যাচ্ছিলাম। পথ হারিয়ে চলে গিয়েছিলাম আরেকদিকে। ফেরার সময় এই কেবিনটা দেখতে পেলাম। ভাবলাম, রাস্তাটা জেনে নেই। ভেতরে ঢুকে কাউকে দেখতে পেলাম না। দুপুর থেকে খাইনি কিছু, তাই ডাইনিং টেবিলে খাবার দেখতে পেয়ে সেগুলো গরম করার জন্য চাপিয়ে দিলাম চুলোয়। আমার একমাত্র অপরাধ সেটাই, এছাড়া বিনা অনুমতিতে আর কিছু করিনি আমি।'

'তাই নাকি? শালা মিথ্যুক কোথাকার!' বলেই স্যামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা। কিন্তু, তার তুলনায় স্যাম ইঞ্চি পাঁচেক লম্বা আর দ্বিগুণেরও বেশি চওড়া। নিজের দিকে উড়ে আসা লোকটাকে কলার ধরে থামাল সে, তারপর হাঁটু ভাঁজ করে প্রচণ্ড এক গুঁতো দিল তলপেটে। "হুক" জাতীয় একটা শব্দ করে মুখ দিয়ে সব বাতাস বের করে দিল লোকটা। কোমর থেকে নীচের দিকে আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে গেল তার শরীর। এক পা পিছিয়ে গেল স্যাম। তারপর প্রচণ্ড জোরে একটা পাঞ্চ হাঁকাল লোকটার চোয়ালে। মাটি থেকে ফুটখানেক উপরে উঠে গেল লোকটার দুই পা, বিকট একটা আওয়াজ করে কাঠের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল সে। একতরফা লড়াইটা শেষ হতে চার সেকেন্ডের বেশি লাগল না।

হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল স্যাম, বাঘের মত গর্জন করে তাকে সাবধান করল শেরিফ, 'খবরদার! মরতে না চাইলে কোমর থেকে দূরে রাখো হাতটাকে। তুমি কোন জাতের মানুষ, জানা হয়ে গেছে আমার।'

শেরিফের ডান হাতের পিস্তলটার রক্তলোলুপ দৃষ্টি বুঝতে পেরে নিবৃত্ত হলো স্যাম।

'তুমি ঠিক আছ, কার্ক?' স্যামের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে জানতে চাইল শেরিফ।

মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছিল যুবক। শেরিফের ডাক শুনে উঠে বসল সে। ঠোঁটের বামপাশটা থেঁতলে গেছে তার, চামড়া ফেটে বের হয়ে এসেছে রক্তের ধারা। উহ্-আহ্ শব্দ করতে করতে উঠে দাঁড়াল সে। বলল, 'ডাকাতটা কী করল, দেখলে লুথার?'

তাহলে, মনে মনে বলল স্যাম, এই চামচিকা যুবকটার নাম কার্ক আর শেরিফের লুথার।

'দেখলাম বটে,' কার্কের প্রশ্নের জবাবে বলল শেরিফ, 'শুধু তাই না, আরও এমন কিছু দেখেছি, যা হয়তো তুমি দেখোনি।'

উঠে দাঁড়িয়ে বলল কার্ক , 'এই লোকটা একটা ডাকাত। টম আর লুসির নিখোঁজ হওয়ার পেছনে হাত আছে এর। তুমি দেখে নিয়ো, লুথার।'

একদৃষ্টিতে স্যামকে যাচাই করছিল শেরিফ। হঠাৎ আদেশ করল সে, 'গানবেল্ট খোলো।'

'আমাকে বলছ?' আদেশটার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল স্যাম।

'তুমি কানা নাকি বোকা? কার্কের কোমরে যে কোন গানবেল্ট ঝুলছে না, সেটা দেখতে পাচ্ছ না?'

'শোনো, শেরিফ, ভুল হচ্ছে তোমার। আমি...' গুলির প্রচণ্ড আওয়াজে থেমে গেল স্যাম। তার পায়ের কাছে গুলি করেছে শেরিফ।

'পরের গুলিটা তোমার পেটে ঢুকবে। আগে গুলি করে পরে কথা বলতে পছন্দ করি আমি।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে গানবেল্টটা খুলে হাত থেকে ছেড়ে দিল স্যাম। তার পায়ের কাছে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল সেটা।

'পা দিয়ে ঠেলে বেল্টটাকে আমার কাছে পাঠাও। সাবধান, কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলেই ফুটো করে দেব।'

চালাকির চেষ্টা করল না স্যাম।

'ভাল,' ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে স্যামের প্রশংসা করল শেরিফ। 'তোমার মাথাটা তাহলে একেবারে খালি না। আর কী কী আছে তোমার কাছে? শার্টের হাতায় লুকানো ডেরিঞ্জার? ঘাড়ের পেছনে থ্রোয়িং নাইফ?'

ঘাড়ের পিছনে থ্রোয়িং নাইফ রাখে জেক। অভ্যাসটা নিয়ে অনেকবার

বন্ধুকে উপহাসও করেছে স্যাম, কান দেয়নি জেক। ওর বক্তব্য, ভবঘুরেদেরই বিপদ বেশি। পিস্তলের ছয়টা গুলি শেষ হলেই যেন খেল খতম না হয়ে যায়, বা হাতে পিস্তল না থাকলে যেন শত্রুর মোকাবেলা করা যায়, তার জন্য বাড়তি ব্যবস্থা থাকা উচিত। নাইফ থ্রোয়িং-এ জেকের পারদর্শিতা সত্যিই দেখবার মত।

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল স্যাম। বলল, 'না, আর কিছু নেই।'

'না থাকলেই ভাল। আমার বুড়ো হাতে কিন্তু এখনও তেজ আছে, বলে রাখলাম। যাই হোক, তোমার কাহিনীটা শোনাও দেখি এখন।'

'বলেছি একবার, শেরিফ,' ক্লান্ত গলায় বলল স্যাম।

'কতক্ষণ আগে এখানে এসেছ তুমি?'

'আধ ঘণ্টা হবে। শোনো শেরিফ, এখানে থামতাম না আমি। মাইল দেড়েক পেছনে, ট্রেইলটা যেখানে তিন ভাগ হয়ে গেছে, একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেয়ে হাতের ডানে মোড় নিলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম জঙ্গল। ফিরতে বাধ্য হলাম তখন। কেবিনটা...'

'কোথায় সাইনবোর্ড দেখেছ তুমি?' চোখমুখ গম্ভীর করে জিজ্ঞেস করল কার্ক।

'বললাম তো মাইল দেড়েক পেছনে। ট্রেইলটা তিন ভাগ হয়ে একটা এসেছে এদিকে, একটা ডানদিকে আর অন্যটা সোজা। ঠিক সেই জায়গাটাতে।'

কথাটা শুনে ভ্রূ জোড়া কুঁচকাল কার্ক। শেরিফকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'শুনলে লুথার?'

অনাবিল হাসিতে ভরে গেছে শেরিফের সারা মুখ। ঠাট্টা করে বলল সে, 'কী লেখা ছিল সেই সাইনবোর্ডে?'

'মার্ফা চার মাইল।'

এবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল শেরিফ। কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বলল, 'এখান থেকে মার্ফা মাত্র এক মাইল দূরে। এক মাইলের সাথে দেড় মাইল যোগ করলে হয় আড়াই মাইল। তারমানে দাঁড়াচ্ছে, আড়াই মাইল পেছনে এক জায়গায় একটা সাইনবোর্ড দেখেছ তুমি যাতে লেখা ছিল, মার্ফা চার মাইল। গাঁজা খেয়েছিলে নাকি তখন? নাকি মায়ের দুধ ছাড়ার পর থেকেই তুমি ভবঘুরে? স্কুলে যাওনি কখনও?'

কী বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল স্যাম।

'আমি আগেই বলেছিলাম লুথার, মিথ্যে বলছে লোকটা। ওকে...'

হাত তুলে কার্ককে থামিয়ে দিল শেরিফ। আবার জিজ্ঞেস করল স্যামকে, 'কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

'ফোর্ট ডেভিস।'

'রওয়ানা হয়েছিলে কখন?'

'গতরাতে। ডিনারের পর। রাত সাড়ে দশটা-এগারোটার দিকে।'

আবার হাসল শেরিফ লুথার। 'কীসে চেপে রওয়ানা হয়েছিলে তুমি? ঘোড়া না উট? গত দশ বছর ধরে মার্ফার শেরিফ আমি। এই এলাকার প্রতিটা জঙ্গল, প্রতিটা রানশ্, প্রতিটা ট্রেইল হাতের উল্টো পিঠের মত চিনি। জেমিসনদের ওয়াটার ট্যাঙ্ক আর জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটা ছোট ছোট নালা বাদে এই গরমের সময় আর কোথাও পানি পাওয়া যায় না। ফোর্ট ডেভিস থেকে এই বার স্টিরাপ– এত লম্বা পথ তাহলে পানি ছাড়াই পার হয়েছ? তোমার ঘোড়াটা নিশ্চয়ই উটের বাচ্চা?' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল শেরিফ।

'আমার ঘোড়াটা পানি খেয়েছে একবার। সাইনবোর্ডে পৌঁছুনোর আরও আগে একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক পেয়েছিলাম। সেখানে পানি খেয়েছে ঘোড়াটা।'

'আচ্ছা, আচ্ছা,' উপরে-নীচে মাথা দোলাল শেরিফ। 'রানশে ঢোকার সময় ট্রেইলে দুটো ঘোড়ার ট্র্যাক দেখলাম। কারণটা কী?'

মনে মনে প্রমাদ গুণল স্যাম। এবার মিথ্যে বলতেই হবে তাকে। কথাগুলো সাজিয়ে নিয়ে বলল, 'ঠিকই দেখেছ। আমি ভবঘুরে। দুটো ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াই। একটা প্যাক হর্স, আমার সব মালপত্র থাকে ওটাতে। অন্যটাতে চড়ি আমি। আর এবার তো পাড়ি দিচ্ছিলাম লম্বা পথ...'

'লম্বা পথ?' বুঝতে পারল না কার্ক।

'হ্যাঁ। কাজ খুঁজতে মার্ফায় যাচ্ছিলাম। মার্ফায় কাজ না পেলে চলে যেতাম বিগ বেন্ডে।'

'আমাদের কার্কও কাজ করে সেখানে। ওকে ঘুসিটা না মারলে হয়তো...' হয়তো কী, আর বলল না শেরিফ। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'যাই হোক, মিস্টার স্যাম ওয়েড, তোমার সাইনবোর্ডের গল্পটা বিশ্বাস করতে পারলাম না আমি। কারণ, ফোর্ট ডেভিস থেকে মার্ফা পর্যন্ত সারা রাস্তায় কোন সাইনবোর্ড নেই। এই দশ বছরে হাজারবার যাতায়াত করেছি আমি রাস্তাটা দিয়ে, কোনদিনও সাইনবোর্ড জাতীয় কিছু দেখিনি। কাজেই...'

'আমি তো আগেই বলেছিলাম, লোকটা এক নম্বরের মিথ্যুক,' শেরিফের মুখের কথা কেড়ে নিল কার্ক।

'সাইনবোর্ডটা দেখেছি আমি,' ঠাণ্ডা গলায় ঘোষণা করল স্যাম। 'এখন তোমাদেরকে চোখের সামনে যেভাবে দেখতে পাচ্ছি, ঠিক সেভাবে। তাছাড়া, মিথ্যে বলার কোন দরকার নেই আমার।'

'দরকার আছে কি নেই, সেটা পরে বোঝা যাবে। শোনো মিস্টার

স্যাম ওয়েড, তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ঘুসি মেরে যার নাকমুখ থেঁতলে দিয়েছ, তার নাম কার্ক পোলার্ড। কাজ করে বিগ বেন্ডে। আর এই রানশ্টা হচ্ছে বার স্টিরাপ। কার্কের বড় ভাই টম পোলার্ড আর টমের বউ লুসি পোলার্ড থাকত এখানে। ছোট রানশ্ বলে কোন কাউহ্যান্ড ছিল না ওদের। সব কাজ নিজেরাই করত। যাই হোক, আজ দুপুরে বিগ বেন্ড থেকে মার্ফায় এল কার্ক। প্রথমেই দেখা করল আমার সাথে। তারপর সারাটা দুপুর সেলুনে কাটানোর পর বিকেলের দিকে মার্ফা থেকে এখানে ফিরল সে। দেখল, কেবিন ফাঁকা, কেউ নেই ভেতরে। এখানে-সেখানে খুঁজল, অনেক ডাকাডাকি করল, কিন্তু, পেল না ভাই-ভাবিকে। তখন ঘটনাটা আমাকে জানাতে মার্ফায় গেল। আমি ছিলাম শহরের বাইরে, একটা ব্যক্তিগত কাজে সিলভার ক্রীকে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার পর ফিরে এসে কার্কের মুখে সব ঘটনা শুনলাম। দেরি না করে চলে এলাম। আর এসেই পেলাম তোমাকে।'

'ব্যাপারটা কাকতালীয়,' নিজের সাফাই গাইল স্যাম, 'আমার কিছু করার ছিল না।'

'ওর কথা বিশ্বাস করলে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করবে তুমি, শেরিফ।'

'আমারও সেটাই মনে হয়,' থমথম করতে আরম্ভ করেছে শেরিফের আগের কৌতুকপূর্ণ চেহারাটা। 'সে যে মিথ্যে বলছে, সেটা ইতিমধ্যেই বুঝে গেছি আমরা। কিন্তু, অন্যায় করা হবে না তার সাথে। টম আর লুসিকে আমরা খুঁজে বের করতে পারলে ভাল, নইলে...' কথাটা শেষ না করে কঠোর দৃষ্টিতে স্যামের দিকে তাকাল শেরিফ। কিছুটা ভয় পেয়ে গেল স্যাম।

'তুমি এক কাজ করো,' কার্ককে আদেশ দিল শেরিফ, 'শক্ত দেখে দড়ি যোগাড় করো। একে বেঁধে রেখে টম আর লুসিকে খুঁজতে বের হব আমরা।'

এক দৌড়ে বাইরে চলে গেল কার্ক।

'দেখো শেরিফ,' প্রতিবাদ করবার শেষ চেষ্টা করল স্যাম, 'আমার অপরাধটা কী? কেন বেঁধে রাখতে চাইছ আমাকে? তর্কের খাতিরে না হয় ধরে নিলাম, মিথ্যে বলেছি আমি। কিন্তু, মিথ্যে বলার জন্য গ্রেপ্তার করার কোন আইন আছে দেশে? এটা তোমার অন্যায় হচ্ছে।'

'মিথ্যে বলার জন্য না, টম আর লুসির নিখোঁজ হওয়ার পেছনে হাত থাকতে পারে সন্দেহ করে তোমাকে গ্রেপ্তার করছি আমি। যদি বলি এই কেবিনটা ক্রাইম স্পট, তাহলে তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এখানে

ছিলে তুমি। এবং, তোমার উপস্থিতির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারোনি।'

'কার্কও তো ছিল। বিকেলে। তুমিই বলেছ একটু আগে। সে তো আমাকে তখন দেখতে পায়নি?'

'কীভাবে জানব যে, ওর ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে পাশের জঙ্গলে লুকিয়েছিলে না তুমি তখন?'

কথা খুঁজে না পেয়ে কেবিনের দরজা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল স্যাম। চিন্তার ঝড় চলছে তার মাথার ভিতর। বাইরে করছেটা কী জেক? যাওয়ার আগে বলেছিল, বিপদে পড়লে সাহায্য করতে ভিতরে ঢুকবে সে। কিন্তু, কোন পাত্তাই নেই তার। শেরিফের কথা শুনে কি ভয় পেয়ে গেল জেক? নাকি আক্রমণটা কীভাবে করবে সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না? দরজাটা দিয়ে ঢুকে সোজা শেরিফের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো হয়। শেরিফ লোকটা জেকের তুলনায় অনেক লম্বা-চওড়া বটে, কিন্তু, আর যাই হোক, বয়স হয়েছে তার। আগের মত ক্ষিপ্র থাকতে পারে না সে। নাকি কার্ককে ভয় পাচ্ছে জেক? কিন্তু, কার্ক তো এখনও বাচ্চা ছেলে–দুই চড় খেলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে মাটিতে। সবচেয়ে বড় কথা, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র বাচ্চাটা।

স্যাম টের পেল, ওর ভিতরে একটা রাগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। হারমোনিকাটা বাজাতে নিষেধ করেছিল সে জেককে। শোনেনি জেক। এখন বিপদে পড়ল কে?

স্যাম আর কিছু ভাববার আগেই কেবিনের ভিতরে ঝড়ের মত ঢুকল কার্ক। ঘোড়া বাঁধবার কাজে ব্যবহৃত হয়, সেরকম দু'টুকরো দড়ি নিয়ে এসেছে সে।

'আমিই বাঁধি? শেরিফের কাছে অনুমতি চাইল কার্ক। 'সারাজীবন চেষ্টা করলেও ছুটতে পারবে না।'

ডাইনিং টেবিলের সামনে থেকে একটা চেয়ার এনে স্যামের পাশে রাখল কার্ক। বলল, 'বসো, মিস্টার। আর কোন রকম চালাকির চেষ্টা কোরো না। শহরে আমাদের শেরিফের দুর্নাম আছে খুব। চালাকি করার অপরাধে অনেক সন্দেহভাজন অপরাধীকে গুলি করে মেরেছে সে।'

বসল স্যাম। চেয়ারটার সাথে কষে তার হাত-পা বাঁধল কার্ক। প্রথমে পিছমোড়া করে হাত দুটো, তারপর বেঁচে যাওয়া দড়িটা ঘাড়, গলা আর পেটের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে চেয়ারটার পিছনের পায়ার সাথে। এরপর সামনের পায়ার সাথে পা জোড়া। টানাটানি করবার জোর চেষ্টা করলে চেয়ার সহ উল্টে পড়বে স্যাম। বাঁধবার ভঙ্গি টের পেয়ে বুঝল স্যাম, এ

কাজে খুব পটু কার্ক।

কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াল কার্ক। চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল। কিন্তু, মুহূর্তের মধ্যেই বাম পায়ের উপর ভর করে স্যামের কাছে চলে গেল অনেকখানি, ডান হাতে সর্বশক্তিতে একটা পাঞ্চ হাঁকাল স্যামের চোয়ালে।

দুর্বল দেহ কার্কের। তাই, খুব বেশি ক্ষতি করতে পারল না। চোখে কিছুক্ষণ তারা দেখল স্যাম। দেখা শেষ হলে অনবরত গাল দিতে আরম্ভ করল কার্ককে।

কার্কের হাত ধরে টেনে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিল শেরিফ। হারিকেনটার আলো বাড়িয়ে নিয়ে দু'জনে গিয়ে ঢুকল টমের বেডরুমে। চারদিকে তাকাল শেরিফ। হাঁ হয়ে খুলে থাকা ট্রাঙ্ক আর ক্লযিটটা দেখল। মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাপড়-চোপড় আর এলোমেলো কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করল।

খোলা ট্রাঙ্কটার দিকে এগিয়ে গেল কার্ক। ঘাঁটাঘাঁটি করল কিছুক্ষণ। তারপর আচমকা বলে উঠল, 'হায়, হায়, ফাইলটা কোথায়?'

'কীসের ফাইল?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

'এখানে একটা নীল রঙের ফাইল ছিল। সেটার ভেতরে রাখা ছিল চুক্তিনামাটা।'

'চুক্তিনামা? বুঝলাম না।'

'তোমার মনে নেই লুথার? জেড বি-র সাথে পানি নিয়ে বিরোধ ছিল আমাদের। খুনোখুনি হওয়ার মত অবস্থা হলো একবার। তারপর তোমার সামনেই তো ওই চুক্তিনামাটায় সই করল টম আর এড রুফাস। এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে তুমি?'

মনে করতে পারল শেরিফ। বলল, 'না, ভুলিনি। কী হয়েছে চুক্তিনামাটার? হারিয়ে গেছে?'

'সেরকমই তো মনে হচ্ছে। ট্রাঙ্কটার কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না ফাইলটা।'

'আর যা-ই করুক, অন্তত ওই ফাইলটা চুরি করতে যাবে না স্যাম ওয়েড। কথাটা মানো নিশ্চয়ই?' কার্ককে জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

'তা বটে,' অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কার্ক। 'আসার সময় মার্ফার সেলুনে দেখেছিলাম এড রুফাসকে।'

জেড বি-র মালিকের সম্বন্ধে কথাটা কেন বলল কার্ক, অনুমান করতে পেরে তাকে হুমকি দিল শেরিফ, 'খবরদার, ভুলেও আমার শহরে মারামারি করার চিন্তা কোরো না। করলে তোমাদের দু'জনকেই হাজতে ভরব আমি।'

কার্কের চেহারা দেখে মনে হলো, হাজতের ব্যাপারে খুব একটা

চিন্তিত না সে। ক্রোধে বাঘের মত জ্বলজ্বল করছে তার চোখজোড়া। শক্ত হয়ে গেছে দুই চোয়াল।

বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দ্রুত মনে মনে একটা হিসাব কষল জেক। জেড বি ছাড়িয়ে ওয়াটার ট্যাঙ্কটাতে পৌঁছেছিল সে আর স্যাম। কিন্তু, ইচ্ছে করেই ঢোকেনি তখন জেড বিতে। রানশ্‌টার মালিক এখন মার্কায়, কথাটা মনে মনে টুকে রাখল সে।

বেডরুমটাতে দেখবার মত আর কিছু না পেয়ে কার্ক আর শেরিফ ফিরে এল বসবার ঘরে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে। চুলোয় খাবার চড়ানো আছে দেখে এগিয়ে গেল কার্ক, নিভিয়ে দিল চুলোটা। চারদিকে তাকিয়ে কিছু পেল না সেখানে। তাকাল মেঝের দিকে। একটা হাতল পড়ে থাকতে দেখল। জিনিসটা মেঝে থেকে তুলে নিল সে।

'এই কাজটা করল কে? দেখো শেরিফ, হাতলটা ধরে টানতে গিয়ে কে যেন ছুটিয়ে ফেলেছে সেটাকে।'

'কে আর হবে? নিশ্চয়ই স্যাম ওয়েড। আমাদেরকে রানশে ঢুকতে দেখে পালানোর ফন্দি আঁটে সে। সদর দরজা দিয়ে বের হলে আমরা দেখে ফেলব বুঝতে পেরে রান্নাঘরের দরজাটা দিয়ে কেটে পড়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু, দরজাটা নিশ্চয়ই নষ্ট। ফলে, ধরা খেয়ে গেছে বোকা লোকটা।'

হাসল কার্ক। 'আমিও আজ বিকেলে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে...' হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে থেমে গেল সে। বলল, 'শোনো শেরিফ, আর একটা জিনিস তোমাকে দেখানোর আছে। এদিকে এসো,' রান্নাঘর থেকে বের হয়ে সোফাগুলোর দিকে এগিয়ে গেল কার্ক। তাকে অনুসরণ করল শেরিফ লুথার।

হারিকেনটা নিচু করে ধরল কার্ক। বলল, 'তাকাও মেঝের দিকে।'

হাঁটুর উপর ভর করে বসল শেরিফ। মাথা নামিয়ে দেখল।

মেঝের একজায়গায় লেগে আছে রক্তের দাগ। শুকিয়ে কালচে-খয়েরী হয়ে গেছে দাগটা।

'কিছু বুঝলে লুথার?' শেরিফ সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর তাকে জিজ্ঞেস করল কার্ক। শেরিফ উত্তর দিল না দেখে নিজেই বলল, 'রক্তপাত হয়েছে এখানে। হিংসাত্মক কোন ঘটনা অবশ্যই ঘটেছে এই কেবিনে। এবং, ঘটনাটার সাথে এই হারামজাদা স্যাম নিশ্চয়ই জড়িত।'

থমথম করছে লুথারের চেহারা। একবার স্যামের দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে কার্ককে বলল সে, 'চলো, বাইরে গিয়ে খুঁজে দেখি কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কি না টম বা লুসির।' যাওয়ার আগে স্যামের গানবেল্টটা নিজের গানবেল্টের উপর পরে নিল শেরিফ।

বাইরে গিয়েই চেঁচাতে আরম্ভ করল কার্ক। মাঝেমধ্যে তার সাথে গলা মেলাল শেরিফ। রাতের নীরবতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল ওদের চিৎকারে।

দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল স্যামের কপালে। অবশ্যই কোরালে ঢুকবে শেরিফ। তখন ওদের ঘোড়া দুটো পরিষ্কার দেখতে পাবে সে। প্যাক হর্সের ব্যাপারে মিথ্যে বলেছিল স্যাম, সেটা ধরতে খুব বেশি সময় লাগবে না তার। দুটো ঘোড়া দেখতে পেলেও কোন মালপত্র খুঁজে পাবে না ওরা। আর যদি জেকের স্যাডলব্যাগ খুলে সেখান থেকে ওর বাড়তি কাপড়-চোপড় বের করতে পারে, তাহলে তো প্রমাণই হয়ে যাবে যে, স্যামের সাথে আরও একজন ছিল। তারপর ওর প্রতি কেমন আচরণ করবে কঠোর শেরিফ, সেটা কল্পনা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্যাম।

এতক্ষণ বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে থেকে কেবিনের ভিতরের সব কথা শুনছিল জেক। কার্ক আর লুথার বের হওয়ামাত্রই যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে জেনেও রান্নাঘরের জানালা দিয়ে আগের পদ্ধতিতে আবার ভিতরে ঢুকল সে। তারপর বসে পড়ল রান্নাঘরের দরজাটার কাছে মেঝেতে। আওয়াজ শুনে পিছনে তাকাল স্যাম।

'কী হলো?' যথেষ্ট রাগ স্যামের নিচু গলার স্বরে, 'পা অবশ হয়ে গেল নাকি তোমার? অত দূরে বসে রইলে কেন? থ্রোইং নাইফটা বের করে আমার বাঁধন কাটো তাড়াতাড়ি।'

'তারপর?'

'তারপর!' আকাশ থেকে পড়ল স্যাম, 'তারপর মানে? গাধা, তারপর আমরা পালাব এই নরক ছেড়ে।'

'কিন্তু, ফলাফলটা কী হবে ভেবেছ একবার? এক ঘণ্টার ভেতরেই পাসি নিয়ে আমাদের পেছনে ধাওয়া করবে শেরিফ। এখন তোমার উপর কিছুটা হলেও দয়ামায়া আছে তার। তুমি পালালে সেটাও থাকবে না। লোকটা তখন নিশ্চিতভাবে ধরে নেবে, এই কেবিনে কোন না কোন কুকর্ম করেছ তুমি। পালানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই পশ্চিমের শহরগুলোতে তোমার নামে ছাপা হবে ওয়ান্টেড পোস্টার; হয়তো আমিও বাদ যাব না তাতে। তাছাড়া, আমাদের ঘোড়া দুটো ক্লান্ত, বেশিদূর একটানা দৌড়াতে পারবে না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমাদের গন্তব্য জানা আছে শেরিফের।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল স্যাম। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কী করব আমরা এখন?'

'যা-ই ঘটুক না কেন, মাথা ঠাণ্ডা রাখব। আমাদের একটা বড় সুবিধা

হচ্ছে, ওরা এখন পর্যন্ত জানে না যে, দু'জন ছিলাম আমরা। তুমি ধরা পড়লেও আমি তো মুক্ত আছি। যতদূর মনে হয়, সহজে তোমাকে ছাড়বে না শেরিফ। কয়েকদিন হাজতে কাটাতে হবে তোমাকে। ঘাবড়িয়ো না, আমি বাইরে থেকে ফূর্তি করে বেড়াব না। তোমাকে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করব। তবে, সেটা বেআইনি উপায়ে নয়, বুদ্ধি খাটিয়ে।'

'কী করবে তুমি?'

'আর কিছু পারি বা না পারি, প্রমাণ করার চেষ্টা করব, মিথ্যে বলছ না তুমি। আসলে সাইনবোর্ডটার কথা বলেই ফেঁসে গেছ তুমি। একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়...'

কথা শেষ করতে পারল না জেক। বাইরে থেকে উঁচু গলায় ডাক শোনা গেল, 'টম! লুসি! কোথায় তোমরা?'

চিৎকার করে ভাই-ভাবিকে ডাকছে কার্ক।

'ওই কার্কটা একটা হারামজাদা,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল স্যাম, 'কবে যে আবার হাতের নাগালে পাব ওকে!'

হাতের নাগালে পেলে কী ঘটবে, স্যামের গলার স্বরেই স্পষ্ট বোঝা গেল।

'তোমাকে এইমাত্র কী বললাম আমি?' চাপা কণ্ঠে স্যামকে ধমকাল জেক। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখতে না পারলে ভুল হবে আমাদের। তখন আমাদের দু'জনকেই ধরে ফেলবে শেরিফ লুথার। খেয়াল রেখো, কোন দোষ না করেও ফেঁসে গেছ তুমি, মানে আমরা। নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য এখন নিখুঁত চাল দিতে হবে আমাদের। আমাদের জন্য ভুল করা মানে হয় জেল নইলে কটনউড গাছ। মনে থাকবে কথাটা?'

অসহায় রাগে ছটফট করতে করতে উপরে-নীচে মাথা দোলাল স্যাম।

'আমি তোমার সাথে ছিলাম বা আছি–কথাটা কিছুতেই জানানো যাবে না কাউকে। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ।'

'রক্তপাতের ব্যাপারে কিছু একটা বলছিল কার্ক। তারমানে, টম আর লুসিকে খুঁজে না পেলে শেরিফ সন্দেহ করতে পারে যে, অপহরণ বা খুন করা হয়েছে তাদের। সেক্ষেত্রে তুমি হবে এক নম্বর সন্দেহভাজন ব্যক্তি। ঘাবড়িয়ো না। যদি প্রমাণ করতে পারো যে, গতরাতে ফোর্ট ডেভিসে ছিলে তুমি, তাহলে তোমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে শেরিফ। তোমার কাছে কারও নাম জানতে চাইলে ফোর্ট ডেভিসের বারটেন্ডার গর্ডন ফেবলসের নাম বলবে। আমাদেরকে খুব ভালমত চেনে লোকটা। আমরা কখন ফোর্ট ডেভিস ছেড়েছি, সেটা জানে। আর ওয়াটার ট্যাঙ্কের

ঘটনাটাও বোলো।'

'বুঝলাম সবই। কিন্তু, ফোর্ট ডেভিসে খবর নিলেই শেরিফ জেনে যাবে, একা রওয়ানা হইনি আমি, আরেকজন ছিল আমার সাথে। তখন কী করব?'

'পরেরটা পরে চিন্তা করা যাবে। আপাতত মুক্ত থাকতে হবে আমাকে। এই কেবিনে আসলে কী ঘটেছে, জানতে হবে,' কেবিনের বাইরে থেকে কার্কের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে গলা আরও নামিয়ে ফেলল জেক, 'এখন পালাচ্ছি আমি। তোমাকে গ্রেপ্তার করলে মার্ফায় নিয়ে যাবে শেরিফ। আমিও যাব পিছু পিছু।'

কার্কের গলার আওয়াজ আরও কাছে এগিয়ে আসাতে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল জেক। তারপর আগের পদ্ধতিতে জানালা দিয়ে বের হয়ে গেল বাইরে। অন্ধকারে গা ঢেকে কান পেতে রইল আবার।

কেবিনের বাইরে থেকে শোনা গেল কার্কের উত্তেজিত গলার আওয়াজ, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, শেরিফ। একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ওরা। তোমার কী মনে হয়? এই লুথার? শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? কেবিনের ভেতরে কী অবস্থা খেয়াল করেছ একবার? টেবিলের উপর খাবার সাজানো, তারমানে দুপুরে খেতে বসেছিল ওরা। বেডরুমে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কাপড়-চোপড়, কাগজপত্র। সোফার সামনে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ। এসবের মানে কী?'

'হয় অপহরণ আর না হয় খুন করা হয়েছে তোমার ভাই-ভাবিকে।'

'কী?' চিৎকার করে উঠল কার্ক। তারপর সামলে নিল নিজেকে। বলল, 'এ ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলার আছে আমার।'

'কেবিনে চলো। স্যামকে জিজ্ঞেস করে দেখি আরেকবার। তারপর তোমার কথা শুনব।'

কেবিনে ঢুকে একটা রকিং চেয়ার টেনে নিল শেরিফ। ওর দেখাদেখি ডাইনিং টেবিলটার সামনে থেকে আরেকটা চেয়ার নিয়ে এল কার্ক। বসল হাত-পা ছড়িয়ে।

'মিস্টার স্যাম ওয়েড,' কথা শুরু করল শেরিফ, 'মোট চারটা ঘোড়া পাওয়া গেছে কোরালে। তিনটা জিন ছাড়া, আর একটায় জিন পরানো।'

কথাটা শুনে মনে মনে ভীষণ চমকে উঠল স্যাম। জেক বলেছিল, তিনটা ঘোড়া দেখেছে সে কোরালে। তাহলে ওদের দুটো সহ ঘোড়ার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ। অথচ, শেরিফ বলছে, চার। ব্যাপারটা কী?

'তুমি যে ঘোড়ায় চড়ো, সেটা কী জাতের?'

‘বড় আকৃতির একটা রোন।’

‘আর তোমার প্যাকহর্সটা?’

‘মাঝারি একটা বাকস্কিন,’ জেকের ঘোড়াটার কথা উল্লেখ করল স্যাম।

‘কার্ক, কোরালে কোন বাকস্কিন দেখেছি আমরা?’

‘না,’ এত দ্রুত উত্তরটা দিল কার্ক যে, মনে হলো, শব্দটা ঠোঁটের আগায় এনে বলবার অপেক্ষায় ছিল সে।

বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নীচের ঠোঁটে কামড় দিল জেক।

‘তাহলে তুমি এমন একটা বাকস্কিনকে প্যাকহর্স হিসেবে ব্যবহার করো, যেটাকে চোখে দেখা যায় না। ঠিক না? তোমার কোন মালপত্রও তো খুঁজে পেলাম না আমরা। পেয়েছি কার্ক?’

‘পাইনি।’

‘তা হলে মিস্টার স্যাম ওয়েড, অদৃশ্য একটা বাকস্কিনের উপর অদৃশ্য মালপত্র বহন কর তুমি। আর তা না হলে, তোমার পার্টনার বাকস্কিনটা নিয়ে মার্ফা বা ফোর্ট ডেভিসের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে আরও আগেই। অথবা হয়তো লুকিয়ে আছে আশেপাশে। কোনটা ঠিক?’

‘কোনটাই না,’ মিথ্যে বলতে আরম্ভ করল স্যাম, ‘বাকস্কিনটাকে ঠিকমত বাঁধিনি আমি। তোমাদের ষাঁড়ের মত গলার আওয়াজ শুনে হয়তো ভয় পেয়ে পালিয়েছে ওটা। যে জোরে চিৎকার করছিলে তোমরা, শুনলে মরা মানুষও জ্যান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। খুঁজে দেখো, আশেপাশের কোন জঙ্গলে ভয়ে হয়তো ঠকঠক করে কাঁপছে বোবা জানোয়ারটা।’

স্যামের কথা শেষ হওয়ামাত্রই হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়বার মত অবস্থা হলো কার্কের। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ‘কথা বলতে পারলে কী বলত জানোয়ারটা? স্যাম, হারামজাদা, আমাকে বাঁচাও?’ নিজের রসিকতায় নিজেই আবার হাসতে আরম্ভ করল কার্ক।

‘তোমার পার্টনার কোথায়, স্যাম?’ জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

‘কোন পার্টনার নেই আমার।’

‘তারমানে বলবে না তুমি?’

‘যা বলার বলেছি। বিশ্বাস করা বা না করা তোমার ইচ্ছে।’

‘বিশ্বাস করলাম না আমি,’ বলে কার্কের দিকে ফিরল শেরিফ। ‘তুমি কী যেন বলবে বলছিলে?’

‘তুমি তো জানোই যে বিগ বেন্ডে একটা মাইনিং ক্যাম্পে কাজ করি আমি। মাস দুয়েক আগে নতুন এক শ্রমিককে নিয়োগ দেওয়া হয় আমাদের ক্যাম্পে। নাম, রোম মসটার। এক রাতে হুয়িস্কি খেতে খেতে গল্প করছিলাম আমি আর মসটার। লোকটা আগে স্প্লিট এক্সে কাউবয়

হিসেবে কাজ করত। রানশ্টার ফোরম্যান, ফ্র্যাঙ্ক মেলন ছিল ওই মসটারের বস। খুব খাতির ছিল দু'জনের মধ্যে। তো, একটু বেশিই গিলে ফেলেছিল মসটার, তখন নেশার ঘোরে আজেবাজে কথা বলতে আরম্ভ করল সে। এই মেসার নাম নিয়ে বলল, এখানে বাস করে এক ডানা কাটা পরী, ওকে হাসিল করার খুব ইচ্ছে মেলনের। মসটারের কথা শুনেই বুঝলাম, পরীটা কে। বোকার ভান করে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, নাম কী পরীটার। মসটার বলল, লুসি। তখন আর কোন সন্দেহ রইল না আমার মনে। হারামজাদাটার কাছে তারপর জানতে চাইলাম, মেলন কীভাবে হাসিল করবে লুসিকে। মসটার জানাল, প্রয়োজনে লুসির স্বামী টম পোলার্ডকে খুন করবে মেলন।

'সেই রাতেই একটা চিঠি লিখলাম টমকে। জানালাম, আসছি আমি। আসলে মেলনের ব্যাপারটা নিয়েই কথা বলার ইচ্ছে ছিল টমের সাথে। সতর্ক করতে চেয়েছিলাম টম আর লুসিকে। কিন্তু...' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কার্ক।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল শেরিফ। একসময় বলল, 'ওই মসটার লোকটাকে চিনি না আমি। কিন্তু, খুব একটা ভুল বলেনি সে। শহরের প্রায় সবাই জানে, লুসির প্রতি দুর্বল ছিল মেলন।'

'কী?' একটা লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কার্ক। 'এখনই চলো স্প্লিট এক্সে। ওই হারামজাদা মেলনকে আমি...'

হাত ধরে টেনে দুর্বল কার্ককে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিল শেরিফ। কড়া গলায় বলল, 'থামো। এখন মাথা গরম করার সময় না।'

'তাহলে এখন কী করার সময়? ওই মেলনই ধরে নিয়ে গেছে লুসিকে। হয়তো বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল টম, তখন বাধ্য হয়ে তাকে গুলি করেছে সে। এক্ষুণি স্প্লিট এক্সে গেলে হয়তো জীবন্ত উদ্ধার করতে পারব আমরা লুসিকে।'

'স্প্লিট এক্স না হয়ে যদি অন্য কোন রানশ্ হত, তাহলে যেতাম আমি। এখন স্প্লিট এক্সে গেলে পল জেমিসন ঢুকতেই দেবে না আমাকে। বিশজন কাউবয় কাজ করে ওর ওখানে। এতজনের সাথে একা পারব না আমি। অন্ততঃ আমার ডেপুটিকে সঙ্গে নিতে হবে। সুতরাং, আগে মার্কায় ফিরতে হবে আমাদের,' উঠে দাঁড়াল শেরিফ। 'মিস্টার স্যাম ওয়েড, তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। টম বা লুসির ভাগ্যে কী ঘটেছে জানি না আমি। কিন্তু, ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে তোমাকে। ক্রমাগত মিথ্যে বলার কারণে এখন তুমিই এক নম্বর সন্দেহভাজন। ফোর্ট ডেভিসে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার আছে কেউ?'

'আছে। ওখানকার সেলুনের বারটেন্ডার গর্ডন ফেবলস।'

'আগেই জানিয়ে রাখি, ফেবলস যদি তোমাকে চিনতে অস্বীকার করে অথবা বলে যে ডিনারের পরে নয়, আরও আগেই ফোর্ট ডেভিস থেকে রওয়ানা হয়েছিলে তুমি, তা হলে পৃথিবীর আলো-বাতাস আর বেশি দিন দেখতে হবে না তোমাকে। আর বোকা মনে কোরো না আমাকে। তোমার পার্টনারকে খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগবে না আমার।'

'এক কথা বার বার বলতে ভাল লাগে না, শেরিফ। আগেই বলেছি, কোন পার্টনার নেই আমার। যা-ই হোক, ফেবলস আমার পক্ষেই কথা বলবে,' স্যামের গলায় আত্মবিশ্বাস, 'আর শুধু ফেবলসই নয়, ইচ্ছে করলে আরও একজনকে আমার ভালমানুষির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

'কে সে?'

নামটা বলতে গিয়ে আরেকবার বোবা হয়ে গেল স্যাম। আশ্চর্য হয়ে উপলব্ধি করল, ওয়াটার ট্যাঙ্কে দেখা মেয়েটার নাম জানে না সে। ফ্যালফ্যাল করে শেরিফের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'এই লোকটাও কি তোমার ঘোড়া, মালপত্র বা পার্টনারের মত অদৃশ্য?' শেরিফের গলায় পরিহাসের সুর।

'না, অদৃশ্য নয়। বরং, তাকে দেখলে অনেক পুরুষের বুকে কাঁপন ধরে যাবে।'

'তাই নাকি?' এবার ব্যঙ্গ করল কার্ক। 'এত সুন্দর মেয়েটার কোন নাম নেই, কোন্ জঙ্গলে কুড়িয়ে পেয়েছ তাকে?'

'কোন জঙ্গলে না। এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা কৃত্রিম ওয়াটার ট্যাঙ্ক আছে, সেখানে।'

'কোথায়?' থতমত খেয়ে গেছে কার্ক।

'একটা ওয়াটার ট্যাঙ্কে। গোসল করছিল সে। তাকে একা পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল এক লোকের, উত্যক্ত করতে আরম্ভ করল। তখন সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। ঘোড়া নিয়ে সেখানে গেলাম আমি। লোকটাকে সাবধান করলাম। কিন্তু, বিনা নোটিশে পিস্তল বের করল লোকটা। নিজেকে বাঁচানোর জন্য তাকে গুলি করতে বাধ্য হলাম। দুই হাতে গুলি খেয়ে পালাল লোকটা। পানি থেকে উঠে এসে আমাকে কোনরকমে ধন্যবাদ দিয়েই চলে গেল মেয়েটা। তার নাম আর জানা হলো না আমার।'

'মেয়েটার বর্ণনা দাও,' আদেশ করল শেরিফ।

'রোদে পোড়া বাদামী চেহারা। মাথায় সোনালী চুল। চোখের মণি

নীল, নাক খাড়া। স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেঁটে মেয়েটা। একটা জিন্সের প্যান্ট আর সাদা রঙের একটা শার্ট পরে ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, মেয়েটা অপূর্ব সুন্দরী। এত সুন্দরী মেয়ে আমি আমার সারা জীবনেও দেখিনি।'

থমথম করতে আরম্ভ করেছে কার্কের চেহারা। কোলা ব্যাঙের মত আওয়াজ করে জানতে চাইল, 'আর লোকটা?'

'বিশালদেহী। মাটির দাগ লাগা জিন্স, লাল শার্ট আর কালো হ্যাট পরে ছিল। ধূসর একজোড়া বিরাট গোঁফ ছিল তার। সে একজন গানম্যান, নামের আদ্যাক্ষর "বি"।'

'এত কিছু জানলে কীভাবে তুমি?' কার্কের কণ্ঠে বিস্ময়।

বেশ কিছুটা রেখে-ঢেকে ঘটনাটা খুলে বলল স্যাম। শুনে পুরোপুরি গম্ভীর হয়ে গেল কার্ক আর শেরিফ।

'মেয়েটা কে বুঝতে পেরেছ কার্ক?' জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

উপরে-নীচে মাথা দুলিয়ে উত্তরটা দিল কার্ক। স্যামকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ দিকে পালাল লোকটা?'

'ওয়াটার ট্যাঙ্কের পেছনে পাইন গাছের একটা জঙ্গল আছে। ঘোড়া নিয়ে সেটার ভেতরে ঢুকে পড়ল লোকটা। তাকে ধাওয়া করতে গিয়ে মনে পড়ল, এই এলাকায় আমি নতুন, ভালমত চিনি না সব জায়গা। নিজেই আবার প্যাঁচের মধ্যে পড়ে যেতে পারি ভেবে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরে গেলাম মেয়েটার কাছে।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করা কঠিন। পাইনের ওই জঙ্গলটার ভেতর দিয়ে কোন রাস্তা নেই। তাহলে গেল কোথায় লোকটা? যা-ই হোক, তুমি বলছ, লরা, মানে মেয়েটা গোসল করছিল সেখানে, তারপর লোকটা গিয়ে তাকে বিরক্ত করতে আরম্ভ করে। তারমানে, ওয়াটার ট্যাঙ্কটায় আগে গিয়েছিল লরা, লোকটা নয়?'

'মেয়েটার নাম যদি লরা হয়, তাহলে তা-ই।'

'শুনলে শেরিফ?'

'শুনলাম,' স্যামের বাঁধন খুলতে আরম্ভ করল শেরিফ। 'মার্ফায় চলো, মিস্টার স্যাম। তোমাকে হাজতে ভরা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই আমার।'

চার

'একটা জিনিস বুঝলাম না,' পিছমোড়া করে দুই হাত বাঁধা স্যামকে ধরে কেবিনের বাইরে বের করে নিয়ে আসবার পর বলল শেরিফ, 'কোরালে জিন পরানো ঘোড়াটা কার?'

'জানি না। ব্যাপারটা কিছুই বুঝিনি আমি,' স্বীকার করল কার্ক। 'তবে যতদূর মনে হয়, কেউ একজন এসেছিল এই বার স্টিরাপে। সেই লোকটাই কি টম আর লুসিকে...' কথাটা শেষ করল না সে।

'ঘটনাটার মাত্র দুটো ব্যাখ্যা আছে আমার কাছে এই মুহূর্তে,' রেকাবে পা রেখে বলল শেরিফ, 'হয় খুবই অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে এখানে দুপুরে, যার কারণে কাউকে কিছু না জানিয়ে পায়ে হেঁটে দূরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে টম আর লুসি। নইলে, এই স্যাম লোকটা ওদেরকে খুন করে লাশদুটো গুম করেছে এমন এক জায়গায়, যেখানে খুব সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না লাশগুলোকে।'

'দোয়া করো, যেন তোমার দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটা সত্য না হয়, শেরিফ,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল কার্ক। 'সত্য হলে এই হারামজাদা স্যামকে খুন করার দায়ে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাতে হবে তোমার।'

'বাড়াবাড়ি কোরো না,' ঠাণ্ডা গলায় জানিয়ে দিল শেরিফ, 'স্যাম যতদিন হাজতে থাকবে, ততদিন সে আমার বন্দী। আমি থাকতে আমার কোন বন্দীর গায়ে আঁচড় দিয়েছে কেউ, এমন ঘটনাও ঘটেনি আমার দশ বছরের শেরিফ জীবনে। এখন যাও, কথা না বাড়িয়ে স্যামের ঘোড়াটাকে নিয়ে এসো কোরাল থেকে।'

চলে গেল কার্ক।

'তাহলে আমাকে খুনী ভেবে ধরে নিয়ে যাচ্ছ তুমি?' ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল স্যাম।

'হ্যাঁ,' অবিচল কণ্ঠে ঘোষণা করল শেরিফ, 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার অনুমান ঠিক। আমার জায়গায় তুমি থাকলে কী করতে? ছেড়ে দিতে আমাকে?'

কথাটা ভেবে দেখল স্যাম। না, ছাড়ত না সে শেরিফকে। কিন্তু, যেচে পড়ে কেউই চোদ্দ শিকের আড়ালে সময় কাটাতে চায় না। তাই

নিজের পক্ষে সাফাই গাইবার চেষ্টা করল স্যাম, 'বসার ঘরের মেঝেতে তোমাকে কী দেখিয়েছে কার্ক? শুকিয়ে আসা রক্তের দাগ?'

'হ্যাঁ,' চোখ সরু করল শেরিফ।

'ভেবেচিন্তে বলো, মেঝের রক্তের রঙ কী ছিল?'

'কালচে-খয়েরী।'

'তুমি অভিজ্ঞ লোক, মানুষের রক্ত জীবনে বহুবার দেখেছ। এখন আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। লাল রক্ত মাটিতে বা মেঝেতে পড়ার কতক্ষণ পর সেটা কালচে-খয়েরী হয়ে যায়?'

মেঘের আড়াল থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে এসেছে রূপালী চাঁদ। একধরনের অদ্ভুত ঘোলাটে-সাদা আলোয় ভরে গেছে চারদিক। সেই আলোতে শেরিফের চেহারায় স্পষ্ট অনিশ্চয়তা দেখতে পেল স্যাম।

'আমি ঠিক জানি না,' স্যামের প্রশ্নের জবাবে বলল লুথার, 'তিন-চার ঘণ্টা হবে মনে হয়।'

'ভাল,' কিছুটা সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা দোলাল স্যাম, 'ধরলাম, তিন ঘণ্টা। এখন ক'টা বাজে?'

'প্রায় সাড়ে সাত। কেন?'

'সাড়ে সাত থেকে তিন বাদ দিলে হয় সাড়ে চার। শেরিফ, সাড়ে চারটার সময় এখান থেকে মাইল তিনেক পেছনের কৃত্রিম ওয়াটার ট্যাঙ্কটাতে লরা নামের এক মেয়েকে এক দুর্বৃত্তের কবল থেকে বাঁচাচ্ছিলাম আমি। বিশ্বাস না হয়, তো লরাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো,' দাঁত বের করে হাসতে আরম্ভ করল স্যাম।

বলবার মত কিছু খুঁজে পেল না শেরিফ লুথার।

শেরিফ কাবু হতে আরম্ভ করেছে বুঝতে পেরে আত্মপক্ষ সমর্থনটা চালিয়ে গেল স্যাম, 'তাছাড়া আরও একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো। তুমি তো হাজারবার মার্ফা থেকে ফোর্ট ডেভিস গেছ। এই দুই শহরের মধ্যকার দূরত্বটা নিশ্চয়ই ভালমত জানা আছে তোমার?'

উপরে-নীচে মাথা দোলাল লুথার।

'ফোর্ট ডেভিস থেকে আমি যদি রাত দশটার পর রওয়ানা দেই এবং সারাটা পথ একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে আসি, তাহলে বার স্টিরাপে আমি কখন পৌছুব?'

চট করে উত্তরটা দিল না শেরিফ। সময় নিয়ে যোগ-বিয়োগের কাজটা করল। তারপর বলল, 'বিকেল পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটা তো বাজবেই কমপক্ষে।'

'খুনটা কখন হয়েছে বলে তোমার ধারণা?'

'খুন যে হয়েছে, সেটা কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলতে পারি না। আসলে...'

'আমাকে তো খুনী ভেবেই ধরে নিয়ে যাচ্ছ তুমি, নাকি? এখন তোমার অনুমানটা বলো। কখন হয়েছে খুনটা?'

'তিনটা-সাড়ে তিনটার দিকে।'

'ফোর্ট ডেভিস থেকে একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে বার স্টিরাপে এলাম বিকেল পাঁচটায়। আর খুনটা করলাম দুপুর তিনটায়। কী, মিলল?'

লুথার নিশ্চুপ।

'আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছ যাও। কিন্তু, মনে রেখো, দু'জন সাক্ষী আছে আমার। ফোর্ট ডেভিসের বারটেন্ডার গর্ডন ফেবলস, আর একটা মেয়ে, যার নাম লরা। তোমার কথা শুনেই বুঝেছি, মেয়েটাকে ভালমতই চেনো তুমি।'

'তারা তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে মুক্তি পাবে তুমি, কথা দিলাম।'

'তুমি লোকটা আসলে খারাপ না। তবে অনেক বেশি নীতিঘেঁষা—এই যা। আরেকটা ব্যাপার চিন্তা করে দেখো,' কার্ক ওর রোনটাকে জিন পরিয়ে হাজির করবার পর বলল স্যাম, 'খুনের মোটিভটা কী আমার? ডাকাতি?'

'হ্যাঁ,' শেরিফের বদলে উত্তরটা দিল কার্ক।

মনে মনে তাকে খুব অশ্লীল একটা গাল দিল স্যাম। মুখে বলল, 'তা হলে আমার স্যাডলব্যাগ পরীক্ষা করে দেখলেই তো হয়। মূল্যবান জিনিসপত্র কী পাও দেখো।'

লুথার হ্যাঁ-না কিছু বলবার আগেই স্যামের স্যাডলব্যাগের উপর একটা ঝড় বইয়ে দিল কার্ক। কিন্তু, কিছু পুরনো কাপড়-চোপড়, জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়ে যাওয়া একটা বাতিল ক্যান্টিন আর দুটো বই ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। জিনিসগুলো বের করে ইচ্ছেমত মাটিতে ছুঁড়ে ফেলছিল সে, ওর কাজ শেষ হলে থমথমে গলায় শেরিফকে অনুরোধ জানাল স্যাম, 'জিনিসগুলো ওকে গুছিয়ে রাখতে বলো, শেরিফ। নইলে এর পরেরবার সত্যিই খুনের অভিযোগে আমাকে গ্রেপ্তার করতে হবে তোমার। কিন্তু, নিহত মানুষটার নাম টম বা লুসি হবে না, হবে কার্ক।'

'শুনলে তুমি, লুথার? হারামজাদা ডাকাতটা কী বলল শুনলে? ওকে এখনই ঝুলিয়ে দাও। দেরি কোরো না।'

'আয়,' প্রাণপণ শক্তিতে হাতের বাঁধন ছিঁড়বার চেষ্টা করল স্যাম, 'কে কাকে ঝুলায় দেখি।' বন্য গরুর মত রাগে ফোঁসফোঁস করতে করতে দুই হাত দুই দিকে টানল সে। কিন্তু, লাভ হলো না। সামান্যতম ঢিলে

হলো না বাঁধন।

স্যামের ভাবভঙ্গি দেখে দুই পা পিছিয়ে গেল কার্ক। ডানদিকের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করল লুথার, আকাশের চাঁদকে নিশানা করে গুলি করল একটা। রাতের নিস্তব্ধতায় কামান দাগবার মত বিকট শোনাল সেই আওয়াজ। চমকে শেরিফের দিকে তাকাল স্যাম আর কার্ক দু'জনই।

'ঘোড়ায় চড়ো,' কার্ক আর স্যাম দু'জনকেই উদ্দেশ্য করে কথাটা বলল লুথার। না চড়লে কী হবে, সেটা তার ভারী গলার আওয়াজই বুঝিয়ে দিল।

অনায়াসে নিজের ঘোড়ায় চড়ল কার্ক। দুই হাত বাঁধা থাকায় যথেষ্ট কষ্ট হলেও একসময় নিজের রোনটাতে চড়তে পারল স্যাম। এদিক-ওদিক কোমর দুলিয়ে স্যাডলে জায়গা করে নিতে নিতে বলল, 'আমি কিন্তু কোনকালেই সার্কাসে কাজ করতাম না।'

কার্ক বা লুথার কেউই কথাটার মানে বুঝল না।

'কী বলতে চাইছ তুমি?' কড়া গলায় জানতে চাইল লুথার।

'বলতে চাইছি, হাত পিছমোড়া করে বাঁধা থাকা অবস্থায় আমার রোনটা দৌড় দিলে স্যাডল থেকে পড়ে মরব আমি।'

'আমি সেটাই চাই,' ফোড়ন কাটল কার্ক।

'কিন্তু, আমি চাই না,' ঘোষণা করল শেরিফ। 'মার্ফা পর্যন্ত হেঁটেই এগুবে আমাদের ঘোড়াগুলো। দূরত্বটা খুব বেশি না, কাজেই, সময় লাগবে না আমাদের তেমন একটা।' একটু থেমে যোগ করল সে, 'সবার আগে থাকবে কার্ক। মাঝখানে আমি তোমার ঘোড়াটার লাগাম ধরে থাকব, স্যাম। তুমি কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলেই গুলি করব তোমাকে। ভেবে দেখো, চালাকি না করলে মার্ফার জেলে হয়তো দুটো দিন থাকতে হবে তোমাকে। আর চালাকি করলে পৃথিবী থেকেই বিদায় নিতে হবে। তোমার জায়গায় আমি থাকলে ফুলবাবুর মত বসে থাকতাম ঘোড়ার উপর। কার্ক, আগে বাড়ো।'

যার যার ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিল ওরা তিনজন। সামনে যেতে যেতে একসময় দূরের একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ওদের ঘোড়া তিনটা। তারও আগে বাতাসে মিলিয়ে গেল তাদের কথোপকথনের আওয়াজ।

অবস্থা নিরাপদ বুঝে কেবিনের আড়াল ছেড়ে বের হয়ে এল জেক। একবার তাকাল এদিক-ওদিক। নিজের একাকীত্বটা টের পেল পুরোপুরি। কেবিনটা চোখে পড়ামাত্রই ভাবল ভিতরে ঢুকবে কি না। কিন্তু, আগে স্যামের কাছে পৌঁছুনোটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বুঝতে পেরে বাতিল করে দিল

চিন্তাটা। খেয়াল করল, কেবিনে এখন আলোর অভাব নেই। সদর দরজাটার সামনের খুঁটিতে আগের মতই ঝুলছে হারিকেনটা। টিমটিম করে আলো বের হচ্ছে সেটা থেকে। বসবার ঘরে নিশ্চয়ই এখনও জ্বলছে ল্যাম্প আর অন্য হারিকেনটা। আলোয় ঝলমল করছে ঘরটা। চোখ সরিয়ে নিল জেক। তাকাল ট্রেইলটার দিকে। দ্রুত পায়ে হেঁটে পার হলো র‍্যানশ্‌টার বেড়া, এসে দাঁড়াল ট্রেইলটাতে। ডানে-বামে তাকাল।

খাঁ খাঁ করছে নির্জন ট্রেইলটা। সূর্য ডুববার পর থেকেই শীতল হয়ে আসছিল চারদিক, জেককে একা পেয়ে তার বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কোথা থেকে যেন হাজির হলো এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। বাতাসটার স্পর্শে সত্যিই কেঁপে উঠল জেক। এক দৌড়ে গিয়ে ঢুকল জুনিপারের জঙ্গলে, ওর ঘোড়াটা রাখা আছে যেখানে। রাতের আঁধার যখন মনের উপর চেপে বসে, তখন একজন ভবঘুরের জন্য তার ঘোড়াটার মত আপন আর কে হতে পারে? ঘোড়াটার গলার কাছে হাত বুলাতে বুলাতে কথাটা ভাবল জেক।

আদর পেয়ে মৃদু একটা শব্দ করল ঘোড়াটা। সেটার বাঁধন ছুটাল জেক। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই অনেকদূর এগিয়ে গেছে শেরিফ। সুতরাং, এবার রওয়ানা হওয়া যায়। জোর কদমে ঘোড়া ছুটালে ওদেরকে ধরে ফেলতে বেশি সময় লাগবে না তার।

জুনিপারের জঙ্গলটা থেকে বের হওয়ার জন্য এক পা আগে বাড়িয়েছিল জেক, ট্রেইলটা ধরে ধীর গতিতে এগিয়ে আসা একটা ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পেয়ে প্রায় জমে গেল সে। পরক্ষণেই ঘোড়াসহ কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে জঙ্গলটার আরও ভিতরে গিয়ে ঢুকল। নিঃশব্দে অপেক্ষা করে রইল একাকী ঘোড়সওয়ারের জন্য।

মাথার উপরের চাঁদটা পূর্ণিমার না হলেও যথেষ্ট গোলাকৃতির। মেঘের আশ্রয় ছেড়ে সেটা বের হয়ে এসেছে অনেক আগেই। ঘোলা আলোয় বে স্ট্যালিয়নটাকে দূর থেকে দেখতে তেমন কোন অসুবিধা হলো না জেকের।

একটা ব্যাপার খেয়াল করে খুব আশ্চর্য হলো জেক। ঘোড়াটাতে জিন পরানো আছে ঠিকই, কিন্তু, কোন আরোহী নেই স্যাডলের উপর। কখনও ধীর গতিতে দৌড়ে, কখনও হেঁটে আবার কখনও থেমে দাঁড়িয়ে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে ঘোড়াটা। আরোহী না থাকায় চলছে নিজের খুশি মত।

আরও কাছে এগিয়ে এল ঘোড়াটা। বে স্ট্যালিয়নটাকে চিনতে পেরে একই সাথে খুশি আর উদ্বিগ্ন হলো জেক।

বিকেলের গানম্যানের দ্বিতীয় ঘোড়াটাই হচ্ছে এই বে স্ট্যালিয়ন।

এটাকেই মুক্তি দিয়েছিল জেক, ঘোড়াটার সাথে তার কিছুটা খাতিরও হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির পথ ধরেছে ঘোড়াটা।

এই মুহূর্তে জেকের একটা ঘোড়া দরকার। নিজের বাকস্কিনটা নিয়ে শেরিফের পিছু দৌড়াতে পারে না সে। প্যাক হর্সের কাল্পনিক গল্প শোনানোর সময় বাকস্কিনটার উল্লেখ করেছিল স্যাম; কাজেই, ঘোড়াটা লুথারের চোখে পড়লে খুব সহজেই বুঝে যাবে ধূর্ত লোকটা, স্যামের পার্টনার কে। সুতরাং, সঙ্কটটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাকস্কিনটাকে লুকিয়ে রাখতে হবে কোন গোপন জায়গায়। এই জুনিপারের জঙ্গলেই বেঁধে রাখা যায়, ভাবল জেক, কিন্তু, তা হলে ঘোড়াটাকে পানি খাওয়ানোর জন্য দিনে দু'বার করে এখানে আসতে হবে ওকে। খুব একটা বড় সমস্যা না সেটা, মনে মনে বলল জেক।

বড় সমস্যা হচ্ছে, নিজের ঘোড়া এখানে বেঁধে রেখে গেলে কার ঘোড়ায় চেপে মার্কায় হাজির হবে সে। বার স্টিরাপের কোরাল থেকে একটাও ঘোড়া নেওয়া যাবে না; নিজের ভাই-ভাবির ঘোড়া নিশ্চয়ই খুব ভালমত চেনে কার্ক; চুরির অভিযোগে জেককে ফাঁসাতে দুই মিনিটও লাগবে না তার। পশ্চিমের বুনো দেশগুলোতে ঘোড়া চোরকে বিন্দুমাত্র খাতির করে না লোকে, ধরতে পারলে দেরি না করে সোজা ঝুলিয়ে দেয় কটনউডের ডালে।

তিন পরলো তৃতীয় একটা ঘোড়া আছে কোরালে। ঘোড়াটা কার, জানে না কার্ক। হয়তো শেরিফও জানে না। জানলে কার্ককে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু, ওই ঘোড়াটাও নেওয়া যাবে না। নিশ্চয়ই শেরিফ খুব ভাল মত দেখেছে ঘোড়াটাকে, চিনে রেখেছে। তাছাড়া ঘোড়াটা যার, সে ফিরে এলে খেল খতম হয়ে যাবে জেকের।

সুতরাং, একটাই মাত্র উপায় আছে। উপায়টা মাথায় আসামাত্রই এক দৌড়ে জুনিপারের জঙ্গল ছেড়ে বের হয়ে এল জেক। ছুটল আরোহীবিহীন ঘোড়াটার উদ্দেশে।

র‍্যাঞ্চটাকে ছাড়িয়ে অল্প কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিল বে স্ট্যালিয়নটা। ট্রেইলের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে, কাঠের মূর্তির মত। বোধহয় ঝিমুচ্ছিল। জেকের দ্রুত পায়ের আওয়াজ পেয়ে লম্বা কানদুটো পিছনের দিকে ঘুরল জন্তুটার। আওয়াজটা পরিচিত কি না, বুঝবার চেষ্টা করল বোধহয়।

দৌড় থামাল জেক। দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটার থেকে চার-পাঁচ হাত দূরে। নিচু কণ্ঠে কথা বলতে আরম্ভ করল জন্তুটার সাথে।

জেককে চিনতে পারল ঘোড়াটা। মৃদু শব্দ করে লক্ষণটা প্রকাশ

করল। অবস্থা নিরাপদ বুঝতে পেরে কাছে এগিয়ে গেল জেক। বে স্ট্যালিয়নটার ঘাড়ের কাছে হাত বুলিয়ে আদর করল। ঘোড়াটার কানের কাছে মুখ নিয়ে এমনভাবে কথা বলতে লাগল, যেন ঘোড়াটা তার-ই। মিনিট দুয়েকের ভিতরেই জেকের বশ্যতা স্বীকার করল জন্তুটা।

স্যাডলে চেপে বসল জেক। ঘোড়াটা বাধা দিল না দেখে লাগাম ধরে সেটার মুখ জুনিপারের জঙ্গলের দিকে ঘুরাল। তারপর প্রথমে আলতো করে, পরে জোরে গুঁতো দিল ঘোড়াটার পেটে। দৌড় দিল বে স্ট্যালিয়নটা।

জুনিপারের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল জেক। থামল নিজের বাকস্কিনটার কাছে। স্যাডল থেকে নেমে আবার বাঁধল ঘোড়াটাকে। তারপর নিজের স্যাডলের সাথে বে স্ট্যালিয়নটার স্যাডল পাল্টাল। কাজটা শেষ হওয়ামাত্রই এক দৌড়ে জঙ্গল ছেড়ে বের হলো জেক, সময় বাঁচানোর জন্য বার স্টিরাপের খোলা গেট দিয়ে না ঢুকে বেড়া ডিঙাল। গতি না কমিয়ে সোজা চলে গেল কোরালে।

মাথার উপর থেকে ঝুলন্ত একটা আংটায় একটা হারিকেন আটকে দিয়েছিল জেক। কেবিনে ফিরবার সময় সাথে করে সেটা নিয়ে গিয়েছিল সে। হারিকেনটা নিয়ে আসতে গেলে দেরি হতে পারে ভেবে অন্ধকারেই এদিক-ওদিক তাকাল জেক। স্যামের ঘোড়ার সামনে যে বালতিটা রেখেছিল, সেটা চোখে পড়ল তার। হাতে তুলে নেওয়ার পর বুঝতে পারল, পানি নেই বালতিটাতে। আবার দৌড় দিল সে। ঝরনাটার কাছে পৌঁছে ভর্তি করল বালতিটাকে। তারপর দ্রুত হেঁটে গিয়ে ঢুকল জুনিপারের জঙ্গলে। বাকস্কিনটার সামনে বালতিটাকে নামিয়ে রাখল। বে স্ট্যালিয়নটার স্যাডলে চড়তে চড়তে নিজের ঘোড়াটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'চললাম রে। বেশি ডাকাডাকি করিস না তুই। বিপদে পড়ে যাবি।'

নির্দয়ভাবে বে স্ট্যালিয়নটার পেটে গুঁতো দিল সে। নিক্ষিপ্ত তীরের মত জুনিপারের জঙ্গল ছেড়ে বের হয়ে এল ঘোড়াটা। ছুটল মার্ফার ট্রেইল ধরে।

কিন্তু, খুব বেশিদূর এগুতে পারল না জেক। দিগন্ত ফুড়ে হঠাৎ উদয় হলো তিনজন রাইডার, ঘোড়া হাঁটিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল তার দিকে। মার্ফার দিক থেকে আসছে রাইডার তিনজন, বুঝতে পারল জেক। এবং, দূরত্বটা যখন আর দুশো ফিট, তখন লোকগুলো কারা, বুঝতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

স্যাম, কার্ক আর শেরিফ লুথার। কোন একটা কারণে আবার বার স্টিরাপের দিকে ফিরে আসছে ওরা। কারণটা কী, অনুমান করতে পারল না জেক।

ঘোড়ার গতি কমাল সে। শেরিফ আর বিশ ফিট দূরে থাকা অবস্থায় রাশ টেনে থামাল ঘোড়াটাকে। ওদিকে শেরিফও থেমে দাঁড়িয়েছে। চাঁদের আলোতে যতদূর সম্ভব দেখে নিচ্ছে জেককে। এক সময় জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে বলল শেরিফ, 'হাউডি, স্ট্রেঞ্জার। আমি মার্ফার শেরিফ। লোকে আমাকে লুথার নামে ডাকে।'

'হাউডি, লুথার,' কথাটা এমনভাবে বলল জেক, যেন শেরিফ তার বহুকালের বন্ধু। 'আমি জেক রায়ার। কাজ খুঁজতে যাচ্ছি মার্ফায়।'

'তুমি ভবঘুরে?' আরও কাছে এগিয়ে এল শেরিফ।

'ঠিক ভবঘুরে না। এক জায়গায় বেশি দিন কাজ করতে ভাল লাগে না, এই যা। তবে, পশ্চিমের অনেক জায়গায় আমি ঘুরেছি, এটা ঠিক।'

'মার্ফায় তোমাকে কাজ দেওয়ার জন্য বসে আছে কে?'

'হয়তো এড রুফাস।'

'এড রুফাস!' লুথারের কণ্ঠে নিখাদ বিস্ময়।

'আর বোলো না। সেই ভোর থেকে খেটে মরছি আমি। রওয়ানা হয়েছিলাম ফোর্ট ডেভিস থেকে। একটানা...'

'কোথা থেকে আসছ তুমি?' জেকের কথা শুনে আরও বেড়ে গেল শেরিফের বিস্ময়টা।

'ফোর্ট ডেভিস। সেই ভোর থেকে স্যাডলের উপর বসে আছি। বিশ্বাস হয় কথাটা? বিকেলের কিছু আগে গিয়ে হাজির হলাম জেড বিতে। ওরা বলল, মালিক নেই, মার্ফায় গেছে। রুফাস নেই শুনে তার ফোরম্যানের সাথে দেখা করতে চাইলাম। ওরা জানাল, সে ব্যাটাও নাকি নেই, রুফাসের সঙ্গে সেও নাকি মার্ফায় গেছে। কী আর করা। ঘোড়া ছুটালাম আবার। একটা ওয়াটার ট্যাঙ্কের ধারে বসে বিশ্রাম নিলাম কিছুক্ষণ। তারপর বোধহয় জীবনের সবচেয়ে বড় ঠকাটা ঠকলাম,' মিথ্যে গল্পটাকে আকর্ষণীয় করবার জন্য ইচ্ছেকৃতভাবে থামল জেক, গলায় বাঁধা রুমালটার গিঁঠ খুলে হাতে নিল। তারপর সময় নিয়ে মুখ মুছল।

'ঠকলে মানে?' শেষ পর্যন্ত ধৈর্য না রাখতে পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেলল কার্ক।

'আর বোলো না। কোন্...' একটা ভয়াবহ অশ্লীল গাল দিল জেক, 'একটা সাইনবোর্ড বসিয়েছে মাইল তিনেক পেছনের ট্রেইলে। সাইনবোর্ডটাতে লেখা আছে, মার্ফা চার মাইল। তুমি তো নিশ্চয়ই জানো, শেরিফ, ট্রেইলটা তিন ভাগে ভাগ হয়েছে সেখানে। একটা ডানে, একটা সোজা আর একটা এই রাস্তা বরাবর। যা-ই হোক, একটু ডানদিকে কাত করে বসানো ছিল বোর্ডটা। সেটা দেখে যে কোন স্ট্রেঞ্জার ধরে নেবে,

ডানের ট্রেইলটা মার্ফায় যাওয়ার। আমিও সেরকমই অনুমান করলাম। কিন্তু, মাইল দুয়েক এগুতেই দেখি একটা জঙ্গলে হাজির হয়েছি। শালা...' গালটা আবার দিল জেক। 'ফিরলাম আবার। সাইনবোর্ডটার সামনে দাঁড়িয়ে বামে না সোজা যাব, ভাবলাম কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত বামেই এলাম। তারপরে ঘটল আরেক ঘটনা,' আবার থামল জেক। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছল অনর্থক। লুথারের মুখটা যাচাই করে বুঝবার চেষ্টা করল, ওর গল্পটা বিশ্বাস করছে কি না ধূর্ত শেরিফ। আধো আলো, আধো আঁধারে বুঝতে পারল না ঠিকমত।

'কী হলো? বোবা হয়ে গেলে কেন হঠাৎ?' জেককে প্রায় ধমক দিল শেরিফ।

নিজের সাফল্যে ভিতরে খুশি হলেও সেটা প্রকাশ পেতে দিল না জেক। লুথারের তাড়া খেয়ে মিথ্যে গল্পটা শুরু করল আবার, 'পেছনের ওই বাঁকটা পার হলে,' বাম হাতের বুড়ো আঙুল তুলে পিছনের দিকে নির্দেশ করল সে, 'একটা ছোট রানশ্ পাবে তোমরা। কী নাম, কে জানে। আমি ভাবলাম, যাক, কপাল গুণে আরেকটা রানশ্ পেয়েছি। কাজ জুটে যেতে পারে এখানে। ঢুকলাম ভেতরে। কিন্তু, একটা কোরাল, একটা বার্ন আর একটা কেবিন ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না। ডাকতে ডাকতে এগিয়ে গেলাম কেবিনটার দিকে। কেউ সাড়া দিল না। কেবিনের কাছে পৌঁছে দেখলাম, মাটিতে পড়ে আছে কিছু কাপড়-চোপড় আর একটা ফুটো হয়ে যাওয়া ক্যান্টিন। হাঁ হয়ে খুলে আছে কেবিনটার দরজা, অনেক ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া না পেয়ে ঢুকে পড়লাম সেটার ভেতরে। পুরো কেবিনটা ঘুরেও পেলাম না কাউকে। বেডরুমে দেখতে পেলাম এলোমেলো হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে কাপড়-চোপড় আর কাগজপত্র। তারপর দেরি করলাম না আর। ঘোড়া নিয়ে সোজা রওয়ানা হয়ে গেলাম।' একটু থামল জেক। দম নিল। তারপর বলল, 'কিন্তু, তোমাদের ঘটনাটা কী? তোমরা যাচ্ছ কোথায়?' স্যামের দিকে একবার ভালমত তাকাল সে। 'তোমার বন্দী নাকি, শেরিফ?' পিছমোড়া করে বাঁধা স্যামকে ইঙ্গিত করল সে, 'অপরাধ কী লোকটার?'

স্যামের অপরাধটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল লুথার। তারপর জিজ্ঞেস করল জেককে, 'তুমি তো ফোর্ট ডেভিস থেকে আসছ, তাই না? স্যামের দিকে ভালমত তাকিয়ে দেখো তো, গত রাতে ওকে ফোর্ট ডেভিসের সেলুনে দেখেছিলে কি না?'

'স্যাম?' নামটা যেন পূর্ব পরিচিত, এমন ঢঙে বলল জেক, 'মানে স্যাম ওয়েড? আরে, গতরাতে না তোমার সাথে সেলুনে পোকার খেললাম?'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ,' এতক্ষণ পর মুখ খুলল স্যাম, 'তুমি জেক রায়ার না? গতরাতে ভাল একটা দান মেরেছিলাম তোমার কাছ থেকে।'

'একেই বলে কপাল, বুঝলে বন্ধু। গতরাতে তোমার হাতে ছিল ইস্কাপনের টেক্কা, আজ সে হাতদুটোই পিছমোড়া করে বাঁধা। শালা...' অশ্লীল গালটা আবার দিল জেক, 'জীবনটাই একটা জুয়া।'

'ভাবের কথা বাদ দাও এখন,' নীরস গলায় বলল শেরিফ। 'আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো দেখি, স্ট্রেঞ্জার। স্যাম ফোর্ট ডেভিস ছেড়ে মার্ফার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিল কখন?'

'রাত দশটা পর্যন্ত তো খেললামই আমরা,' ইচ্ছেমত মিথ্যে বলছে জেক, 'তারপর আমি চলে গেলাম স্টেবলে। আমার ঘোড়াটাকে সেখানেই রেখেছিলাম। এক ডলারের বদলে একটা চালায় আমাকে থাকতে দিল স্টেবলম্যান। ভোরে উঠার জন্য আমিও দেরি না করে শুয়ে পড়লাম। কাজেই, এই স্যাম ওয়েড কখন ফোর্ট ডেভিস ছেড়েছিল, ঠিক বলতে পারব না। তবে, গর্ডনকে জিজ্ঞেস করলে বোধহয় বলতে পারবে।'

'গর্ডনটা কে?' উত্তরটা জানা থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

'গর্ডন ফেবলস। ফোর্ট ডেভিসের একমাত্র সেলুনের বারটেন্ডার। সারা শহর ওকে গর্ডি নামে চেনে। ওই গর্ডি আর এই স্যামের মধ্যে মনে হয় খুব খাতির আছে, গতরাতে হাসাহাসি করে কথা বলতে দেখেছিলাম দু'জনকে।'

যেন কিছু ঝুঝতে পেরেছে, এমন ভঙ্গিতে উপরে-নীচে মাথা দোলাল শেরিফ লুথার।

'কিন্তু, স্যামকে নিয়ে তো তোমার মার্ফায় যাওয়া উচিত, লুথার। তুমি যাচ্ছ কোন্ দিকে?'

'মার্ফাতেই তো যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কার্কের, মানে ওই লোকটার,' কার্কের দিকে ইঙ্গিত করল শেরিফ, 'মনে হলো, বার স্টিরাপের লেটার বক্সটা খুলে দেখা উচিত। ওর ধারণা, কোথাও চলে যাওয়ার আগে হয়তো সেখানে কোন মেসেজ রেখে গেছে ওর ভাই-ভাবি।'

'তুমি কি পাগল, কার্ক?' সরাসরি জানতে চাইল জেক, 'কেবিনটা দেখেছি আমি। মেসেজ রাখার অনেক জায়গা আছে সেখানে। ডাইনিং টেবিল, সোফার সামনের টেবিল, বেডরুম– এত সব জায়গা ছেড়ে লেটার বক্সের ভেতরে মেসেজ রাখতে যাবে কেন তোমার ভাই?'

'বেশি বকবক কোরো না,' হঠাৎ রেগে গেল কার্ক, 'আমার মনে হয়েছে রাখতে পারে, তাই আমি দেখতে যাচ্ছি। তোমার কোন অসুবিধা আছে?'

'আরে না। আমার আবার অসুবিধা কীসের? তোমার রানশের লেটার বক্স, তুমি দেখবে না তো কে দেখবে? অনুমতি দিলে আমিও আসি তোমাদের সাথে। ঘটনাটা খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

কী ভেবে রাজি হয়ে গেল কার্ক। শেরিফও কোন প্রতিবাদ করল না।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল জেক। যার যার ঘোড়া হাঁটিয়ে ওরা এসে থামল বার স্টিরাপের লেটার বক্সের সামনে। জায়গাটা খেয়াল করল জেক।

একটা জুনিপার গাছে কায়দা করে বসিয়ে দেয়া হয়েছে বক্সটা। কোন স্ট্যান্ড ব্যবহার করা হয়নি। আগে থেকে জানা থাকলে লেটার বক্সটা চোখে পড়তে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

ফস্ করে একটা ম্যাচ জ্বালল কার্ক। বক্সটার গায়ের রঙ দেখতে পেল জেক। টকটকে লাল। তারমানে, চোখে পড়বার জন্য সব ব্যবস্থাই করেছিল টম।

বক্সটা খুলে ভিতর থেকে দুটো চিঠি বের করে আনল কার্ক। জিনিসদুটো শার্টের পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'নাহ্, কোন মেসেজ নেই ভেতরে। এমনিতে খুব একটা চিঠি আসত না আমাদের নামে। মাসের পর মাস খালিই পড়ে থাকত এই বক্সটা। এখন দেখি দু' দুটো এসে বসে আছে। বোধহয় লেটার বক্সটা খুলেও দেখেনি টম।' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিতে নিতে কথা চালিয়ে গেল সে, 'তুমি তো জানোই লুথার, প্রেম করে পালিয়ে বিয়ে করেছিল টম আর লুসি। সে জন্য লুসির উপর দারুণ ক্ষ্যাপা ছিল ওর বাবা। টমের বিয়ের পর এখানে এসে আস্তানা গাড়লাম আমরা দুই ভাই, সাথে এল লুসি। ওহায়ো ছেড়ে এত দূরে চলে আসার পর থেকে নিজের বাড়ির সাথে বলতে গেলে কোনরকম যোগাযোগই ছিল না লুসির। এদিকে আমার পরে আর কোন সন্তান জন্ম দেওয়ার আগেই মারা গেল মা, তার এক বছরের মাথায় বাবা। কাজেই, নিকট আত্মীয় বলতে তেমন কেউ নেই আমাদের। সবই পুরনো কথা, তোমাকে আর কী বলব? আমাকে নিজের ছেলের মত মানুষ করেছে টম। ও-ই আমার বাবা-মা,' বলতে বলতে চোখ মুছল কার্ক। ধরা গলায় বলল, 'এ কারণেই টমকে না দেখতে পেয়ে এতটা ক্ষেপে গেছি আমি।'

কোন মন্তব্য করল না কেউ। ঘোলাটে চাঁদের আলো মাথায় নিয়ে প্রায় নিঃশব্দে মার্ফার দিকে এগিয়ে চলল ওরা চারজন।

পাঁচ

মার্ফায় ঢুকে পকেট থেকে ঘড়িটা বের করল শেরিফ। দেখল মনোযোগ দিয়ে। তারপর ঘোষণা করল, 'সাড়ে আটটা।'

সোজা জেল হাউযের দিকে এগিয়ে গেল শেরিফ। স্যামের রোনটার লাগাম ধরে আছে সে বাম হাতে, সুতরাং, তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য স্যাম। বাকি দু'জন স্বেচ্ছায় এগুল লুথারের পিছু পিছু।

দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধা স্যামকে অপরাধী বলে চিনে নিতে কষ্ট হলো না উৎসুক জনতার। দুয়েকজন এগিয়ে এল। কী দোষ স্যামের, জানতে চাইল। সংক্ষেপে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিল শেরিফ। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সারা মার্ফা জেনে গেল খবরটা।

জেল হাউযের সামনের একটা হিচিং রেইলে প্রথমে নিজের, তারপর স্যামের ঘোড়াটাকে বাঁধল লুথার। স্যাডল থেকে স্যামকে নামতে সাহায্য করল সে। তারপর ওকে নিয়ে ঢুকল জেল হাউযে। ওর পিছু পিছু কার্ক আর জেক।

লোকের ঘোড়া দেখা জেকের স্বভাব। কৈশোর থেকেই সে ভবঘুরে, সে সময় এক প্রৌঢ় রেড ইন্ডিয়ানের সাথে খাতির ছিল তার। লোকটা বলেছিল, ঘোড়া দেখে পশ্চিমে লোক চেনা যায়। তাই, কার্ক ভিতরে ঢুকে পড়লেও দরজায় দাঁড়িয়ে গেল সে, উল্টো ঘুরল। একনজর দেখে নিল কার্কের ঘোড়াটাকে।

কার্কের ঘোড়াটা কালো রঙের একটা রোন। হাড় জিরজিরে শরীর। আকৃতিতে মাঝারি। কতদিন খেতে পায় না, কে জানে। বহু ব্যবহারে প্রায় ধসে গেছে সস্তা স্যাডলটা।

আবার ঘুরে ভিতরে ঢুকে পড়ল জেক।

জেল অফিসের ডেস্কের উপর রাখা একটা বড় আকৃতির কেরোসিন ল্যাম্প জ্বালল লুথার। তারপর ডেস্কটার ড্রয়ার থেকে একটা ছুরি বের করে বাঁধন কাটল স্যামের। হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল হাজতের সামনে, ভেতরে ঢুকিয়ে লাগিয়ে দিল তালা। চাবিটা আগের মত ঝুলিয়ে দিল দেয়ালে গাঁথা পেরেকের সাথে। খেয়াল করল জেক, সারাজীবন চেষ্টা করলেও চাবির গোছাটা আয়ত্ত্ব করতে পারবে না স্যাম বা অন্য কোন

হাজতি।

ডেস্কের পিছনে নিজের চেয়ারটায় গিয়ে বসল শেরিফ। ওর সামনের একটা চেয়ারে কার্ক। জেল অফিসের দরজাটার কাছের দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জেক।

'এবার কী করব আমরা, লুথার?' জানতে চাইল কার্ক।

'অপেক্ষা,' এক কথায় উত্তর দিল শেরিফ।

'অপেক্ষা?' পুনরাবৃত্তি করল কার্ক। 'বুঝলাম না।'

'দেখছ না অফিসে নেই আমার ডেপুটি? হয়তো এই মুহূর্তে সেলুনে বসে গলা ভেজাচ্ছে সে। লোকমুখে আমার ফেরার কথা শুনে দৌড়ে আসবে এখানে। তারপর তাকে ফোর্ট ডেভিসে পাঠাব আমি। স্যামের কথাটা যাচাই করতে হবে। একজন সাক্ষী তো আছেই আমাদের কাছে,' জেকের দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'দেখা যাক, গর্ডন ফেবলস কী বলে।'

কার্ক কিছু বলল না দেখে আবার বলল শেরিফ, 'তোমার নামটা যেন কী বলেছিলে, স্ট্রেঞ্জার?'

'জেক রায়ার। শুধু জেক বলে ডাকলেই চলবে।'

'জেক, তুমি মার্ফায় থাকবে কতদিন?'

'কোন কাজ না পেলে দুই দিন।'

'হ্যাঁ, থাকো। তোমাকে দরকার হবে আমার। আমরা…' কথাটা শেষ করতে পারল না লুথার। জেল অফিসের দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকল ডেপুটি শেরিফ হার্শেল ম্যাথিউয। আরেকটু হলেই জেককে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ফেলে দিয়েছিল সে।

'এসব কী শুনছি লুথার? টম আর লুসিকে নাকি খুন করা হয়েছে? স্যাম নামের এক লোককে নাকি গ্রেপ্তারও করেছ তুমি?'

'ওদেরকে সত্যিই খুন করা হয়েছে কি না সে ব্যাপারে আমি এখনও নিশ্চিত না। কিন্তু, দুপুরের পর থেকে যে ওরা উধাও, সেটা জানি। এইমাত্র বার স্টিরাপ থেকে ঘুরে এলাম। আলামত দেখে খারাপ কিছু সন্দেহ করছি।' একটু থামল শেরিফ। দম নিল। তারপর বলল, 'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, হার্শ। ফোর্ট ডেভিসে যেতে হবে।'

'ফোর্ট ডেভিস!' আশ্চর্য হয়ে গেল ডেপুটি। 'কেন?'

কেন, সেটা ম্যাথিউযকে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলল লুথার। সব শুনবার পর একটা হারিকেন জ্বালল ম্যাথিউয। তারপর হারিকেনটা হাতে নিয়ে হাজতের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভালমত দেখল স্যামকে।

'কী, দেখছ কী তুমি?' খেঁকিয়ে উঠল স্যাম, 'রূপ গজিয়েছে নাকি আমার?'

'না, গজায়নি,' স্বীকার করল ম্যাথিউয। 'চিনে রাখলাম তোমাকে।'

পিছন থেকে ডাকল শেরিফ, 'ডিনার করেছ তুমি, হার্শ?'

'হ্যাঁ, ডিনার সারতেই তো রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম।'

'তা হলে আর দেরি না করে রওয়ানা হয়ে যাও। টম আর লুসির ভাগ্যে সত্যিই কী ঘটেছে, জানতে চাই আমি। এবং, খারাপ কিছু ঘটে থাকলে দোষী ব্যাক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে চাই।' কথাটা বলবার পর লুথার বুঝিয়ে বলল, ফোর্ট ডেভিসে গিয়ে কী করতে হবে ম্যাথিউযকে। সবশেষে বলল, 'ফোর্ট ডেভিস থেকে মার্ফায় আসা রাস্তাটা এক জায়গায় তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। মনে আছে, হার্শ?'

'মনে থাকবে না কেন? হয়েছে কী সেখানে?'

'অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটেছে। স্যাম আর এই লোক, নাম জেক রায়ার, দু'জনই বলছে, ওই জায়গাটাতে একটা সাইনবোর্ড দেখেছে তারা। সাইনবোর্ডটাতে লেখা ছিল, মার্ফা চার মাইল।'

'কিন্তু,' প্রতিবাদ করল ডেপুটি, 'ব্যাপারটা কীভাবে সম্ভব?' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল সে, 'উঁহুঁ, হতেই পারে না।'

'হতে পারে কি পারে না, সেটা দেখবে তুমি। সেখানে গিয়ে থামবে, নামবে ঘোড়া থেকে। যদি সত্যিই কোন সাইনবোর্ড দেখতে পাও, তাহলে পড়বে লেখাটা। মনে রেখো, ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

আর কথা বাড়াল না ডেপুটি। গানর‍্যাক থেকে একটা উইনচেস্টার তুলে নিয়ে একবার পরীক্ষা করল। সন্তুষ্ট হয়ে হাত বুলাল গানবেল্টে, নিশ্চিত হয়ে নিল বুলেটে পূর্ণ আছে বেল্টটার প্রতিটা খাঁজ। তারপর স্যামের দিকে আরেকবার তাকিয়ে ঝড়ের গতিতে জেল অফিস থেকে বাইরে বের হয়ে গেল। একটু পরেই শোনা গেল তার ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ।

'যা বলছিলাম,' আবার শুরু করল শেরিফ। 'আমরা এখন চিঠিদুটো পড়ে দেখব কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না। কার্ক, বের করো দেখি চিঠিদুটো।'

আদেশ পালন করল কার্ক। জেল হাউযের দরজা ছেড়ে শেরিফের ডেস্কের কাছে এগিয়ে গেল জেক।

খামদুটোর একটা হলুদ, আরেকটা সাদা। আগে নিজের হাতে নিয়ে ওদুটো যাচাই করছিল কার্ক, সাদা খামটা দেখামাত্রই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে! কী আশ্চর্য! এই চিঠিটাই তো আমি লিখেছিলাম টমকে।' দেরি না করে হলুদ খামটা শেরিফের টেবিলের উপর রাখল সে। তারপর সাদা খামটার একপ্রান্ত ছিঁড়ে ফেলল। ভিতর থেকে বের করে আনল সাদা কাগজে লেখা চিঠিটা। এক মুহূর্তও দেরি না করে দুমড়ে-মুচড়ে খামটাকে

ফেলে দিল ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে। চিঠিটার ভাঁজ খুলে দেখল একনজর, তারপর বাড়িয়ে ধরল শেরিফের দিকে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে জোরে পড়তে আরম্ভ করল লুথার –

' ''টম,

একই সাথে একটা ভাল আর একটা খারাপ খবর আছে তোমার জন্য। ভাল খবরটাই জানিয়ে রাখি আগে।

বিগ বেন্ডের একটা মাইনিং ক্যাম্পে চাকরি করছি আমি। প্রথম মাসটা এই ক্যাম্পেই শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছি। আমার যোগ্যতা দেখে ওরা ক্যাম্পটার ম্যানেজার বানিয়ে দিল আমাকে। বেতন আমার একার জন্য অনেক। আবার থাকাটাও ফ্রি। ক্যাম্পের সঙ্গে লাগোয়া একটা শ্যাকে ফোরম্যানের সাথে থাকি। এখানে আমার দিনকাল মোটামুটি ভালই কাটছে।

খারাপ খবরটা এই চিঠিতে জানাব না। সাহস হচ্ছে না। খুব শীঘ্রিই টানা তিন দিনের ছুটি পেতে যাচ্ছি। ছুটিটা বার স্টিরাপে কাটাব ভেবেছি। সেখানেই দেখা হবে তোমার সাথে। খবরটা তখন জানাব তোমাকে।

এখানে কাজের অনেক চাপ। দম ফেলারও সুযোগ পাওয়া যায় না। ডিনার শেষ করে চিঠিটা লিখলাম তোমাকে। এখনই বিছানায় উঠব। খুব ভোরে কাজ আরম্ভ হবে, কাজেই ঘুম থেকে উঠতে হবে সকাল সকাল।

আর বেশি কিছু লিখলাম না। তাড়াহুড়ো করে লিখতে গিয়ে কোন ভুল হয়ে থাকলে রাগ কোরো না। ইতি-

কার্ক পোলার্ড।' ''

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল সবাই। পরিবেশটা ভারী হয়ে উঠল অকারণেই। দাঁড়িয়ে না থেকে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল জেক। ওর দিকে বেশ কিছুক্ষণ অকারণে কটমট করে তাকিয়ে থাকল শেরিফ।

'দ্বিতীয় চিঠিটাও পড়ে ফেলো, লুথার,' তাগাদা দিল কার্ক।

হলুদ খামটা ছিঁড়বার আগে প্রেরকের নামটা ভালমত দেখল শেরিফ লুথার। লুই মিডোস। ওহায়ো থেকে এসেছে চিঠিটা।

'ওহায়ো?' অনিশ্চিতভাবে প্রশ্নটা করল লুথার। 'লুসির বাপের বাড়ি না সেখানে?'

'হ্যাঁ,' উপরে-নীচে মাথা দোলাল কার্ক।

'কে এই লুই মিডোস?'

'আমি চিনি না। চিঠিটা পড়ে দেখো না, হয়তো পেয়ে যাবে তোমার প্রশ্নের উত্তর।'

খামটা ছিঁড়ে ভিতর থেকে একটা দামি কাগজ বের করে আনল

শেরিফ।

'মনে হয় পয়সাঅলা লোক এই মিডোস,' ভাঁজ খুলে পড়তে আরম্ভ করল সে চিঠিটা –

' ''প্রিয় লুসি,

তোমাকে হয়তো মিসেস পোলার্ড বলে সম্বোধন করতে পারতাম, কিন্তু, আমার চোখে এখনও তুমি সেই ছোট্ট লুসিই রয়ে গেছ। জীবন কত দ্রুত পাল্টে যায়, তা-ই না?

একটা খারাপ খবর আছে তোমার জন্য। খবরটা আমাকেই জানাতে হচ্ছে বলে আরও খারাপ লাগছে আমার কাছে। কিন্তু, এমন কোন দায়িত্বশীল লোক খুঁজে পেলাম না, যার মাধ্যমে খবরটা তোমাকে দিতে পারি। তার করতে পারতাম, কিন্তু, এসব কথা তারে বলবার মত নয়।

লুসি, বার্ধক্যজনিত কারণে গত পরশুদিন মারা গেছে তোমার বাবা। শুক্রবার রাতে হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়ল সে, সারারাত ছটফট করবার পর শেষ রাতের দিকে তার অবস্থা কিছুটা ভাল হল। কিন্তু, সকাল আটটার দিকে আবার ছটফট করতে আরম্ভ করল। দশটার দিকে মারা গেল বেচারা।

এভাবেই প্রায় আত্মীয়-স্বজনবিহীন অবস্থায় মারা গেল তোমার বাবা, আমার স্কুল জীবনের বন্ধু জন অসকার।

ভালবেসে বিয়ে করেছিলে তুমি টম পোলার্ডকে'। জন মেনে নেয়নি বলে দু'জনে পালিয়ে গিয়েছিলে মার্ফায়। রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল জন। তোমাকে ত্যাজ্য করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করলাম ওকে। কাউকে কিছু না জানিয়ে আমার মাধ্যমে একটা উইল করল সে। তাতে লেখা থাকল, ওর মৃত্যুর পর একমাত্র সন্তান হিসাবে ওর সমস্ত সম্পত্তি পাবে তুমি।

লুসি, এখন তোমার ওহায়োতে ফিরবার সময় হয়েছে বলে আমি মনে করি। তুমি নিশ্চয়ই জানো, কত ধনী ছিল তোমার বাবা। ওহায়োতে ছয়টা বিশাল ফার্ম, সেগুলো দেখাশোনা করবার জন্য শত শত কর্মচারী। আর ব্যাঙ্কে যে কত টাকা আছে, সেটা আমি নিজেও জানি না। তোমার একমাত্র চাচা বিল অসকারের কথা তো জানোই। সহজ-সরল, ভুলোমনা মানুষ; সারাদিন গির্জার এককোণে পড়ে থাকতে পারলে আর কিছু চায় না। তার মত সাধু প্রকৃতির মানুষকে দিয়ে জনের সম্পত্তির দেখাশোনা হবে না। তোমাকেই এখন বুঝে নিতে হবে সব। নইলে লুটেপুটে খেয়ে লোকে বাকি রাখবে না কিছু।

আগামীকাল তোমার বাবাকে কবর দেওয়া হবে গির্জার পাশের

কবরস্থানটাতে। তুমি উপস্থিত থাকলে ভাল হত। কিন্তু, এত তাড়াতাড়ি তুমি পৌঁছুতে পারবে না জেনে আর তার করলাম না তোমাকে।

তোমার কোন প্রশ্ন থাকলে আমাকে নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করতে পারো। আর, আবারও বলছি, যত তাড়াতাড়ি পারো, এসে পড়ো ওহায়োতে। হাজার হোক জন তোমার বাবা, সে এখন সমস্ত সেবা-শুশ্রূষার উর্ধ্বে; কিন্তু, তার সম্পত্তির প্রতি একটা দায়িত্ব আছে তোমার।

ইতি–

লুই মিডোস

পরামর্শদাতা উকিল, ওহায়ো।"'

আবারও নীরবতা নেমে এল পুরো জেল অফিসে। কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল কার্ক, 'লুই মিডোস তাহলে একজন উকিল। আমার মনে হয়, এই চিঠিটা পেয়েই লুসিকে নিয়ে ওহায়ো দৌড় দিয়েছে টম।'

'তোমার মাথায় বুদ্ধি একটু কম আছে, কার্ক,' রুক্ষস্বরে বলল শেরিফ। 'চিঠিটা আমরা পেয়েছি লেটার বক্সে। সেটা কেউ খুলেওনি, পড়েওনি। আমরাই প্রথম জানলাম, মারা গেছে জন অসকার। সুতরাং, টম বা লুসির তো জানার প্রশ্নই আসে না।'

'যদি না,' চেয়ারে নড়েচড়ে বসল জেক, 'চিঠিটা পোস্ট করার পর আবার একটা তার করে থাকে মিডোস।'

'হয়তো সেই তারটা পেয়ে তাড়াহুড়ো করে রানশ্ ছেড়ে চলে গেছে ওরা,' আবার একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল কার্ক।

'ধরলাম ওহায়োতেই গেছে। কীভাবে গেল? স্টেজ কোচ ধরার জন্য মার্ফায় আসতেই হবে ওদের। তখনও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। মার্ফায় এল কীভাবে ওরা? ঘোড়ায় চড়ে আসেনি, ওয়াগনে চড়ে আসেনি। বরং, বার স্টিরাপের কোরালে আমরা একটা অপরিচিত ঘোড়া পেয়েছি। এবার কী বলবে তুমি, কার্ক?'

'বলব, আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। গলা ভেজাতে সেলুনে যাচ্ছি আমি। তাছাড়া, খিদের আগুন জ্বলছে আমার পেটে। আগুনটা নিভলে হয়তো একই সাথে ঠাণ্ডা হবে পেট আর মাথা। তখন ভেবেচিন্তে কিছু একটা বলতে পারব।'

উঠে দাঁড়াল কার্ক। ধীর পায়ে হেঁটে চলে গেল বাইরে।

'তুমি কী করবে এখন?' জেককে জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

'কেন? তুমি না থাকতে বললে আমাকে?'

'মার্ফায় থাকতে বলেছি, আমার সাথে না। ইচ্ছে হলে যেতে পারো সেলুনে। গলা ভেজাতে পারো, ডিনার সারতে পারো। কিন্তু, ভেজাতে

গিয়ে আবার বেশি ভিজিয়ে ফেলো না গলাটা। মাতাল হয়ে আইন ভঙ্গ করলে ওই স্যামের পাশে রাতটা কাটাতে হবে, আগেই বলে রাখলাম।'

ছয়

একটু পর পরই ভেসে আসছে হাসি-ঠাট্টা আর অশ্লীল গালি-গালাজের আওয়াজ। মাঝেমধ্যে সেগুলোর সাথে যোগ হচ্ছে গ্লাসে গ্লাসে বাড়ি খাওয়ার টুং টাং শব্দ অথবা 'আমি জিতেছি!' বা 'দানটা আমার!' জাতীয় চিৎকার। কথাগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে ভিতরের পরিবেশটা স্বাভাবিক।

সেলুনের বাইরে বুক সমান উঁচু ব্যাট উইং দরজাটার পাশে দাঁড়িয়ে ভিতরের পরিস্থিতি যাচাই করছিল জেক। ঢুকবার আগে নিশ্চিত হতে চায় সে, সবকিছু স্বাভাবিক আছে। পশ্চিমের সেলুন মানে কবরের দরজা। কথাটা যে জানে না, সে দুগ্ধপোষ্য শিশু।

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকল জেক। এবং, দেরি না করে চলে গেল বারে। একটা খালি চেয়ার দখল করে আরাম করে বসল। প্রথমেই যাচাই করল বারটেন্ডারকে।

লোকটা বিশালদেহী। যেমন লম্বা, তেমন চওড়া। সারা দেহে ইচ্ছেমত মেদ জমিয়ে আরও বাড়িয়ে নিয়েছে প্রস্থটাকে। মাথায় চকচকে টাক। তার ফর্সা আঙুলগুলো ভীষণ ব্যস্ত; কখনও গ্লাস মুছছে, কখনও মদ ঢেলে দিচ্ছে খদ্দেরদের আবার কখনও চুলকাচ্ছে টাকটা। দারুণ মিশুক লোকটা; এক মুহূর্তও চুপ করে না থেকে যখন যার সাথে দরকার কথা বলছে। খবর যোগাড় করবার ঘাঁটি, মনে মনে ভাবল জেক।

ঘাড় ঘুরিয়ে জুয়ার টেবিলগুলোর দিকে তাকাল সে। জমে উঠেছে খেলা প্রতিটা টেবিলে। ভাগ্য যাচাই করতে রাজি বলে মনে হচ্ছে সবাইকে। সস্তা চুরুট টানতে টানতে সেলুনটার একপাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে জুয়াড়ীরা। অলসভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে গল্প করছে কেউ কেউ।

বেশিরভাগই কাউবয়, ভাবল জেক। দামি পোশাক পরা দুয়েকজন হয়তো এই শহরের অধিবাসী, আর নইলে র‍্যানশের মালিক।

কার্কও হয়তো আছে এই ভিড়টার মধ্যে, জানে জেক। কিন্তু, তাকে দেখতে না পেয়ে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে।

'কী চাই, স্ট্রেঞ্জার?'

বারটেন্ডারের গলার আওয়াজে কিছুটা চমকে গেল জেক। লোকটা যে কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, টেরই পায়নি সে।

'খবর।'

'আচ্ছা?' বারটেন্ডারের দুই চোখে কৌতুক। 'গলা ভেজাবে না তুমি?'

'তোমার খবরটা কি এতই শুকনো যে, গলা না ভেজালে নামবে না আমার পেটে?'

হাসল বারটেন্ডার। 'নির্ভর করছে তুমি কী জানতে চাও, সেটার উপর।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল জেক। ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়বে কি না, ভাবল একবার। তারপর জিজ্ঞেসই করে ফেলল, 'বার স্টিরাপে আজ দুপুরে অতিথি হয়ে কে গিয়েছিল, সেটা জানতে চাই।'

প্রশ্নটা শুনে মুখচোখ গম্ভীর হয়ে গেল বারটেন্ডারের। জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

'যে নামে তুমি আমাকে সম্বোধন করেছিলে। স্ট্রেঞ্জার।'

'নাম?'

'জেক রায়ার।'

'মিস্টার জেক রায়ার, ভুল জায়গায় ভুল প্রশ্নটা করলে তুমি। সারা শহর এখন টম আর লুসির খুনটা নিয়ে মেতে আছে। প্রত্যেক স্ট্রেঞ্জারকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। তোমার জায়গায় আমি হলে মার্ফায় ঢুকতামই না, কেটে পড়তাম। তুমি হয় দুঃসাহসী, আর নইলে মস্ত বড় বোকা।'

'ধরে নাও দ্বিতীয়টাই ঠিক। এখন আমার প্রশ্নটার উত্তর দাও দেখি।'

'আমার জানা নেই,' বলেই নতুন একজন খদ্দেরকে আপ্যায়ন করতে চলে গেল বারটেন্ডার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেক। কথা বলবার ভঙ্গি দেখে মনে হলো না মিথ্যে বলছিল বারটেন্ডার লোকটা। হয়তো সত্যিই কিছু জানে না সে।

আচ্ছা, মনে মনে ভাবল জেক, ভুল জায়গা বলল কেন লোকটা? ওটা কি এমনিই কথার কথা? নাকি কিছু একটা ইঙ্গিত করেছে সে?

বারটেন্ডারের পিছনের বড় আয়নাটার দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ বসে রইল জেক। রেস্টুরেন্টে যাওয়া দরকার, প্রচণ্ড ক্ষুধা টের পাচ্ছে সে, কিন্তু, কেন যেন মনে হচ্ছে, কোন একটা গোলমাল আছে এই সেলুনটাতে।

কী সেটা? কার্ক? তাকে দেখতে পাচ্ছে না বলেই কি কাঁটাটা বিঁধে আছে মনের ভিতরে? উত্তরটা চিন্তা করবার সময় পেল না জেক। পাশের চেয়ারে বসা ভালুকের মত লোকটা বিয়ারের গ্লাস থেকে মুখ তুলে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল তাকে, 'আজকে বার স্টিরাপ থেকে ঘুরে এসেছ নাকি তুমি?'

প্রশ্নটার আকস্মিকতায় কিছুটা চমকে উঠল জেক। এক মুহূর্ত ভেবে সত্য বলবার সিদ্ধান্ত নিল।

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম বটে। কেন জিজ্ঞেস করলে কথাটা?'

'টম বা লুসি খুন হলে আমারও কিছু অসুবিধা আছে তো, তা-ই।'

'তোমার অসুবিধা আছে মানে? কে তুমি?'

'এড রুফাস। জেড বি-এর মালিক।'

'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস্টার রুফাস। কিন্তু,' বোকার ভান করল জেক, 'অসুবিধা আছে বলছিলে কেন?'

কয়েক মুহূর্ত ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল রুফাস। তারপর বলল, 'পানি নিয়ে একটা ঝগড়া ছিল আমার সাথে টমের। আমি অল্পতেই মাথা গরম করে ফেলি, নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারি না নিজের উপর। এই তো, ধরো, বছরখানেক আগে এই সেলুনেই আমি টমকে খুন করার হুমকি দিয়েছিলাম। অনেক লোক শুনেছিল কথাটা। এই যে এত গল্প করছে লোকে,' চারদিকে তাকাল রুফাস, 'আসলে আমাকে নিয়ে কথা বলছে তারা। কী বলছে, অনুমান করে নাও।'

'ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেললে না কেন তোমরা?'

'মিটিয়ে ফেলেছিলাম তো। শেরিফ লুথারের উপস্থিতিতে একটা চুক্তি হয়েছিল আমাদের। তারপর থেকে আর কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু...'

'সমস্যা যদি না-ই হবে, তা হলে তোমাকে নিয়ে কথা বলছে কেন লোকে? আর তুমিই বা এতটা ঘাবড়ে গেছ কেন? নিশ্চয়ই কোন না কোন সমস্যা হয়েছে। লুকাচ্ছ তুমি।'

আরেক গ্লাস বিয়ার চেয়ে নিল রুফাস। ঢকঢক করে পানির মত শেষ করল গ্লাসটা। তারপর আরেক গ্লাস। সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল জেক। যে হারে গিলছে ভালুকটা, একবার মাতাল হলে টর্নেডো বইয়ে দেবে সারা সেলুনে।

হয়তো জেকের প্রশ্নটার উত্তর দিতে মুখ খুলেছিল রুফাস, বারটেন্ডারের পিছনের আয়নায় চোখ পড়াতে থেমে গেল। প্রায় ঘোর লাগা চোখে অপেক্ষা করে রইল।

আয়নার দিকে তাকাল জেক।

আয়নাটা এমন এক জায়গায় বসানো আছে, যে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে ব্যাট উইং দরজাটা চোখে পড়বে। কিন্তু, দরজাটা নয়, জেকের দৃষ্টি কেড়ে নিল কার্ক।

এতক্ষণ পর সেলুনে হাজির হয়েছে সে। কিছুটা আশ্চর্য হলো জেক। ওর আগেই জেল অফিস থেকে বের হয়েছিল কার্ক, অথচ হাজির হলো

বেশ দেরিতে। অন্য কোথাও গিয়েছিল সে। কোথায়? মনে মনে নিজেকেই প্রশ্নটা করল জেক। হয়তো রেস্টুরেন্টে। ডিনার সেরে এসেছে মনে হয়। ডিনারের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে ক্ষুধাটা আবার উপলব্ধি করল জেক।

ধীরে-সুস্থে হেঁটে বারের কাছে এগিয়ে এল কার্ক। একটা খালি চেয়ার দখল করল। ড্রিঙ্ক নিল একটা। সময় নিয়ে চুমুক দিল তাতে। এক সময় ডানে-বামে ঘুরাতে আরম্ভ করল ঘাড়টা। এবং, সমস্যাটা শুরু হলো তখনই।

কার্কের তিন চেয়ার বামে বসে ছিল রুফাস। মুখটা হ্যাটের আড়ালে ঢেকে কার্কের নজরে না পড়বার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করছিল। কিন্তু, দেহের আকৃতির জন্য বিফলে গেল তার চেষ্টাটা। তাকে ঠিকই চিনে ফেলল কার্ক। একঢোকে ড্রিঙ্কটা শেষ করে এগিয়ে এল সে।

কার্ককে এগিয়ে আসতে দেখে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে গেল জেক, দেয়ালের এককোণে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল পরবর্তী ঘটনা।

'এড রুফাস!' প্রকট হুমকি কার্কের গলায়, 'টম আর লুসি কোথায়?'

হ্যাটটাকে ঠেলে জায়গামত বসিয়ে দিল রুফাস। তাকে চিনে ফেলেছে কার্ক, এখন আর মুখ লুকিয়ে লাভ নেই। যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলল সে, 'আমি জানি না।'

'বিশ্বাস করি না তোমার কথা,' চেঁচিয়ে উঠল কার্ক। ওর মুখটা হঠাৎ রাগে লাল হয়ে গেছে, খেয়াল করল জেক। 'শালা মিথ্যুক, হারামজাদা, খুনী। চুক্তিনামাটার জন্য তুমিই খুন করেছ আমার ভাই-ভাবিকে।'

কথাটা শুনে রুফাসের প্রতিক্রিয়াটা হলো ভয়ানক। বিশাল শরীর নিয়ে একমুহূর্তে চেয়ার ছাড়ল সে। এবং, তারপরেই থাবা দিল হোলস্টারে। রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যাওয়ায় বোধহয় মনে ছিল না রুফাসের যে, ফিতে বাঁধা আছে ওর হোলস্টারে। এ কারণেই বেঁচে গেল কার্ক।

'সবাই সাক্ষী থাকল, একজন নিরস্ত্র মানুষকে খুন করার জন্য পিস্তল বের করার চেষ্টা করেছিলে তুমি। তাতেই প্রমাণ হয়, টম আর লুসিকে নিরস্ত্র পেয়ে কে খুন করেছে।' কার্কের গলা শুনে মনে হলো না, মোটেও ভয় পেয়েছে সে। 'আজ কোমরে গানবেল্ট বাঁধিনি আমি। বাঁধলে হয়তো...'

'হয়তো কী?' সারা সেলুন কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল রুফাস। রাগে কাঁপতে কাঁপতে গানবেল্টটা খুলে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। তারপর মুঠি পাকিয়ে বলল, 'আয়, লড়বি আমার সাথে? দেখি কত মুরোদ আছে তোর।'

কার্কের জন্য মায়া হলো জেকের। মনে মনে প্রার্থনা করল, লড়াইটা যেন না হয়। কিন্তু, তাকে আশ্চর্য করে দিয়ে পজিশন নিল কার্ক, মুঠি

পাকাল সে-ও। ভাইয়ের জন্য সত্যিই পাগল হয়ে গেছে লোকটা, ভাবল জেক।

চওড়ায় কার্কের পাঁচগুণ হবে রুফাস। উচ্চতায় ইঞ্চি তিনেক খাটো। পাল্লাটা শেষ পর্যন্ত রুফাসের দিকেই ঝুঁকবে, সহজেই বুঝে গেল জেক।

কিন্তু, একেবারে নিখুঁত হলো না জেকের হিসাবটা। হাতাহাতি লড়াইয়ের সময় হালকা-পাতলা শরীর মানেই যে দুর্বলতা- লড়াইয়ের শুরুতে কথাটা মিথ্যে প্রমাণ করল কার্ক।

একে তো বিশাল দেহ রুফাসের, তার উপর প্রায় মাতাল। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, লোকটা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে আছে। সুযোগটা নিল কার্ক। খুব দ্রুত কয়েকবার সে চলে গেল রুফাসের হাতের নাগালে, আবার তার চেয়েও দ্রুতগতিতে বের হয়ে এল। প্রতিবারই নাগালে পাওয়া গেছে ভেবে সর্বশক্তিতে ঘুসি চালাল রুফাস। একটাও লাগল না কার্কের দেহে। উল্টো নিজের ভারসাম্য বেশ খানিকটা হারিয়ে ফেলল সে, নিজের অজান্তেই চলে গেল কার্কের কাছে। তার নাকে, ঠোঁটে আর চোখের নীচে একনাগাড়ে বেশ কয়েকটা ঘুসি বসিয়ে দিল কার্ক।

দুর্বল দেহ কার্কের। তার জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো সেখানেই শেষ হয়ে যেত লড়াইটা। কিন্তু, মারে তেমন জোর না থাকায় টিকে গেল রুফাস। টলমল করতে করতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। দুই হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ফেটে যাওয়া ঠোঁট থেকে রক্ত মুছল। অনেকটা অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাকাল নিজের রক্তের দিকে। কার্কের কারণে যে এই রক্তপাত, বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

আঘাতগুলো পাওয়ার দরকার ছিল রুফাসের। ওর নেশা কেটে গেল পুরোপুরি। সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল সে। ধীর পায়ে এগিয়ে এল কার্কের দিকে। মুঠি পাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নাগালের বাইরে। কীভাবে আক্রমণ করবে, ঠিক করল বোধহয়।

হঠাৎ কার্কের দিকে দৌড়ে এল রুফাস। আসলে ধোঁকা দিল সে কার্ককে। ব্যাপারটা ধরতে না পেরে চট করে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল কার্ক, ভেবেছিল, তাকে মিস করবে রুফাস। কিন্তু, থেমে দাঁড়ানোর পর পরই কার্কের চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুসি চালাল রুফাস। ঘুসিটা লাগল জায়গামত।

মাটি থেকে এক হাত উপরে উঠে গেল কার্ক। শূন্যে উড়াল দিল। অপেক্ষা করে রইল রুফাস। আসলে নিজেকে সময় দিল। তার ডান চোখের নীচের আঘাতটা গুরুতর, ইতিমধ্যেই প্রায় বুজে এসেছে চোখটা। বারকয়েক চোখটা খুলল আর বন্ধ করল সে। সেই সুযোগে উঠে দাঁড়াল

কার্ক। মুঠি পাকিয়ে পজিশন নিল আবার।

কিন্তু, এরপর লড়াইটা হলো একতরফা। কার্ককে টলমল করতে দেখে তার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল রুফাস, কার্কের হাতের নাগালের বাইরে থেকে পা চালাল আচমকা। ভারী পাটা উঠে আসতে স্বাভাবিকের তুলনায় সময় নিল বেশি; কিন্তু, সময়টাকে কাজে লাগিয়ে সরে যেতে পারল না কার্ক। তলপেটে প্রায় দুই মণের সমান একটা আঘাত পেল সে, মুখ দিয়ে শরীরের সব বাতাস বের করে দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হলো। এটাই চাইছিল রুফাস। পা নামিয়ে নিজের ভারসাম্য ঠিক করল সে, তারপর সমানে চালাল দুই হাত। কার্কের মাথায়, মুখে, বুকে, পেটে ইচ্ছেমত ঘুসি মারল। ছয়-সাতটা ঘুসি খাওয়ার পরই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কার্ক, নড়াচড়া করবারও শক্তি থাকল না তার শরীরে।

জিতে গেল রুফাস। মুখ হাঁ করে কিছুক্ষণ দম নিল সে, দুই মুঠি ক্রমাগত পাকাল আর খুলল। এতগুলো ঘুসি মেরে যথেষ্ট ব্যথা পেয়েছে হাতে, ব্যথাটা কমানোর চেষ্টা করল। তারপর এগিয়ে গেল মাটিতে নিশ্চল পড়ে থাকা কার্কের দিকে। তার মুখের উপর তুলল ডান পা; ইচ্ছে, এক আঘাতে থেঁতলে দেবে কার্কের চেহারাটা। ঠিক এমন সময়ই সেলুনের দরজাটার কাছ থেকে ফাঁকা গুলির আওয়াজ হলো একটা। উপস্থিত জনতা ঘাড় ঘুরাল সেদিকে।

'পা নামিয়ে নাও, রুফাস। তা না হলে বাকি জীবন খোঁড়া হয়ে কাটাতে হবে তোমাকে।'

শেরিফ লুথার। এবার একটা নয়, দুই হাতে দুটো পিস্তল ধরে আছে সে। দুটোই রুফাসের দিকে তাক করা।

পা নামিয়ে কার্কের থেকে তিন হাত দূরে সরে গেল রুফাস। বলল, 'আমি না, কার্কই আগে শুরু করেছিল।'

পিস্তলের নিশানা সামান্যতম এদিক-ওদিক না করে হেঁটে সেলুনের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়াল শেরিফ। বারটেন্ডারকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল, 'কত গ্লাস গিলেছে রুফাস?'

'পাঁচ,' এক কথায় উত্তর দিল বারটেন্ডার।

'আর কার্ক?'

'এক।'

'হাতদুটো মাথার উপরে উঠাও, রুফাস। মদ খেয়ে মাতলামি করার জন্য তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম আমি। চলো আমার সাথে জেলে।'

কথা বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না বুঝতে পেরে শেরিফের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল এড রুফাস। তাকে নিয়ে সেলুন ছেড়ে বের

হয়ে গেল শেরিফ।

দুয়েকজন এগিয়ে গেল কার্কের দিকে। তবে তাদের বেশিরভাগই জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আহা-উহু করতে লাগল কেউ কেউ। কিন্তু, অজ্ঞান কার্ককে শুশ্রূষা করবার দায়িত্ব নিল না। খারাপ লাগল জেকের, দ্রুতপায়ে গিয়ে দাঁড়াল জটলাটার সামনে। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল কয়েকজনকে। বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে গাল দিয়ে উঠল দুয়েকজন। পরোয়া করল না জেক। হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল মেঝেতে। কার্কের ঘাড়ের পিছনে হাত দিয়ে বসাল তাকে। তারপর পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। ডাক্তারখানাটা কোথায়, জিজ্ঞেস করতেই দুয়েকজন বলে দিল।

অনেকটা বীরের মত সেলুন ছেড়ে বাইরে বের হয়ে এল জেক। সময় নষ্ট না করে হাঁটা ধরল দ্রুত।

মার্ফার স্টেবল ছাড়িয়ে হাতের ডানদিকে একটা সাদা রঙের কাঠের দোতলা সাদা বাড়ি। বাড়িটা শহরের একমাত্র ডাক্তারের। দোতলায় আলো জ্বলতে দেখে বুঝল জেক, জেগে আছে বুড়ো ডাক্তার বেন।

সিঁড়ি বেয়ে কাঠের বারান্দায় উঠল জেক। কার্ককে নামিয়ে রাখল নীচে। তারপর দরজা ধাক্কাতে লাগল একটানা। কিছুক্ষণ পর উপর থেকে শোনা গেল কিছু অভিশাপের বাণী, তারপর রাগে গজরাতে গজরাতে দরজা খুলল ষাটোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ। কড়া গলায় জানতে চাইল, 'গুলিটা কি তুমিই খেয়েছ নাকি? মরোনি যখন, তখন গুলিটা ঢুকেছে কোথায়? পাছায়?'

'আরে না,' হেসে ভাব জমাবার চেষ্টা করল জেক, 'পাছায় গুলি করে, এরকম কাঁচা লোকের সাথে খেলা করি না আমি।' কার্কের দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'মার খেয়েছে আমার এই বন্ধু।'

'খুব ভাল হয়েছে,' দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল বৃদ্ধ চিকিৎসক, 'ভেতরে ঢোকো এখন। তোমার সাথে গল্প করবার মত সময় নেই আমার।'

ভিতরে ঢুকে বসবার ঘরটার এককোণায় একটা হসপিটাল বেড দেখতে পেল জেক। সেটার উপর নামিয়ে রাখল কার্ককে। কিছুক্ষণ পর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আর ডাক্তারি ব্যাগটা নিয়ে আবার হাজির হল বেন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার ভালমত যাচাই করল কার্ককে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? পাহাড়ি ঘোড়া ধরতে গিয়েছিলে নাকি তোমরা? দড়ি ছিঁড়ে ঘোড়াটা তোমার বন্ধুর উপর দিয়ে দৌড় দিয়েছে নাকি?'

ঘটনাটা খুলে বলল জেক। কাজ করতে করতে শুনল ডাক্তার। একই সাথে মুখ চালিয়ে গেল।

'এই শহরে আইন বলতে আর কিচ্ছু বাকি নেই, বুঝলে। বুড়ো

হয়েছে আমাদের শেরিফ, আগের মত আর তেজ নেই ওর। এখন আর আগের মত সামলাতে পারে না সে। বুড়ো বয়সে মার্ফা ছাড়তে হলে কোথায় যে যাব…' আক্ষেপ করতে আরম্ভ করল বেন।

'তুমি অল্পতেই ঘাবড়ে যাচ্ছ,' সাহস দেওয়ার চেষ্টা করল জেক। 'প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর এমনিই একটু মারামারি হয়েছে সেলুনে। তেমন গুরুতর কিছু না।'

'তেমন গুরুতর কিছু না,' জেককে ভেঙচাল বুড়ো ডাক্তার, 'খোদা তোমার কানদুটো নিয়ে গেছে নাকি? কিছু শোনোনি তুমি?'

কী প্রসঙ্গে কথা বলছে বেন, ঠিক বুঝতে পারল না জেক। তারপরও সবজান্তার ভান করে বলল, 'আরে ওসব গুজব। কান দিয়ো না। দিলে ঠকবে।'

'দিলে ঠকবে,' আবার ভেঙচাল বেন। 'টম আর লুসিকে খুন করেছে এক স্ট্রেঞ্জার, শোনোনি তুমি? তাকে গ্রেপ্তার করেছে শেরিফ। কিন্তু, ফাঁসিতে ঝোলাবে কি ঝোলাবে না, ভেবে পাচ্ছে না বুড়োটা। আসলে ভয় পাচ্ছে সে। শহরবাসী ভাবছে, কাজটা তারা নিজেরাই করবে। এরকম অকর্মণ্য…'

আর কিছু শুনতে পেল না জেক। ভিতরে ভিতরে ভীষণ চমকে গেছে সে। শহরবাসী স্যামকে ঝুলিয়ে দিতে চাইছে? ভাবল সে। শেরিফকে জানাতে হবে কথাটা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

'ঠিকই বলেছিলাম আমি। তুমি আসলে কালা,' বেনের পরবর্তী কথাগুলো কানে এল জেকের, 'এই যে, মিস্টার, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? কী ভাবছ? কোথায় চলে গেছে তোমার পাহাড়ি ঘোড়াটা?'

'আরে না,' হাসবার চেষ্টা করল জেক। কিন্তু, নিষ্প্রাণ হাসিটা ঠিকমত ফুটল না ওর ঠোঁটে। 'আমি তো অনেকক্ষণ সেলুনে ছিলাম। কই, ফাঁসির ব্যাপারে তো কিছু শুনলাম না?'

রক্তভরা তুলার টুকরোগুলো ময়লা ফেলবার ঝুড়িতে ফেলল বেন। তারপর ব্যান্ডেজ বাঁধতে আরম্ভ করল কার্কের মাথায়। বলল, 'কালারা শোনে না।'

কী বলবে ভেবে পেল না জেক। বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল বেনের কাজ। ডাক্তার রেগে যাবে কি না ভাবল একবার, তারপর সাহস করে বলেই ফেলল, 'লোকটাকে ফাঁসিতে ঝুলালে খুব অন্যায় কাজ করবে মার্ফার লোকজন। ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার আছে লোকটার। তা ছাড়া এখনও প্রমাণিত হয়নি যে, সে-ই খুন করেছে টম আর লুসিকে।'

কার্কের পাঁজর পরীক্ষা করছিল বেন, মুখ না তুলেই বলল, 'কথাটা অবশ্য খুব একটা ভুল বলোনি। কিন্তু, এখানে সব চাষাভুষার বাস। কাকে ছেড়ে কাকে আইনের কথা বলতে যাবে তুমি? তোমার কথা কেউ শুনবে না।' একটু থেমে ঘোষণা করল, 'নাহ্, ভাঙেনি মনে হচ্ছে,' তারপর আবার একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল, 'তোমার বন্ধুকে চিনি আমি। কার্ক পোলার্ড। তুমি কে? স্ট্রেঞ্জার?'

উপরে-নীচে মাথা দুলিয়ে সম্মতি দিল জেক।

'তোমার চেহারা-সুরত খারাপ না, ভদ্রলোকের মতই দেখায়। এজন্যই বলছি, সাবধানে থেকো। আর সব রকমের ঝামেলা থেকে গা বাঁচিয়ে রেখো। মার্ফাবাসী কিন্তু এমনিতেই এক স্ট্রেঞ্জারের উপর খেপে আছে।'

'কে সে? শেরিফ যাকে ধরে এনেছে?'

'আরে না। লোকটার নাম ববি··· না কী যেন। এই লম্বা,' নিজেকে ছাড়িয়ে আরও এক হাত উপরে ডান হাতটা তুলে দেখাল বেন, 'সেই অনুপাতে চওড়া। ধূসর একজোড়া গোঁফ আছে। আর, একেবারে নোংরা লোকটা।'

ওয়াটার ট্যাঙ্কে দেখা লোকটার কথা মনে পড়ে গেল জেকের। জানতে চাইল, 'কী করেছে লোকটা? আর যাই হোক, মার্ফার কারও পাকা ধানে মই দেয়নি নিশ্চয়ই?'

'তুমি দেখি ওর গুণ গাইছ!' আশ্চর্য হয়ে বলল ডাক্তার। 'সেলুনে কারও সামনে বোলো না কথাটা। তা হলে কার্কের মত অবস্থা হবে তোমার।'

'সাবধান করার জন্য ধন্যবাদ, ডাক্তার। আমি আসলে চিনিই না লোকটাকে। সে কী করেছে, সেটাই জানতে চাচ্ছিলাম।'

'কী করেছে, কেউই জানে না। কিন্তু, লোকটাকে দেখতে পারে না কেউই। সে আসার পর থেকেই কেমন যেন বদলে গেল শহরের পরিস্থিতি, একটা চাপা উৎকণ্ঠায় ভুগতে লাগল সবাই। তবে আজ সন্ধ্যার পর তাকে নিয়ে লোকজনের উদ্বেগ কিছুটা কমেছে।'

'কেন?' আশ্চর্য হয়ে গেল জেক।

'দুই হাতে গুলি খেয়ে আমার এখানে এসেছিল সে। দেখে মনে হচ্ছিল, যমের দুয়ার থেকে ফিরেছে। দুই কোমরে দুটো হোলস্টার পরত সে সব সময়, আজও পরেছিল: কিন্তু, হোলস্টারদুটোতে একটাও পিস্তল দেখতে না পেয়ে খুব অবাক হয়েছি আমি।'

সাত

হোটেলের রিসেপশন ডেস্কের পিছনে বসা লোকটা দিন শেষের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল ডেস্কের উপর মাথা রেখে। বেলের আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠল সে, বিরক্ত হয়ে তাকাল জেকের দিকে। যখন দেখল ব্যান্ডেজ বাঁধা প্রায় অজ্ঞান কার্ককে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেক, তখন স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে গেল তার বিরক্তিটা। কড়া গলায় জানতে চাইল, 'কী চাই?'

'একটা রুম। দুই বেডের।'

'কতদিনের জন্য?'

'চার।'

'মালপত্র কোথায়?'

'নেই।'

জেকের পাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা কার্ককে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল, 'এই লোকটা কে? কার্ক পোলার্ড না? কী হয়েছে ওর?'

'মার খেয়েছে। আমি সেবা-শুশ্রূষা করছি।'

'ভাল, খুব ভাল,' হোটেল মালিকের চোখে স্পষ্ট সন্দেহ দেখতে পেল জেক। 'ভাড়ার টাকার পুরোটা অগ্রিম দিতে হবে। পারবে?'

কার্কের পকেট থেকে আগেই বেশ কিছু টাকা সরিয়ে রেখেছিল জেক। অচেতন থাকায় কার্ক টের পায়নি ব্যাপারটা। নোটগুলো বের করল সে। পরিশোধ করল টাকাটা। ওর দিকে রেজিস্টার বইটা ঠেলে দিল হোটেল মালিক, বাম হাতে বাড়িয়ে ধরল একটা কলম।

কলমটা হাতে নিয়ে রেজিস্টার খাতাটার দিকে মনোযোগ দিল জেক।

ছয়টা কলাম করা আছে খাতাটাতে। প্রথমটাতে তারিখ, তারপরে বোর্ডারের নাম, তৃতীয়টাতে ভাড়া নেওয়া রুমের নম্বর, পরের কলামে কত দিনের জন্য ভাড়া নেওয়া হলো তার বিবরণ, তারপর পাওনা টাকার পরিমাণ এবং সবশেষে হোটেল ছেড়ে চলে যাওয়ার তারিখ। তৃতীয়, পঞ্চম আর ষষ্ঠ কলাম বাদে বাকিগুলো পূরণ করল জেক। কলমটা বাড়িয়ে দিচ্ছিল সে হোটেল মালিকের দিকে, ওর আগের নামটা চোখে পড়াতে মাঝপথে হাতটা থেমে গেল হঠাৎ।

'কী হলো? ভুল করেছ নাকি? ইস্ লেখাপড়াটাও ঠিকমত শিখলে না। তোমাদের মত স্ট্রেঞ্জাররা সব সময়ই জ্বালায়...'

নামটার উপর ডান হাতের তর্জনী রাখল জেক। জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা আজকে এসেছে?'

রেজিস্টার খাতাটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল হোটেল মালিক। তারিখটা খেয়াল করল। তারপর খেঁকিয়ে উঠল, 'দেখতে পাচ্ছ না? আজকের তারিখই তো লিখেছে লোকটা।'

খাতাটা আবার নিজের দিকে টেনে নিল জেক। পাশে দাঁড়িয়ে টলতে থাকা কার্কের কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'এই, কার্ক, দেখো কে এসেছে মার্ফায়। লুসির চাচা বিল অসকার।'

নামটা শুনে কোন ভাবান্তর হলো না কার্কের। টলতে থাকল আগের মতই। আরও একবার ডাক দিয়ে নামটা দেখাল তাকে জেক। জবাবে একবার শুধু চোখ তুলে তাকাল কার্ক, কিছু বলল না।

'লুসির চাচা এসেছে তো কী হয়েছে?' আবার খেঁকিয়ে উঠল হোটেল মালিক। খাতাটা টেনে নিল নিজের দিকে। বন্ধ করে রেখে দিল ডেস্কটার একটা ড্রয়ারে। 'যাও, উপরে যাও.' পিছনের কী বোর্ড থেকে একটা চাবি নিয়ে জেকের হাতে জোর করে ধরিয়ে দিল সে। বলল, 'উনিশ নম্বর রুমটা তোমাদের।'

লোকটা খাতা টেনে নেওয়ার আগে বিল অসকারের রুম নম্বরটা দেখে নিতে ভুল করেনি জেক। নম্বরটা পনেরো।

এক হাতে রুমের চাবি নিয়ে আর এক হাতে কার্কের কোমর জড়িয়ে ধরে জেক উঠে এল দোতলায়।

এমনিতে রগচটা হলেও হোটেলটা পরিকল্পনা করেই বানিয়েছে মালিক। মাত্র দোতলা বলে একটুও জায়গা বাদ দেয়নি। সিঁড়ি বেয়ে উঠামাত্রই শুরু হয়েছে ঘরগুলো। মাথার উপর থেকে ঝুলতে থাকা পর পর চারটা বড় হারিকেনের আলোয় চারদিক একবার জরিপ করল জেক।

হাতের ডানদিকে এক সারিতে বারোটা ঘর। দরজার আকৃতি দেখে বুঝল জেক, ঘরগুলো সিঙ্গেল খাটের। একেবারে মুখোমুখি ডাবল বেডের দুটো রুমের দরজা, আর তাদের দু'দিকে দুটো করে সিঙ্গেল রুমের দরজা দেখতে পেল সে। হাতের বাম পাশে এক সারিতে আটটা ঘর। এগুলোতে দুটো করে বিছানা পাতা আছে, অনুমান করল জেক।

উনিশ নম্বর ঘরটা হাতের বামদিকে, একেবারে শেষে। কার্ক সঙ্গে থাকায় দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কিছুটা বেশি সময় লাগল

জেকের।

রুমের ভিতরে ঢুকবার পর আবছা আলোতে দুটো বিছানা দেখতে পেল সে। একটাতে আলতো করে শুইয়ে দিল কার্ককে। তারপর পকেট থেকে ম্যাচ বাক্সটা বের করে একটা কাঠি জ্বালল। এককোণায় একটা ডেস্কের উপর একটা কেরোসিন ল্যাম্প দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল সেটার দিকে। প্রায় নিভে আসা কাঠিটার সাহায্যে জ্বালল ল্যাম্পটাকে।

কাঁচের চিমনিটার ভিতরে কালি জমে কালো হয়ে আছে। তাই ঠিক মত দূর হলো না ঘরটার অন্ধকার। এদিক-ওদিক নজর বুলাল জেক।

একটামাত্র জানালা ঘরটাতে, সেটার সাথেই রাখা আছে ডেস্কটা। তার দু'দিকে দুটো খাট। ডেস্কটার সামনে একটা হাতল ভাঙা চেয়ার। কার্ককে নড়াচড়া করতে দেখে চেয়ারটা নিয়ে তার বিছানার সামনে বসল জেক।

'কেমন বোধ করছ এখন?' নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

সাথে সাথে উত্তর দিল না কার্ক। কী যেন ভাবল জেকের দিকে তাকিয়ে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে এখানে এনেছ কেন?'

'রুফাসের হাতে মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে তুমি। সেলুনের সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে যায়নি। তোমার জন্য মায়া হলো আমার, তোমাকে নিয়ে গেলাম ডাক্তার বেনের কাছে। তারপর এখানে এলাম।'

'এখানে এলে কেন?'

'আর কোথায় যেতাম? আমি স্ট্রেঞ্জার, তার উপর দু'দিনের জন্য আমাকে মার্ফায় থাকতে বলেছে শেরিফ। হোটেল ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই আমার।'

বিড় বিড় করে কী যেন বলল কার্ক। ধন্যবাদ দিল কি না বুঝতে পারল না জেক। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ডিনার করেছ বলে তো মনে হয় না।'

হ্যাঁ-না কিছু বলল না কার্ক। তার দু'চোখের পাতা আবার ঢুলুঢুলু করতে আরম্ভ করেছে, খেয়াল করল জেক।

'চলো, ডিনারটা সেরে নেই।'

'তুমি যাও,' চোখ খুলে বিড় বিড় করে বলল কার্ক, 'খিদে নেই আমার। খুব কাহিল লাগছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারব বলেও মনে হয় না। পারলে একটু পানি খাওয়াও আমাকে।'

কার্কের জন্য পানির ব্যবস্থা করল জেক। তৃষ্ণার্তের মত পান করল কার্ক। তারপর বিছানায় পিঠ লাগিয়ে দিল আবার।

'শোনো,' ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার আগে বলল জেক, 'তোমার পকেট থেকে কিছু টাকা সরিয়েছি আমি। দরকার ছিল বলে করেছি কাজটা। ডাক্তারের ফিস দিয়েছি, এই ঘরের চারদিনের ভাড়া দিয়েছি অগ্রিম। বাকিটা আমার কাছেই আছে। তুমি চাইলে দিয়ে দিতে পারি এখনই।'

চাইল না কার্ক। চোখ বন্ধ করে ফেলেছে সে। ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল জেক।

পানি আনতে যাওয়ার সময় লম্বা একটুকরো কাগজ যোগাড় করেছিল জেক। সেটাকে ভাঁজ করে নিজের শার্টের পকেটে রেখে দিয়েছিল। ঘর ছেড়ে বের হওয়ার সময়, দরজাটা পুরো বন্ধ করবার আগে কাগজটাকে খাড়াভাবে বসিয়ে দিল পাল্লার একদম নীচে, মেঝের সাথে। দরজাটা কেউ খুললেই আর খাড়া থাকবে না কাগজটা, কাত হয়ে পড়ে যাবে মাটিতে। ফলে, সহজেই বোঝা যাবে, কেউ একজন ঢুকেছিল ওদের ঘরে। অথবা, ঘর ছেড়ে বাইরে বের হয়েছিল কার্ক।

জেকের এই কারিগরিটা ধরতে পারল না কার্ক। চোখ বন্ধ করে বিছানার উপর মড়ার মত পড়ে থাকল।

রেস্টুরেন্টটা হোটেলের পাশেই। ঢুকবে কি ঢুকবে না, একবার চিন্তা করল জেক। স্যামের কথা ভাবল। হাজতে বসে খিদেয় নিশ্চয়ই কষ্ট পাচ্ছে বেচারা। তারপর খেয়াল হলো, এতক্ষণে হয়তো তাকে কিছু না কিছু খেতে দিয়েছে শেরিফ।

রেস্টুরেন্টের দরজা খোলামাত্রই টুং করে আওয়াজ হলো একটা। দরজাটার সাথে লাগানো একটা বেল বেজে উঠল। ভিতরে পা রাখল জেক।

ডিনার সারবার সময় পার হয়ে গেছে আরও আগেই। এ কারণে ভিড় তেমন একটা নেই। বেশিরভাগ টেবিলই খালি। একপাশের একটা টেবিলকে ঘিরে তৈরি হয়েছে একটা জটলা, অন্যান্য টেবিল থেকে চেয়ার নিয়ে সেখানে গোল হয়ে বসেছে লোকজন। তাদের কারও হাতে বিয়ারের গ্লাস, কারও হাতে কফির কাপ। সময় নিয়ে তাদের মাথা গুণল জেক। বারো জন।

এককোণার একটা টেবিল দখল করে বসে পড়ল জেক। উপস্থিত সবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিজের উপর অনুভব করতে পারল। পশ্চিমে এটা খুবই স্বাভাবিক; কাজেই পাত্তা না দিয়ে কাউন্টারের পিছনে বসা লোকটার চোখে চোখ মেলাল।

'কী খাবে তুমি?' পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা। উত্তর দেওয়ার আগে লোকটাকে একনজর দেখল জেক। চেহারায় কিছুটা আভিজাত্য থাকায় তাকেই রেস্টুরেন্টটার মালিক বলে মনে হলো।

'বিন, গরু আর সবশেষে কফি।'

মাথা নেড়ে চলে গেল লোকটা। আবার জটলাটার দিকে তাকাল জেক। এখনও ওকে যাচাই করছে ওরা। একসময় উৎসাহ হারিয়ে ফেলল তাদের কেউ কেউ, কথা বলতে আরম্ভ করল নিজেদের মধ্যে।

'দেরি না করে শেরিফের কাছে যাওয়া উচিত আমাদের। এরকম একটা খুনীকে কেন হাজতে পুরে রেখেছে সে, জানা দরকার।'

কাউন্টারের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে কান খাড়া করল জেক।

'ঠিক বলেছ,' সমর্থন করল আরেকজন। 'আমার মনে হয়, শেরিফ সায় না দিলে কাজটা আমাদেরই করা উচিত। আশেপাশে কটনউড গাছের অভাব নেই।'

কথাটা কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, বুঝতে পেরে খিদে নষ্ট হয়ে গেল জেকের।

'সাহস দেখেছ লোকটার?' আলোচনায় অংশ নিল আরেকজন। 'টম আর লুসিকে খুন করল। তারপর ডিনার সারার জন্য বসে রইল ওই কেবিনে। আমি হলে কখন পালাতাম!'

'আসলে সাহস না, মস্ত বড় বোকা লোকটা,' মন্তব্য করল অন্য কেউ।

অর্ডার দেওয়া খাবারগুলো এনে রাখা হলো জেকের টেবিলে। অন্যমনস্ক থাকায় কিছুটা চমকে উঠল সে। হাত বাড়িয়ে কাঁটা-চামচ তুলে নিল, খেতে আরম্ভ করল।

লোমে ভর্তি হাতঅলা এক লোক দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিল টেবিলটার উপর। গর্জে উঠল, 'একটা পোয়াতি মহিলা খুন হয়ে গেল এভাবে, আর আমাদের শেরিফ কিছুই করতে পারল না! তা হলে তাকে কেন রেখেছি আমরা? অফিসে বসে ওর ডেপুটির সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য?'

প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারল না কেউ। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করবার জন্য গপাগপ গিলতে আরম্ভ করল জেক। জনতা উন্মত্ত হয়ে উঠবার আগেই খবর দিতে হবে শেরিফকে।

'আচ্ছা,' বলল একজন, 'শুনলাম, লোকটার নাকি একজন সহযোগী ছিল। ওর ব্যাপারে কিছু বলছ না কেন তোমরা?'

'আমিও সেরকমই শুনেছি। দু'জনে মিলে নাকি কুকর্মটা করেছে।

তবে আমাদের শেরিফও পুরোপুরি নিশ্চিত না সে ব্যাপারে।'

'ইস্! যতই বয়স বাড়ছে লুথারের, ততই অকর্মণ্য হয়ে পড়ছে। একজন নতুন শেরিফের খোঁজ করা উচিত আমাদের। ডেপুটিটাকে শেরিফ বানিয়ে দিলে কেমন হয়?'

'কে? হার্শ?' প্রশ্নকর্তার গলায় স্পষ্ট পরিহাস, 'না, শেরিফের কাজ ওকে দিয়ে হবে না। ও এখনও কাঁচা। তা ছাড়া, মেয়েদের পেছনে ঘুরেই তো দিনের বেশিরভাগ সময় পার করে দেয় সে। শেরিফের কাজ করবে কখন?'

'ঠিকই বলেছ,' সমর্থন করল আরেকজন। 'হার্শকে শেরিফ বানালে দেখা যাবে অপরাধীরা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর সে শুধু মেয়েদেরকে ধরে ধরে জেলে ভরছে।'

হেসে উঠল সবাই।

খাওয়া শেষ করে প্লেটটা একদিকে ঠেলে দিল জেক। তার কফি নিয়ে এল আগের লোকটা। গরম কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে শার্টের পকেট হাতড়ে তামাকের প্যাকেট, পাইপ আর দেয়াশলাইয়ের বাক্স বের করল জেক। ঠেসে তামাক ভরল পাইপে, তারপর আগুন ধরিয়ে আয়েশ করে টান দিতে আরম্ভ করল। আসলে উপস্থিত লোকদের দেখাতে চাইছে কোন তাড়া নেই তার। ওদের মনে সন্দেহ উৎপাদন করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

'যাই হোক,' লালমুখো একটা লোক ঘোষণা দিল, 'ফাঁসির সমস্ত আয়োজন আমাদেরই করা উচিত। বছর দুয়েক আগে আমাদের মার্ফায় একজন চায়নাম্যান খুন হয়েছিল, মনে আছে তোমাদের?' প্রশ্নটার জবাবে অনেককেই মাথা নাড়তে দেখে উৎসাহ পেল লালমুখো। বলে চলল, 'ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছিল লোকটাকে। আমাদের জাজ তো রায় ঘোষণার আগের রাতে বলতে গেলে পাগল হয়ে গিয়েছিল। সারারাত বইপত্র ঘেঁটে পরদিন সকালে কী রায় দিয়েছিল সে জানো?' এবার সবাই চুপ হয়ে গেছে দেখে আরও খুশি হলো সে। 'পরদিন সকালে জাজ বলল, সাতটা আইনের বই ঘেঁটেছে সে। কিন্তু, কোনটাতেই নাকি লেখা নেই, চায়নাম্যানকে খুন করলে শাস্তি হবে খুনীর। হাসতে হাসতে কোর্ট হাউষ থেকে বের হয়ে গেল খুনী। আমরা কিছু না করলে এই স্যাম ওয়েডের বেলাতেও সেরকম কিছু একটা হবে, দেখে নিয়ো তোমরা। কেসটা আদালতে গেলে আবার আগের মত বই ঘাঁটবে জাজ, তারপর বলবে, মহিলাকে খুন করার অপরাধে ফাঁসির নিয়ম আছে বটে, কিন্তু, পোয়াতি মহিলাকে খুন করার ব্যাপারে কিছু লেখা নেই। হাসতে হাসতে তখন চলে

যাবে স্যাম।'

প্রতিবাদের ঝড় উঠল জটলাতে। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠল সবাই। দাঁড়িয়ে গেল অনেকে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলল দুয়েকজন। বিপজ্জনভাবে অস্ত্র নাড়াতে নাড়াতে বর্ণনা করল, হাতের কাছে স্যামকে পেলে কী করবে। নিজ খরচে দড়ির ব্যবস্থা করবে বলে কসমও খেল কেউ কেউ। বয়সে বুড়ো আরেকজন বলতে আরম্ভ করল মার্ফার কোন্ কটনউড গাছটাতে কোন্ অপরাধীকে ঝুলানো হয়েছে। ওরা চাইলে সবগুলো গাছ দেখিয়ে দিতে পারবে সে।

কফির কাপে আর চুমুক না দিয়ে বিল মেটাতে গেল জেক। কাউন্টারের পিছনে বসা লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'কফিটা খেলে না যে?'

'ভাল হয়নি,' ভাংতি টাকাটা কেড়ে নিয়ে প্রায় দৌড় দিল জেক।

অন্ধকারে প্রায় ডুবে আছে জেল হাউযটা।

কী ব্যাপার? ভাবল জেক। ভিতরে নেই শেরিফ লুথার? নাকি আলোটা ইচ্ছে করেই কমিয়ে রেখেছে সে?

না চাইলেও আপনা থেকেই হাঁটবার গতি ধীর হয়ে এল তার। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশ জরিপ করল সে। অস্বাভাবিক যে কোন কিছু উপলব্ধি করবার চেষ্টা করল। কিন্তু, সেরকম কিছু ধরতে পারল না।

এখনও হিচিং রেইলে বাঁধা আছে কার্ক আর অপরিচিত গানম্যানের ঘোড়াটা। জেককে দেখে ঘাড় ফিরাল দুটোই, তারপর আবার ঘাড় ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুতে লাগল।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল জেক। প্রথমেই ঢুকল না লোহার খোলা দরজাটা দিয়ে। একপাশে অবস্থান নিল, ভিতরের পরিস্থিতিটা যাচাই করবার চেষ্টা করল। এবারও কোনরকম অস্বাভাবিকতা ধরতে ব্যর্থ হল সে।

সত্যিই কি কোন গণ্ডগোল নেই ভিতরে? নিজেকেই প্রশ্ন করল জেক। হালকা একটা গোঙানির আওয়াজ আসছে না?

হোলস্টারের ফিতে ঢিলে করে পিস্তলটা হাতে নিল জেক। তারপর খোলা দরজাটা দিয়ে ভিতরে এক পা রাখল। বসে পড়ল সাথে সাথে। ডান কাঁধের উপর ভর দিয়ে গড়াল দু'বার; শেরিফের ডেস্কটা পার হয়েই থামল। দুই হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে বসল। গোঙানির শব্দটাকে লক্ষ্য করে তাক করল পিস্তলটা। কিন্তু, গোঙানির কারণটা বুঝতে পেরে হেসে ফেলল। পিস্তলটা ভরল হোলস্টারে।

একই সাথে নাক ডাকছে শেরিফ আর স্যাম। শেরিফ শ্বাস টানছে তো স্যাম ছাড়ছে। আবার স্যাম যখন টানছে তখন শেরিফ ছাড়ছে।

একটানা হওয়ার কারণে অনেকটা গোঙানির মতই শোনাচ্ছে শব্দটাকে।

ডেস্কের উপর রাখা ল্যাম্পটাকে কমিয়ে দিয়েছে লুথার। আলোটা বাড়াল জেক। হাতটাকে সরাতে যাবে, এমন সময় শেরিফের ভারী গলা শুনতে পেল সে, 'হাতটাকে ওখানেই রাখো, মিস্টার। গুলি করার সময় হাত কাঁপে না আমার।'

ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরাল জেক। দেখল, ডানহাতে একটা পিস্তল ধরে আছে লুথার। লোকটা এই বয়সেও কতটা ফাস্ট, বুঝতে পারল সে।

'পিস্তলটা নামাতে পারো, শেরিফ। আমি জেক।'

'আওয়াজ না করে ঢুকলে কেন?' হোলস্টারে পিস্তলটা ভরে রাখল শেরিফ।

'আসলে তোমার ঘুম ভাঙাতে চাইনি।'

'তা হলে কার ঘুম ভাঙাতে চেয়েছিলে? স্যামের?'

লুথারের মুখে বন্ধুর নাম শুনে ডানদিকে ঘাড়টা ঘুরাল একবার জেক। দেখল, কথার আওয়াজে স্যামেরও ঘুম ভেঙে গেছে, উঠে বসেছে সে। তার পাশে জেড বি-এর মালিক এড রুফাসকেও দেখতে পেল জেক।

'তোমার সাথে কাজের কথা বলতে এসেছি আমি, শেরিফ। মার্ফার লোকজন ক্ষেপে উঠেছে স্যামের বিরুদ্ধে। ওরা তাকে ফাঁসিতে ঝুলাতে চায়। এইমাত্র রেস্টুরেন্ট থেকে ডিনার সেরে এলাম আমি। আমার সামনেই কথা বলছিল ওরা। আমি...'

হাত তুলে জেককে থামিয়ে দিল শেরিফ। 'দশ বছর ধরে মার্ফার শেরিফ আমি। এই দশ বছরে শহরটার লোকজনকে খুব ভালমতই চিনেছি। এরা শুধু বড় গলায় কথা বলতে পারে, কিন্তু, কাজের বেলায় লাপাত্তা।'

লুথারের কথা শেষ হয়নি বুঝতে পেরে চুপ করে থাকল জেক।

'সুতরাং, ওরা যত বেশি চেঁচায়, পরিস্থিতি তত স্বাভাবিক বলে ধরে নেই আমি। আসলে তেমন কিছু একটা করার নেই তো ওদের, তাই সুযোগ পেলেই গজরাতে থাকে। নিজেদের উপস্থিতির জানান দেয় আর কী।' একটু থেমে যোগ করল শেরিফ, 'শুধু কি স্যামকে ঝুলানোর ঘোষণা দিয়েছে ওরা? আমাকে চাকরিচ্যুত করার কথা বলেনি?'

'বলেছে।'

হাসল শেরিফ। 'এ পর্যন্ত কতবার যে আমার চাকরি খেল ওরা,' বামদিকে একবার তাকিয়ে দুই বন্দীকে দেখল সে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কার্কের খবর কী? কেমন আছে এখন?'

'আছে একরকম। ওকে তো প্রায় ভর্তা বানিয়ে ফেলেছে রুফাস। ওর জন্য হোটেলে দুই বেডের একটা ঘর ভাড়া নিতে হয়েছে আমাকে।

৩. কিছু একটা মনে পড়ে যাওয়াতে ডান হাতের তর্জনী উঁচু করল জেক, 'খবর আছে একটা। লুসির চাচা বিল অসকার এসেছে মার্ফায়।'

'তাই নাকি? কবে?'

'আজ।'

'চলে গেছে?'

'না।'

'বিল অসকারের মার্ফায় আসা মানে কী জানো?'

জেক জানে মানেটা কী। বিল অসকারের মার্ফায় আসার মানে হচ্ছে বার স্টিরাপে যাওয়া। তা হলে, কোরালে দেখা জিন পরানো ঘোড়াটা কার, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

কিন্তু, কথাটা প্রকাশ করল না জেক। তাকে হয়তো বাজিয়ে দেখতে চাইছে ধূর্ত শেরিফ। ফাঁদটাতে পা দিল না সে। বলল, 'না, জানি না। তোমার কী মনে হয়?'

'আমার কী মনে হয়?' হাসল শেরিফ। বলল, 'আমার মনে হয়, ডেপুটি শেরিফ হিসেবে কাউকে অন্তত দুটো দিনের জন্য দরকার আমার।'

কথাটা শুনে বেশ কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গেল জেক। বুঝতে পারল, তাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছে শেরিফ। কিন্তু, প্রস্তাবটা গ্রহণ করবার আগে ব্যাপারটা আরও তলিয়ে দেখা দরকার। জিজ্ঞেস করল, 'এইমাত্র বললে, মার্ফার লোকজন মুখের কথায় বাঘ মারে। তা হলে লোক দরকার কেন তোমার?'

'কারণ, আজ রাতে বাঘ মারতে যে আসবে, সে মার্ফার অধিবাসী না। সে মার্ফার বাইরে থাকে। সারা তল্লাটে যদি এককথার মানুষ বলে কেউ থাকে, তা হলে একমাত্র সে-ই আছে।'

লুথারের কথাটা হেঁয়ালি বলে মনে হলো জেকের কাছে। বলল, 'ঝেড়ে কাশো, শেরিফ। আমি তোমার মত দশ বছর ধরে মার্ফায় থাকি না।'

'লোকটা পল জেমিসন।'

বোকা সাজল জেক। জানতে চাইল, 'কে সে?'

হাসল শেরিফ। 'সে এই এলাকার সবচেয়ে বড় রানশার। যাকে ফাঁসি দেবে বলে চেঁচাচ্ছে মার্ফার লোকজন, ইচ্ছে করলে তাকে জেল ভেঙে সাথে করে নিয়ে যেতে পারে।'

'এসব তুমি কী বলছ? এতই দাপট লোকটার? তা ছাড়া লোকটা যদি দুর্বৃত্ত হয়, তা হলে তাকে গ্রেপ্তার করছ না কেন তুমি?'

'গ্রেপ্তার? পল জেমিসনকে?' হা হা করে হাসল শেরিফ। জেলের

ভিতরে বসে তার সাথে গলা মেলাল রুফাস।

'এমনিতে ভাল মানুষ পল,' বলতে আরম্ভ করল লুথার। 'কিন্তু, ওর লেজে কেউ পা দিলে তাকে ক্ষমা করে না সে। প্রয়োজনে আইন ভাঙতেও দ্বিধা করে না। খুব সম্ভবত আজ রাতেই সে কাজটা করবে।'

'কেন?'

স্যামের মুখ থেকে শোনা ওয়াটার ট্যাঙ্কের কাহিনীটা জেককে শোনাল শেরিফ। মনোযোগ দিয়ে শুনবার ভান করলেও আসলে অন্যমনস্ক হয়ে গেল জেক, ওর মানসপটে ভেসে উঠল লরার অপূর্ব সুন্দর চেহারাটা।

'স্যামের কথা যদি সত্য হয়,' জেক কিছু বলছে না দেখে আবার বলল শেরিফ, 'তা হলে মেয়ের অপমানের শোধ নিতে মার্ফায় আসবেই পল।'

'তা হলে আরও আগেই কেন এল না? আর শুধু মার্ফায় কেন? লোকটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যে কোন দিকে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে।'

'আরও আগে আসেনি, কারণ, হয়তো আশেপাশের র‍্যানশ্গুলো এতক্ষণ তছনছ করেছে সে। তবে আসবে সে। পল জেমিসন কী ধাতুতে গড়া, জানা আছে আমার। লরার দেওয়া বর্ণনা অনুযায়ী যতজনকে খুঁজে পাবে, সবাইকে খুন করবে। ঠেকানো যাবে না তাকে। সারা তল্লাটে এই একজনকেই ভয় পাই আমি।'

আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল জেক। লরার একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর, ''তবে এই এলাকার কেউ বলে মনে হয় না আমার। এখানে কারও এত সাহস নেই যে লরা জেমিসনকে খুন করার হুমকি দেয় শহরের কোন স্ট্রেঞ্জার হবে হয়তো।''

বাস্তবে ফিরে এল জেক। বলল, 'তাহলে বারোটা বেজে গেছে মার্ফার আইন-শৃঙ্খলার। এবং, তোমার ডেপুটিও নেই।'

উদাস দৃষ্টিতে গরাদের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল লুথার। তারপর মুখ ফিরাল জেকের দিকে। বলল, 'তুমি না কাজ খুঁজছিলে?'

'হ্যাঁ,' বলেই থেমে গেল জেক। বুঝে গেছে কী বলতে চায় শেরিফ। তারপরও জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'হার্শ ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার ডেপুটি হিসেবে কাজ করতে পারো।'

'পলের গুলি খেয়ে মরার জন্য?' ব্যঙ্গ করল জেক।

আর কিছু না বলে চুপ করে গেল শেরিফ।

প্রস্তাবটা আরেকবার ভেবে দেখল জেক। ডেপুটি শেরিফ হলে আইনের লোক হিসাবে বিনা বাধায় টম আর লুসির নিখোঁজ রহস্যটার তদন্ত করতে পারবে সে। সমাধান করতে পারলে মুক্ত করতে পারবে স্যামকে।

'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি রাজি,' ঘোষণা দিল জেক।

পরের দশ মিনিট শুধু আনুষ্ঠানিকতা পালন করল শেরিফ। ডেকে নিয়ে এল বারটেন্ডার আর হোটেল মালিককে। তাদেরকে সাক্ষী রেখে শপথ করাল জেককে। নিজের ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা টিনের তারা বের করে পরিয়ে দিল জেকের শার্টের বামদিকে।

বিদায় নিয়ে চলে গেল বারটেন্ডার আর হোটেল মালিক। ডেপুটি শেরিফের চেয়ারে আরাম করে বসল জেক। পকেট থেকে পাইপ আর তামাকের প্যাকেট বের করল। কিন্তু, পাইপে তামাক ভরবার আগেই অনেক দূর থেকে পাহাড়ি নদীর স্রোতের মত ভেসে এল অনেকগুলো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ।

'এসে গেছে,' ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল এড রুফাস।

আট

জেল অফিসের বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসা রাইডারদের সংখ্যা গুনবার চেষ্টা করল জেক। ক্ষুরের আঘাতে উড়তে থাকা ধুলো আর ক্ষীণ চাঁদের আলোর কারণে ব্যর্থ হলো সে। তবে দলটাকে বেশ বড় বলে মনে হলো তার কাছে।

দরজার কাছে ইতিমধ্যেই একটা ভারী শটগান হাতে পজিশন নিয়েছে শেরিফ। তার দিকে একবার তাকাল জেক। আগের মত আর অবিচল মনে হচ্ছে না লোকটাকে।

'ভেতরে এসো, ডেপুটি,' কড়া গলায় জেককে আদেশ দিল লুথার, ল্যাম্পটা নিভিয়ে দাও।'

কাজটা করবার পর আবার বলল লুথার, 'র‍্যাক থেকে একটা উইনচেস্টার তুলে নাও। জানালাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াও। ওরা বেশি বাড়াবাড়ি করলে যাকে খুশি গুলি কোরো।'

পজিশন নিল জেক। কাঁধে উইনচেস্টার ঠেকাল। জটলাটার দিকে

নিশানা করল। অপেক্ষা করতে লাগল পল জেমসনের পরবর্তী চালের জন্য।

কী করতে হবে, আগে থেকেই পরিকল্পনা করে এসেছে পল। শহরে ঢুকবার রাস্তায় দু'জনকে দাঁড় করিয়ে দিল সে। শহর ছেড়ে কেউ যেন বের হতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করল। দু'জন ঘোড়া নিয়ে ছুটে গেল স্টেবলটার দিকে। বুড়ো স্টেবলম্যান ওদেরকে দেখেই দৌড়ে পালিয়ে গেল একটা সরু, অন্ধকার গলির দিকে। স্টেবলের গেটটা লাগিয়ে দিল রাইডার দু'জন। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে দ্রুত এগিয়ে গেল একটা ছায়াঢাকা কোণের দিকে। অন্ধকারে ওদেরকে আর দেখতে পেল না জেক।

বাকি লোকগুলো খুব দ্রুত পাঁচটা ভাগে ভাগ হয়ে গেল। দু'জন ঘোড়ার ক্ষুরে ভূমিকম্প তুলে এগিয়ে এল জেল অফিসের দিকে। স্যাডল থেকে নামল। হিচিং রেইলে ঘোড়াদুটোকে কোনরকমে বেঁধেই দৌড় দিল দু'দিকে। একজনের কাঁধে উইনচেস্টার ঝুলতে দেখল জেক। জেল অফিসের দু'দিকে অবস্থান নিল দু'জন।

তারমানে, মনে মনে বলল জেক, জেল অফিস থেকে বের হওয়ার পথও বন্ধ করে দিল ওরা।

শেরিফের দিকে আবারও একবার তাকাল সে। কিন্তু, অন্ধকারে লোকটার মুখের ভাব দেখতে পেল না।

লুথারের বাসার দিকে রওয়ানা হলো একজন। একগুঁয়ে শেরিফ কোথায় আছে, বোধহয় নিশ্চিত হতে চায় পল।

বাকি নয়জন সমান তিন ভাগে ভাগ হয়ে হোটেল, রেস্টুরেন্ট আর সেলুনের পথ ধরল। একটা ছটফট করতে থাকা তেজী ঘোড়ার উপর মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল মাত্র একজন। ভঙ্গি দেখেই বুঝল জেক, লোকটা কে।

'ওই লোকটাই পল, তা-ই না?' নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল জেক।

'হ্যাঁ,' তারচেয়েও নীচু গলায় উত্তর দিল শেরিফ।

লুথারের খবর নিতে যাওয়া লোকটা ফিরে এল সবচেয়ে প্রথমে। কিছু একটা জানাল সে পলকে। ঘাড় ঘুরিয়ে জেল অফিসের দিকে একবার তাকাল পল। তারপর লোকটাকে সাথে নিয়ে ধীরগতিতে রওয়ানা হলো।

বোর্ডওয়াকের সামনে এসে থামল পল। নামল না ঘোড়া থেকে। চেঁচিয়ে ডাকল, 'আড়াল ছেড়ে বের হয়ে এসো, শেরিফ। তোমার সাথে কোন বিরোধ নেই আমার।'

নড়বার লক্ষণও দেখা গেল না লুথারের মধ্যে। শুকিয়ে আসা গলাটা একবার পরিষ্কার করে বলল সে, 'আমার হাতে একটা শটগান আছে,

পল। কাজেই, সাবধান।'

এসব ঘটনার সাথে পরিচিত নয় জেক। ওর মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নীচে নেমে গেল। মনে হলো, তলপেটে ঢুকে পড়েছে ডজনখানেক প্রজাপতি, ইচ্ছেমত উড়ছে ভিতরে।

'সাবধান থাকাটা আমার স্বভাব, লুথার। কখনও কখনও কেউ অসাবধান হয়ে পড়লে একটু গা ঝাড়া দিয়ে উঠি– সেটাই আমার দোষ।'

'কী চাও তুমি?'

'তোমার জেলে বন্দী আছে একটা লোক, স্যাম ওয়েড নাম। তাকে চাই।'

শুনে যার পর নাই আশ্চর্য হয়ে গেল জেক। পলের দাবি মিলছে না শেরিফের কথার সাথে।

লুথারও কিছুটা থতমত খেয়ে গেছে মনে হয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর জানতে চাইল সে, 'স্যামের দোষ?'

'কোন দোষ নেই স্যামের। তাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমি। তাকে দিয়ে একটা ছোট্ট কাজও করাতে চাই। আমার মনে হয়, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার লোকেরা একজনকে ধরে ফেলবে। আমি চাই, লোকটাকে সনাক্ত করুক স্যাম।'

'তারপর?' জেকের মনে হলো, প্রশ্নটা করতে দ্বিধা করল শেরিফ।

'তারপর কী হবে, সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও।'

'বাড়াবাড়ি কোরো না পল। আমি তোমাকে নিজের হাতে আইন তুলে নিতে দেব না।'.

'তা-ই নাকি? কী করবে তুমি? গুলি করবে? করতে পারো। মরতে ভয় পায় না পল জেমিসন। অনেক আগে থেকেই আমাকে চেনো তুমি।'

অস্বস্তি বোধ করছে লুথার। বুঝতে পারছে, তাকে জেল অফিসের ভিতরে আটকে ফেলেছে পল আর তার লোকেরা। কথা বলে সময় পার করছে এখন।

'যাকে ধরতে এসেছ, তার দোষ কী?'

ওয়াটার ট্যাঙ্কের ঘটনাটার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিল পল জেমিসন। স্যামের ভূমিকা উল্লেখ করল।

'স্যাম জেলে, জানলে কীভাবে?'

'আসার সময় তোমার ডেপুটি হার্শের সাথে কথা হয়েছে আমার। স্যাম কী কারণে জেলে, সেটাও বলেছে সে আমাকে। আমার মনে হয়, ভুল লোককে আটকে রেখেছ তুমি। যা-ই হোক, ওই ব্যাপারে কথা বলব

না আমি। আপাতত আমার স্যামকে দরকার। ওকে দাও। লোকটাকে সনাক্ত করার পর আবার তোমার কাছে দিয়ে যাব। তুমি জানো, আমার কথার নড়চড় হয় না।'

'যাকে খুঁজছ, তুমি কি নিশ্চিত সে মার্ফায় আছে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চিত। সবগুলো র‍্যানশ্ দেখে এসেছি আমি। পাইনি তাকে। জঙ্গলে লুকিয়ে না থাকলে মার্ফা ছাড়া আর যাওয়ার জায়গা নেই তার।'

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে উৎসুক জনতা ভিড় জমাচ্ছে রাস্তায়। ওদের দিকে একবার তাকাল জেক।

'স্যামের সাথে আরও একজন ছিল, জানো তুমি?' লুথারকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল পল।

'না তো,' গলার স্বর শুনে স্পষ্ট বোঝা গেল, আশ্চর্য হয়ে গেছে শেরিফ।

মনে মনে প্রমাদ গুণল জেক। লরাকে নিজের নাম বলেছিল সে। নিশ্চয়ই বাবাকে নামটা বলেছে লরা। এখন লুথারের সামনে নামটা বললেই...

'সত্যিই তোমার বয়স হয়েছে, শেরিফ। আগের মত আর ধার নেই তোমার। স্যামের সঙ্গীর নাম জে...'

হোটেলের কাছ থেকে ভেসে আসা হৈ চৈ আর অশ্রাব্য গালিগালাজ শুনে থেমে গেল পল জেমিসন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সেদিকে। বার বার ঢোক গিলে শুকিয়ে যাওয়া গলাটা ভেজানোর চেষ্টা করল জেক। পলের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাকাল হোটেলের দিকে।

এক বিশালদেহী লোককে ধরে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে বের করবার চেষ্টা করছে তিনজন। কিন্তু, লোকটার শক্তির সাথে পেরে উঠছে না কিছুতেই। এক ঘুসিতে তাদের একজনকে তিন হাত দূরে ফেলে দিল বিশালদেহী। তারপর ঘুরে লাথি মারল আরেকজনের পেটে। দু'ভাঁজ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। তৃতীয়জন বুদ্ধিমানের মত দূরে সরে গেল, চেঁচিয়ে ডাকল বাকি সঙ্গীদের।

ডাক শুনে ধাক্কা দিয়ে রেস্টুরেন্টের দরজা খুলে বের হয়ে এল আরও তিনজন। এক মুহূর্তও দেরি না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা বিশালদেহীর উপর। আগের তিনজনও যোগ দিল তাদের সাথে। ছয়জনের সাথে লড়তে পারল না বিশালদেহী, পরাজিত হতে বাধ্য হলো। তাকে মাটিতে ফেলে দিল ছয়জন মিলে। তারপর গরু বাঁধবার মত করে বেঁধে ফেলল। নড়বার ক্ষমতাও রইল না লোকটার।

লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরাতে আরম্ভ করল পল। আড়াল ছেড়ে বের হয়ে এল শেরিফ। সোজা গিয়ে দাঁড়াল বোর্ডওয়াকে। এতক্ষণ

কোমরের কাছে ধরে রাখা শটগানটা কাঁধে তুলে বলল, 'শেষবারের মত সাবধান করছি, পল। আমার শহরে আইন ভাঙতে দেব না আমি।'

ভুল করল লুথার। যে দু'জন দৌড়ে এসেছিল জেল অফিসের দিকে, তারা বোর্ডওয়াকের কিনারায় না, জেল অফিস থেকে বের হওয়ার একমাত্র দরজাটার দুই পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বুট খুলে বোর্ডওয়াকে উঠেছিল তারা এবং একই সময়ে কথা বলছিল পল, ফলে তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়নি জেক বা শেরিফ। লুথার হুমকিটা শেষ করা মাত্রই ডানদিকের লোকটা নিঃশব্দে দু'পা এগিয়ে এসে সর্বশক্তিতে থাবা দিল শেরিফের হাতে, শটগানটা উড়ে গিয়ে পড়ল রাস্তায়। পিস্তলের উদ্দেশে হাত বাড়াল লুথার। এবার আগে বাড়ল বামদিকের লোকটা। জানালার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা জেককে পাশ কাটাল সে। হাতের উইনচেস্টারটাকে উল্টো করে ধরে কুঁদোটা জোরে বসিয়ে দিল শেরিফের মাথায়। কাটা গাছের মত বোর্ডওয়াকের উপর লুটিয়ে পড়ল লুথার।

জেককে গুলি চালানোর অনুমতি দিয়েছিল শেরিফ, কিন্তু, না চালানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বুঝতে পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল জেক।

ততক্ষণে একটা রশির সাহায্যে বিশালদেহীকে নিজের স্যাডলের সাথে আটকে ফেলেছে পল। পেটে গুঁতো দিয়ে ঘোড়াটাকে জেল অফিসের দিকে ছুটাল সে। পিছন পিছন মাটিতে হেঁচড়ে নিয়ে এল তার বন্দীকে। চিৎকার করে তাকে অভিশাপ দিতে আরম্ভ করল লোকটা। কান দিল না পল।

বোর্ডওয়াকের কাছে এসে বিজয়ীর ভঙ্গিতে ঘোড়া থেকে নামল পল। পড়ে থাকা শেরিফকে দেখল একনজর। ঘটনাটা কী ঘটেছে, আঁচ করে নিল মুহূর্তেই। চিৎকার করে ডাকল একজনকে। শেরিফকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে বলল। লুথারকে ঘোড়ায় তুলে নিল লোকটা, রওয়ানা হয়ে গেল বেনের বাড়িতে।

চারজনকে সাথে নিয়ে জেল অফিসে ঢুকল পল। জ্বালল ল্যাম্পটা। তখনই দেখতে পেল জেককে। শার্টে ঝুলানো টিনের তারাটাও নজর এড়াল না তার।

জেককে দেখামাত্র পিস্তল তুলল পলের চার সঙ্গী। উইনচেস্টারটা হাত থেকে ছেড়ে দিল জেক, শব্দ করে মাটিতে পড়ল সেটা। গরাদের পিছন থেকে হা হা করে হাসতে লাগল এড রুফাস। কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বলল, 'ডেপুটি, কলিজা বলে কিছু আছে তোমার? নাকি শার্ট

খুললে কঙ্কাল দেখা যাবে?'

উত্তর দিল না জেক।

'তুমি নতুন ডেপুটি নাকি?' প্রশ্ন করল পল।

উপরে-নীচে মাথা নাড়াল জেক।

'তা ভীতু ডেপুটি, সাহস না থাকলেও তোমার বুদ্ধি আছে বলে মনে হয়। উইনচেস্টারটা ফেলে দিয়ে ভুল করোনি তুমি। লুথারের কী হয়েছে, দেখেছ?'

আবার উপরে-নীচে মাথা নাড়াল জেক।

'আশা করি, আমার কাজে বাধা দেবে না। লুথার আজ রাতে জ্ঞান ফিরে পাবে বলে মনে হয় না, কাজেই, ওকে নিয়ে আর চিন্তা করছি না আমি। কিন্তু, তোমাকে নিয়ে একটা ছোট্ট সমস্যা আছে। আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গরাদের পেছনে থাকতে নিশ্চয়ই অসুবিধা নেই তোমার?'

'নেই,' যতদূর সম্ভব কথা কম বলবার চেষ্টা করছে জেক। পল জেমিসনের কাছে নিজের পরিচয় কিছুতেই ফাঁস হতে দিতে চায় না।

দাঁত বের করে হাসল পল। 'তুমি একটা ইঁদুর, ডেপুটি।'

অপমানটা গায়ে মাখল না জেক।

দেয়ালে ঝুলানো চাবির গোছাটা তুলে নিল পল। এগিয়ে গেল হাজতের দিকে। আলাদা আলাদা দুই সেলে বন্দী ছিল স্যাম আর রুফাস, স্যামের সেলটার সামনে এসে থামল সে। দরজা খুলে আদেশ দিল, 'বের হয়ে এসো।'

দেরি না করে আদেশটা পালন করল স্যাম।

'তোমাকে কী করতে হবে, শুনেছ নিশ্চয়ই?'

'শুনেছি।'

'তোমাকে মুক্তি দেব ভেবে থাকলে ভুল ভেবেছ তুমি। ব্যাপারটা শেরিফ লুথারের হাতে। যা-ই হোক, লরার জীবন বাঁচানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। লরা বলছিল, তোমার সাথে আরেকজন লোক ছিল। নাম জেক রায়ার। কোথায় সে?'

'জানি না,' নির্জলা মিথ্যে বলল স্যাম। 'লরা চলে যাওয়ার পর লোকটাও রওয়ানা হয়ে যায় ফোর্ট ডেভিসের দিকে।'

হাঁ হয়ে গেল এড রুফাস। শপথ করবার সময় জেকের নাম খুব ভালমত শুনেছে সে। স্যামের কথাটার প্রতিবাদ করবার জন্য সামনে এগিয়ে এল। গরাদে হাত রেখে বলল, 'শোনো পল, লোকটা…'

'খবরদার!' রুফাস কী বলতে চায় অনুমান করতে পেরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জেক, 'আমার শহরে কাউকে আইন নিয়ে খেলতে দেব না

আমি।' কোমরে ঝুলানো হোলস্টারের দিকে ধীরে ধীরে হাত বাড়াল সে।

জবাবে ওর পায়ের কাছে গুলি করল পলের দু'জন কর্মচারী। লাফিয়ে তিন পা পিছিয়ে গেল জেক।

কঠোর কণ্ঠে আদেশ দিল একজন, 'গানবেল্ট খোলো। কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলে পরের গুলিটা পেটে ঢুকবে।'

আদেশ পালন করতে করতে যথাসম্ভব কড়া গলায় বলল জেক, 'কাজটা ভাল হচ্ছে না পল। শেরিফ দেখে নেবে তোমাকে।'

'ভাল-মন্দের জ্ঞান দিতে এসো না আমাকে, ছোকরা। তুমি জন্মানোর বিশ বছর আগে থেকেই জ্ঞানটা আছে আমার। এখন দেরি না করে ঢোকো হাজতে।'

জেককে বন্দী করবার পর স্যামের দিকে ঘুরে বলল পল, 'আশাকরি, সত্য বলবে তুমি। মনে রেখো, তোমার কথার উপর একজন মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।' তারপর গলা চড়িয়ে ডাকল, 'মেলন, নিয়ে এসো লোকটাকে।'

যাকে নিয়ে জেল অফিসের ভিতর ঢুকল মেলন, তাকে একনজর দেখেই চিনতে পারল স্যাম।

সেই বিশালদেহী লোকটা। এখনও তার পরনে মাটির দাগ লাগা ময়লা জিন্স আর লাল রঙের শার্ট। মাথায় কালো হ্যাটটা নেই, ধস্তাধস্তিতে কোথাও পড়ে গেছে বোধহয়। চিবুক পর্যন্ত লম্বিত ধূসর গোঁফজোড়া রাস্তার মাটি লেগে খয়েরী হয়ে গেছে। কোমরের দু'দিকে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারদুটো আগের মতই খালি।

'কী নাম তোমার?' জানতে চাইল স্যাম।

জবাবে স্যামের দিকে একদলা থু থু ছুঁড়ে মারল লোকটা। অল্পের জন্য স্যামের গায়ে লাগল না।

'হ্যাঁ, এই লোকটাই,' ঘোষণা দিল স্যাম।

'ঠিক আছে। যাও সেলে গিয়ে ঢোকো। আশা করি, ডেপুটির সাথে থাকতে খারাপ লাগবে না তোমার,' স্যামকে আবার ভিতরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিল পল। যথাস্থানে রাখল চাবিটা। তারপর হুকুম দিল, 'মেলন, নিয়ে চলো ওকে।'

বন্দীকে নিয়ে জেল অফিস ছেড়ে বের হয়ে গেল ওরা।

'তা হলে শেরিফকে মারল কেন ওরা?' পাশের সেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল এড রুফাস। 'লোকটাকে ভেতরে এনে দেখিয়ে গেলেই তো পারত।'

'আমার মনে হয়,' উত্তর দিল জেক, 'লোকটাকে ফাঁসি দিতে নিয়ে

যাচ্ছে পল। শেরিফ থাকলে কিছুতেই করতে দিত না কাজটা। এজন্যই ওরা আপাতত সরিয়ে দিয়েছে ওকে।'

'কিন্তু, তোমার ব্যাপারটা কী?' এবার স্যামকে জিজ্ঞেস করল রুফাস, 'মিথ্যে বললে কেন?'

'যা জোরে মেরেছে শেরিফকে,' স্যামকে উত্তরটা দেওয়ার সুযোগ দিল না জেক, 'মনে হয় সাতদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না।'

কথাটা শেষ করামাত্রই বাইরে থেকে ভেসে এল অনেকগুলো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। চলে গেল পল। অসহায়ের মত হাজতের ভিতর বসে থাকল স্যাম আর জেক।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। ইতিমধ্যেই ঝিমুতে আরম্ভ করেছে স্যাম, আর রুফাস তো নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। দুই চোখ খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে জেকেরও। কিন্তু, দরজা দিয়ে পলকে আবার ঢুকতে দেখে তন্দ্রা ছুটে গেল তার।

দরজা খুলে জেককে বাইরে বের করে আনল পল। পিস্তল হাতে পাহারায় থাকল মেলন। দরজাটা আবার আটকে দিয়ে জিজ্ঞেস করল পল, 'কোথায় থাকো তুমি?'

'হোটেলে উঠেছি আপাতত।'

'অফিসের দরজা আটকে দিয়ে চলে যাও নিজের রুমে। এখানে তোমার আর কিছু করার নেই।'

জেকের গানবেল্ট ফেরত দিল মেলন। তারপর চলে গেল পলের সাথে।

সত্যিই কিছু করবার নেই, উপলব্ধি করল জেক। জেল অফিসের দরজায় একটা বিরাট তালা ঝুলিয়ে হোটেলের পথ ধরল সে।

হোটেলে ঢুকবার সময় মালিক পিছু ডেকে জানতে চাইল, 'নতুন ডেপুটি, ববিকে ঝুলানোর সময় কোথায় ছিলে তুমি আর শেরিফ?'

কোথায় ছিল, বলল জেক।

শুনে হা হা করে হাসল লোকটা। বলল, 'খুব মজা হলো যা-ই হোক। অনেকদিন পর কাউকে ঝুলতে দেখলাম। শহরের বাইরের কটনউড জঙ্গলে পাবে ববিকে। খুব ভেতরে না, রাস্তার ধারেই। তাকে কবর দেওয়ার দায়িত্ব এখন তোমারই।'

মনে মনে কথাটা স্বীকার করল জেক। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় কবর দাও তোমরা? চার্চের পাশের কবরস্থানটাতেই তো?'

উপরে-নীচে মাথা নেড়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল হোটেল মালিক, তাকে সে সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল জেক।

আন্ডারটেকারের সাথে দেখা করল সে। একটা কফিনের ব্যবস্থা করল। তারপর কবর খুঁড়বার নির্দেশ দিল লোকটাকে। প্রথমে রেগে গেলেও আদেশটা মেনে নিতে বাধ্য হলো লোকটা। এরপর গির্জায় গিয়ে ঘুম থেকে পাদরীকে জাগাল জেক। তাকে অপেক্ষা করতে বলে রওয়ানা হলো কটনউড জঙ্গলের দিকে।

রাত কম হয়নি। কিন্তু, ঘুম নেই মার্ফাবাসীর চোখে। একটু আগের ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করছে সবাই। সেলুন থেকে ভেসে আসছে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, পাশ কাটানোর সময় শুনতে পেল জেক। অন্ধকারে ডুবে আছে শুধু স্টেবল আর শেরিফের বাড়িটা। লুথারের খবর নিতে হবে, ভাবল জেক।

মার্ফা পার হয়ে এল সে। ঢুকল কটনউডের জঙ্গলে। হাঁটিয়ে আগে বাড়াল ঘোড়াদুটোকে। ববির লাশ বহন করতে হবে বলে একটা অতিরিক্ত ঘোড়া সাথে করে নিয়ে এসেছে সে।

ঝুলন্ত লাশটার কাছে গিয়ে থামল জেক। একটা ম্যাচকাঠি জ্বালাবে কি না ভাবল একবার। কিন্তু, বাতিল করে চিন্তাটা। রাতের আঁধারে আধ হাত জিভ বের করে থাকা ববিকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে না নিশ্চয়ই।

ঘাড়ের কাছে থ্রোইং নাইফ রাখা জেকের অভ্যাস। ছুরিটা বের করল সে। ছোট হলেও জিনিসটা যথেষ্ট ধারালো। ডান হাতে ছুরিটা ধরে নিজের, মানে আসলে ববির ঘোড়ার উপর দাঁড়াল সে। কাটল দড়িটা। সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ল প্রাণহীন ববি। ঘোড়া থেকে নেমে তার ঘাড় আর হাতের বাঁধনও কেটে দিল জেক। তারপর যথাস্থানে ঢুকিয়ে রাখল ছুরিটা।

বাড়তি ঘোড়াটার উপর ববির লাশ তুলবার সময় হঠাৎ থেমে গেল জেক। বিকেলের ঘটনাটা মনে পড়ল ওর। ওয়াটার ট্যাঙ্কে কিছু একটা করছিল ববি। কাজটা কী, জানতে পারেনি স্যাম আর জেক। হয়তো পারবেও না কোনদিন।

অন্তত লোকটার পরিচয় জানবার চেষ্টা করা যায়, ভাবল জেক।

ববির শার্টের পকেটে হাত ঢুকাল সে প্রথমে। বাজে গন্ধঅলা তামাক আর সিগারেট পেপার পেল। তারপর হাতড়াতে আরম্ভ করল প্যান্টের পকেট। পাওয়া গেল ভাঁজ করা একটা ছুরি, একটা দেয়াশলাই বাক্স আর একটুকরো কাগজ।

ববিকে উল্টাল জেক। লোকটার প্যান্টের পিছনের পকেটে হাত দিল। আরেকটা কাগজ ঠেকল তার হাতে। বের করে খুলল কাগজটা।

একটা ফুলস্কেপ কাগজ। মনে হয় কোন চিঠি, ভাবল জেক।

ববিকে আরেকবার ভালমত তল্লাশি করল সে। কিন্তু, আর কিছুই পেল না। দেরি না করে স্যাডলে তুলে ফেলল লাশটা। ববির কাছ থেকে পাওয়া জিনিসগুলো ভরে ফেলল নিজের শার্টের পকেটে।

গানম্যান ববিকে কবর দেওয়ার সময় হতাশ হয়ে উপলব্ধি করল জেক, লোকটার আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত থাকা তো দূরের কথা, মৃত্যুর খবরটাও জানল না কেউ।

তারপর আরেকবার জেল অফিসে গেল জেক। ববির জিনিসগুলো ডেপুটি শেরিফের ডেস্কের একটা ড্রয়ারে রেখে তালা আটকে বের হয়ে এল। এত রাতে শেরিফকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না ভেবে সোজা হাজির হলো নিজের রুমে।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকবার সময় খেয়াল করল সে, কাত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে কাগজটা।

নয়

নরকের আগুন ছড়িয়ে দিতে দিতে সূর্যটা পুবাকাশের আরেকটু উপরে উঠে এল।

চোখ মেলল জেক। কোথায় আছে, কেন আছে– মনে করল প্রথমে। তারপর একে একে মনে করল গতকালের সবগুলো ঘটনা। নাক ডাকবার শব্দ কানে আসাতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কার্কের দিকে। মুখ হাঁ করে ঘুমাচ্ছে লোকটা। তার ঠোঁটের একপাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে লালা।

কাজ আছে অনেক, মনে পড়তেই বিছানা ছাড়ল জেক। হাত-মুখ ধুয়ে চলে গেল রেস্টুরেন্টে। ব্রেকফাস্ট সেরে আগুন-গরম কফিতে চুমুক দিতে দিতে সারাদিনে কী করবে, ভাবল।

টম আর লুসি ফিরেছে কি না, জানতে হবে। শেরিফের খোঁজ নিতে হবে। জেল অফিসে গিয়ে দেখা করতে হবে স্যামের সাথে। গতকাল রাতে পাওয়া ববির জিনিসগুলো যাচাই করে দেখতে হবে। আর, লুসির চাচা বিল অসকার হোটেলে ফিরেছে কি না, খবর নিতে হবে। তবে একেবারে প্রথমে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে হবে সবাইকে।

আশেপাশের অনেকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে জেককে। নতুন ডেপুটি শেরিফকে মেপে নিতে চায় সবাই। বাধা দিল না জেক।

কফি শেষ করে পাইপ ধরাল সে। নীরবে টানল কিছুক্ষণ। তারপর একসময় উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'শোনো সবাই। আমি তোমাদের নতুন ডেপুটি। নাম জেক রায়ার। গতরাতে আমাকে শপথ করিয়েছে লুথার। বারটেন্ডার আর হোটেলের মালিক সাক্ষী আছে। হার্শ ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। স্প্রুট এস্ক্রের মালিক পল জেমিসন গতরাতে খুব বাড়াবাড়ি করে গেছে মার্ফায়। শেরিফের মাথা ফাটিয়েছে ওর লোক। শেরিফের সাথে কথা হয়েছে আমার গতরাতে,' মিথ্যে বলল জেক, 'সে বলেছে, সুস্থ হলেই উপযুক্ত শাস্তি দেবে পলকে।' কথাটা শুনে চাপা স্বরে হেসে উঠল কেউ কেউ। পাত্তা দিল না জেক। বলে চলল, 'যা-ই হোক, আমি আশা করছি তোমাদের মধ্যে আর কারও আইন ভাঙার ইচ্ছে নেই। আমি বুড়ো লুথার না, কাউকে ভয় পাই না আমি। শহরের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রয়োজনে যাকে খুশি তাকে গুলি করার অনুমতি দিয়েছে আমাকে শেরিফ। তোমাদের কাউকে চিনি না আমি, কারও সাথে খাতির নেই আমার। কাজেই, গুলি করার সময় কোন বাছ-বিচার করব না। কথাটা মনে রেখো তোমরা।'

ভাষণ শেষ করে উপস্থিত জনতাকে একবার যাচাই করল জেক। গুলি করবার কথাটা শুনে লোকজন কিছুটা ঘাবড়ে গেছে বলে মনে হলো ওর। পাইপ টানতে টানতে বিল চুকাল সে, তারপর হাজির হলো জেল অফিসে।

দরজা খোলামাত্রই অবিরাম অভিশাপ শুনতে পেল জেক। গরাদে লাথি মারতে মারতে চেঁচাচ্ছে এড রুফাস। জেককে দেখতে পেয়ে বলল, 'আমিও তো মানুষ, নাকি? গতকাল রাতে খাইনি কিছু। সকাল থেকে কোন খবর নেই তোমার। কে ফাটিয়েছিল তোমার মাথাটা? আসতে এত দেরি হলো কেন?'

এড রুফাসকে মুক্ত করে দিল জেক। বলল, 'সোজা চলে যাও নিজের রানশে। ব্রেকফাস্টটা ওখানেই গিয়ে সারো। মার্ফায় যেন আর না দেখি তোমাকে।'

'ইস্,' ভেঙচাল রুফাস, 'কাল রাতে এই মুরোদ ছিল কোথায়? পারলে দু'চারটা ধমক দিতে পলকে।'

আবার অভিশাপ দিতে দিতে জেল অফিস থেকে বের হয়ে গেল রুফাস।

স্যামের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এল জেক। গরাদের ফাঁক দিয়ে দিল স্যামকে। বন্ধুর খাওয়া শেষ হলে বলল, 'তা হলে কী দাঁড়াল অবস্থাটা?'

উত্তর দেওয়ার আগে একবার ভাবল স্যাম। তারপর বলল, 'তুমি ডেপুটি শেরিফ হলে, শেরিফের মাথা ফাটল, আর ফাঁসি হলো ববির।'

কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল জেক। একসময় বলল, 'আমার মনে হয়, টম আর লুসির নিখোঁজ রহস্যটার সাথে একটা সম্পর্ক ছিল ববির।'

'মনে হওয়ার কারণ?'

'ওয়াটার ট্যাঙ্কের কিনারায় বসে কিছু একটা করছিল লোকটা। গোপন কিছু। লরা দেখে ফেলল সেটা। অথবা, ববি ভেবেছিল, মেয়েটা দেখে ফেলেছে। এজন্যই লরাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল ববি। তার বস্তা খুঁজে কী পেলাম আমরা? লোহার পাত। কিন্তু, সে যে মাইনিং করছিল না, সেটাও আমরা জানি। আমার মনে হয়, ওয়াটার ট্যাঙ্কটাতে রহস্যময় কিছু একটা আছে। এবং, কোন না কোনভাবে তার সাথে জড়িত ববি।'

'জড়িত ছিল,' সংশোধন করে দিল স্যাম।

'লুসির চাচা যে মার্ফায় এসেছে, শুনেছ নিশ্চয়ই? হোটেলের রেজিস্টার বইয়ে তার নাম দেখেছি আমি।'

'বিল অসকার নামটা কি কিনে নিয়েছিল লুসির চাচা? অন্য কারও হতে পারে না নামটা?'

'তা পারে বটে। তবে বিল অসকার হলে বার স্টিরাপের কোরালে জিন পরানো ঘোড়াটার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।'

'গতরাতে তোমার ডেস্কে কী রাখতে এসেছিলে?'

ড্রয়ার টেনে জিনিসগুলো বের করল জেক। দেখাল স্যামকে। তারপর ভাঁজ খুলল ছুরিটার। পরীক্ষা করল জিনিসটাকে। খেয়াল করল, নতুনের মতই আছে ছুরিটা। তারমানে, খুব বেশিদিন আগে কেনা হয়নি। ফলার উপরে লেখা আছে প্রস্তুতকারকের নাম, আর বাঁটের উপর একটা কাগজ আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। কাগজটা তুলে ফেলবার প্রয়োজন বোধ করেনি ববি।

নামটা পড়ল জেক। 'উইলবার অ্যান্ড সন্স, বিগ বেন্ড।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকাল স্যাম আর জেক।

'কিছু বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল স্যাম।

'বিগ বেন্ড থেকে ছুরিটা কিনেছিল ববি। তারমানে এখানে আসার আগে বিগ বেন্ডে ছিল সে।'

'লোকটা দেখি আমাদের সাথে ভালমতই জড়িয়ে গেছে,' মন্তব্য করল স্যাম।

'নাকি উল্টোটা? আমরা জড়িয়ে গেছি তার সাথে?'

'এখন বোধহয় কেউই আর কারও সাথে জড়িয়ে নেই। পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে ববি।'

কিছু না বলে তামাকের প্যাকেট আর সিগারেট পেপার দেখল জেক। তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু পেল না।

তারপর কাগজের টুকরোটার দিকে মনোযোগ দিল সে। অস্পষ্ট অক্ষরে পেন্সিল দিয়ে সেটাতে লেখা আছে–

ডি এন ২২

আর্ট কার্ডেল।

লেখাটা জোরে জোরে পড়ল জেক। স্যামের ভঙ্গিতে তাকে প্রশ্ন করল, 'কিছু বুঝলে?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল স্যাম।

'আমি শুধু বুঝেছি, আর্ট কার্ডেল কারও নাম।'

'আরে সেটা তো একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারবে। ডি এন দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে, পারলে সেটা বলো।'

'আপাতত পারলাম না,' বলে ফুলস্কেপ কাগজটা হাতে নিল জেক। একনজর দেখেই বলল, 'গতকাল রাতেই বুঝেছিলাম, একটা চিঠি এটা।'

'শব্দ করে পড়ো,' আদেশ দিল স্যাম।

পড়তে আরম্ভ করল জেক–

' "চাচা,

বাবা মারা গেছে জেনে খুব দুঃখ পেয়েছি। আমাকে পাঠানো লুই মিডোসের চিঠিটা পড়ে জানতে পারলাম সব। আমাকে ওহায়ো যেতে বলেছে সে। সম্পত্তি নিয়ে কী নাকি কথা আছে। কিন্তু, যাওয়ার কোন উপায় নেই আমার। আমি পোয়াতি, সামনের মাসে বাচ্চা হবে। ডাক্তার আমাকে বেশি নড়াচড়া করতে নিষেধ করেছে। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসো বার স্টিরাপে। দেখে যাও আমাকে। তোমার সাথে খুব জরুরি কিছু কথা আছে আমার। ইতি–

তোমার আদরের লুসি।" '

পড়া শেষ করে হতভম্বের মত বসে রইল জেক।

'মনে হচ্ছে বাজ পড়েছে তোমার মাথায়,' মন্তব্য করল স্যাম।

'মাথায় বাজ পড়লেও এতটা অবাক হতাম না আমি।'

'হয়েছেটা কী?'

'তুমি বুঝতে পারছ না? কী লিখেছে লুসি? লুই মিডোসের লেখা চিঠি পড়ে সব জেনেছে সে। কিন্তু, চিঠিটাতো দেখেইনি সে বা টম , পড়া তো

দূরের কথা। তা হলে লুসি কীভাবে জানল যে, ওর-বাবা মারা গেছে? আর ওকে ওহায়ো যেতে বলেছে মিডোস, এটাই বা জানল কীভাবে?'

দেখে মনে হলো, স্যামের মাথাতেও বাজ পড়েছে একটা।

'শুধু তা-ই না, লুসির লেখা চিঠি ববির প্যান্টের পকেটে এল কীভাবে?'

'আবারও ববি,' জেকের প্রশ্নটার উত্তর দিতে না পেরে মন্তব্য করল স্যাম।

'টম আর লুসির নিখোঁজ রহস্যের সাথে ববির একটা যোগাযোগ না থেকে পারে না।'

'প্যাঁচ শুধু বাড়ছেই,' হাজতের ভিতরে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে আরম্ভ করল স্যাম।

'ঠিক রাস্তায় চিন্তা করলে হয়তো প্যাঁচ কিছুটা কমবে,' পাইপ ধরাল জেক। ডেস্কের উপর পা তুলে দিয়ে একমনে ধোঁয়া ছাড়ল কিছুক্ষণ। ওকে ধূমপান করতে দেখে সিগারেটের খিদে লেগে গেল স্যামেরও। পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট পেপার আর তামাক বের করল সে। দ্রুত, অভ্যস্ত হাতে রোল করল একটা সিগারেট। তারপর আগুন ধরিয়ে টানতে আরম্ভ করল।

'চিঠিটা লুসি লিখতে পারে না, মানো সেটা?'

বেশ কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিল স্যাম, 'মানি।'

'তা হলে, এমন কেউ চিঠিটা লিখেছে, যে জানে ওহায়োতে থাকে লুসির চাচা, সম্প্রতি মারা গেছে মেয়েটার বাবা, লুই মিডোস নামের কেউ একজন একটা চিঠি লিখেছিল তাকে, লুসির সাথে সম্পত্তি নিয়ে কথা বলতে চায় লোকটা এবং সামনের মাসে বাচ্চা হওয়ার কথা লুসির।'

বুঝতে পেরে উপরে-নীচে মাথা নাড়ল স্যাম।

'এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতগুলো ব্যাপার কার পক্ষে জানা সম্ভব?'

'টম বা লুসির সাথে খাতির আছে এমন যে কেউ জানতে পারে।'

'হতে পারে। কিন্তু, আসল সমস্যা হচ্ছে লুই মিডোসের চিঠি।'

'কী রকম?'

'টম, লুসি বা অন্য কেউ চিঠিটা দেখেনি, ছিঁড়েনি, কী লেখা আছে পড়েনি। কাজেই...' কথা শেষ না করে থেমে গেল জেক।

'হয়তো একটা তার করেছিল লুই মিডোস।'

'সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হয়তো সেটাই।'

'এক কাজ করো,' পরামর্শ দিল স্যাম, 'পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখো লুই মিডোসের তরফ থেকে লুসির নামে কোন তার এসেছিল

কি না। তা হলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে ব্যাপারটা।'

'ওরা ঠিকমত মনে করতে পারবে তো?' জেকের স্বরে সন্দেহ।

'সেটা আমি কী জানি? তুমি গিয়ে দেখো।'

'তবে টম আর লুসির নিখোঁজ রহস্যটার সমাধান করতে না পারলেও আমাদের কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। ফোর্ট ডেভিস থেকে হার্শ কী খবর নিয়ে ফিরবে, জানা আছে আমাদের। তখন তোমাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হবে শেরিফ।'

'আর যদি ধূর্ত শেরিফ কাজটা না করে? হার্শের কথা শুনেই সে বুঝে যাবে, আমার সঙ্গের লোকটা তুমি। তখন যদি সে আমার পাশের সেলটাতে ভরে তোমাকে?'

'শেষ ভরসা হিসেবে লরা আছে...' আত্মবিশ্বাস নেই জেকের গলায়।

'শেষ ভরসায় যাওয়ার দরকার কী? নিজের মগজ আর হাতদুটোকে একটু খাটিয়ে দেখো কিছু করতে পারো কি না।'

চুপ করে গেল জেক। নীরবতা নেমে এল জেল অফিসে।

'বার স্টিরাপে পা রেখেই ফেঁসে গেছি আমরা,' নীরবতা ভাঙল স্যাম। 'সুতরাং, বার স্টিরাপে যাও। সেখানে কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না, খোঁজ করো।'

'তবে, বার স্টিরাপে যাওয়ার আগে মার্ফায় কিছু কাজ সারতে পারি আমি।'

'যেমন?'

'খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি বিল অসকার নামের লোকটা আসলে কে। যদি সে সত্যিই লুসির চাচা হয়ে থাকে, তা হলে কোথায় আছে সে এখন। আর ববির ব্যাপারে তো খোঁজ-খবর করতেই হবে।'

'ভাল বলেছ। এ ব্যাপারে কাদেরকে জিজ্ঞেস করবে ভেবেছ?'

'ডাক্তার বেন। হোটেল মালিক। বিল অসকার যদি অনুপস্থিত থাকে, তা হলে তার রুমে ঢুকে দেখতে পারি। নিশ্চয়ই কিছু না কিছু জানতে পারব। সবশেষে যাব পোস্ট অফিসে। লুই মিডোসের তরফ থেকে কোন তার এসেছিল কি না, জানতে চাইব।'

'দরকার মনে করলে লোকটাকে একটা তারও করে দিতে পারো। আমার মনে হয়, ওহায়োর কোন বিখ্যাত উকিল সে। কারণ, লুসির ধনী বাবা নিশ্চয়ই যাকে-তাকে নিজের উকিল বানাবে না।'

'ওর চিঠিটার শেষে কী লেখা ছিল মনে আছে? পরামর্শদাতা উকিল। মনে হয়, ঠিকই বলেছ তুমি। ববির পকেট থেকে পাওয়া জিনিসগুলো আমার ড্রয়ারেই রেখে যাচ্ছি। দৌড়াদৌড়ির মধ্যে থাকতে হবে আমাকে,

চিন্তা করার সুযোগ পাব না খুব একটা। তুমি জেলে অলস বসে না থেকে ভেবো ব্যাপারটা নিয়ে।'

'কোন ব্যাপার?'

'ভি এন ২২ আর্ট কার্ভেল। যেহেতু ববির পকেটে পাওয়া গেছে আর্ট কার্ভেল নামটা, সেহেতু লোকটার সাথে তার যোগাযোগ না থেকে পারে না।'

'আপাতত একটা ধারণা দিতে পারি তোমাকে,' দরজার কাছে পৌঁছে যাওয়া জেককে পিছু ডেকে থামাল স্যাম। 'ছুরিতে বিগ বেন্ডের নাম ছিল। কাজেই, আমার মনে হয়, আর্ট কার্ভেল লোকটাও ওই শহরের অধিবাসী। তোমার না একজন বন্ধু আছে বিগ বেন্ডে? ওর কাছে খবর নাও। ববি এখন জাহান্নামে, কিন্তু, আর্ট কার্ভেলের দুনিয়াতে থাকতে অসুবিধা কী?'

দশ

রেগে লাল হয়ে গেছে হোটেল মালিক। সামনে দাঁড়ানো লোকটার সাথে উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে সে।

'তোমার ঘোড়ার কী হয়েছে তার আমি কী জানি?' মুখ ঝামটা দিল হোটেল মালিক, 'যাও ভাগো এখান থেকে।'

তার মুখোমুখি দাঁড়ানো লোকটাও চিৎকার-চেঁচামেচিতে কম না। খনখনে গলায় সমান তেজে বলল, 'ধরে ধরে চোর-বদমাশদের নিজের হোটেলে জায়গা দিচ্ছ তুমি আর এখন বলছ আমার ঘোড়ার খবর তুমি জানো না? বাটপারির আর জায়গা পাও না?'

'কী?' চেয়ার ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে গেল মালিক, 'তোমাকে আমি...' জেকের উপর চোখ পড়াতে থেমে গেল সে। আগের জায়গায় বসে পড়ল আবার।

এগিয়ে গিয়ে রিসেপশন ডেস্কের সামনে দাঁড়াল জেক। শান্ত গলায় হোটেল মালিককে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নামটা যেন কী?'

'কলিন্স।'

'আমার শার্টে তারাটা দেখতে পাচ্ছ কলিন্স?'

কিছু বলল না লোকটা।

'কথা বলছ না কেন?'

'পাচ্ছি।'

'আর হোলস্টারের পিস্তলটা?'

মুখে কুলুপ আঁটল কলিন্স।

'দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার পর মার্ফার লোকজনের একটা বৈশিষ্ট্য আমাকে বার বার বলেছে শেরিফ লুথার। তোমাদের ঘাড় নাকি বেশিরভাগ সময়ই বাঁকা থাকে। তাই শেরিফ বলল, তোমাদের সাথে কথা বলার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে আগে গুলি করা, তারপর ঘটনা কী জিজ্ঞেস করা। ভেবে দেখলাম, কাজটা করা উচিত আমার,' ইচ্ছে করেই থামল জেক। তার কথার প্রভাব পড়তে দিল বাকি দু'জনের উপর।

একেবারে চুপ করে গেল কলিন্স আর তার সামনে দাঁড়ানো লোকটা।

ওষুধ কাজ করেছে বুঝতে পারল জেক। মনে মনে হাসল সে। পাশের লোকটার দিকে তাকাল।

ছোটখাটো এক বুড়ো। পরনে ময়লা জামাকাপড়। গালে চার-পাঁচ দিনের শেভ না করা দাড়ি-গোঁফ। ঘোড়ার গন্ধ আসছে তার গা থেকে। তারমানে দিনের বেশিরভাগ সময়ই ঘোড়ার সাথে কাটায়। স্টেবলম্যান, অনুমান করল জেক।

'তোমার নাম কী, বুড়ো খোকা?'

'থমসন।'

'সকালে রেস্টুরেন্টে দেখেছিলাম না তোমাকে?' আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল জেক।

কিন্তু, ঢিলটা লেগে গেল জায়গামত। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল থমসন।

'কী বলেছিলাম, খেয়াল আছে নিশ্চয়ই?'

আবারও উপরে-নীচে মাথা নাড়ল থমসন।

'এই বয়সেও তোমার স্মরণশক্তি ঠিক আছে জেনে ভাল লাগল। এবার বলো, সমস্যাটা কী? ঝগড়া করছিলে কেন তোমরা?'

একসাথে কথা শুরু করল কলিন্স আর থমসন। হাত তুলে কলিন্সকে থামিয়ে দিল জেক। প্রথমে থমসনকে বলতে দিল।

'আমি মার্ফার স্টেবলম্যান। গতকাল বিল অসকার নামের এক লোক একটা ঘোড়া ভাড়া করে আমার কাছ থেকে। দুপুরের কিছু আগে ঘোড়াটা নিয়ে মার্ফা ছেড়ে কোথায় যেন চলে যায় সে। এখন পর্যন্ত ঘোড়াটা আর ফিরে পাইনি আমি।'

বিল অসকার নামটা শুনেই একটা ধাক্কা খেল জেক। রহস্যটা

পরিষ্কার হচ্ছে না কিছুতেই। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু, তাতে কলিন্সের দোষটা কোথায়?'

'ওই বিল অসকার তো ওর হোটেলেই উঠেছে।'

জেক জানে, কথাটা সত্য। কাজেই, সে ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করে আবার জিজ্ঞেস করল, 'লোকটার বর্ণনা দিতে পারবে?'

'অবশ্যই। বয়স আমার থেকে কিছুটা কম, আমাদের শেরিফের মত হবে। লোকটা খুব লম্বা। হালকা-পাতলা। গালে বড় বড়, সাদা চাপ দাড়ি। ভ্রূর লোমগুলোও পাকা। নাকটা খুব খাড়া, সামনের দিকে বাঁকানো। জিন্স, কমদামি একটা কালো শার্ট আর বাদামী একটা বুট পরে ছিল। মাথায় ছিল পুরনো একটা কালো হ্যাট। কোন হোলস্টার ছিল না কোমরে।'

কথাগুলো মাথায় গেঁথে রাখল জেক। জিজ্ঞেস করল, 'আর তোমার ঘোড়াটা?'

'আর বোলো না। ঘোড়াটার জন্যই তো পাগল হয়ে গেছি আমি। শহরের শ্রেষ্ঠ ঘোড়া ছিল সেটা। বড় আকৃতির একটা রোন। বাদামী রঙ। তেল চিকচিকে চামড়া। গত-বছর মার্ফায় এক গানম্যান মারা পড়েছিল আমাদের লুথারের গুলি খেয়ে। মরার আগে দু'জনকে সাক্ষী রেখে আমাকে ঘোড়াটা দিয়ে যায় সে। স্যাডল সহ। কী বলব আর! ওরকম স্যাডল! একশো রাইডারের মধ্যে একজন ব্যবহার করে।'

বার স্টিরাপের কোরালে দেখা জিন পরানো ঘোড়াটা ভেসে উঠল জেকের চোখের সামনে। থমসনের বর্ণনার সাথে মেলানোর চেষ্টা করল। মিলে গেল পুরোপুরি।

বার স্টিরাপে কে গিয়েছিল গতকাল, জানা গেল– ভাবল জেক।

'বুঝলাম,' বাম হাতের কনুই রিসেপশন ডেস্কের উপর রেখে হেলান দিল সে। ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা আটকাল হোলস্টারের বেল্টে। 'তোমার ঘোড়াটা মার্ফার শ্রেষ্ঠ ঘোড়া। কিন্তু, কলিন্সের দোষটা বুঝলাম না এখনও।'

'গতকাল থেকে এই পর্যন্ত চার বার এসেছি আমি। গতরাতে কলিন্স স্বীকার করল, বিল অসকার কোথায় গেছে জানে। কিন্তু, বলবে না। তুমিই বলো, কথাটা শুনলে রাগ হবে না তো কী হবে।'

নীল, স্বপ্নীল দু'চোখে যতটা সম্ভব কঠোরতা এনে কলিন্সের দিকে তাকাল জেক।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কলিন্স। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুই হাত উপরে তুলল। 'না, না, মানে... আসলে...' আমতা আমতা করতে লাগল

সে।

'বলার কিছু নেই ওর। আসল ঘটনাটা তাহলে বোঝো এখন, ডেপুটি। ওই বুড়ো বিল অসকার যদি ঘোড়াচোর না হয়, তা হলে আমার নাম থমসন না। আর এই কলিন্স যদি তার সহযোগী না হয়, তা হলে আমার নামে কুত্তা পুষো তুমি।'

স্পষ্ট বুঝতে পারল জেক, কিছু একটা লুকাচ্ছে কলিন্স। তাকে ভড়কে দেওয়ার জন্য বলল, 'তুমি জানো, তোমাকে ঘোড়া চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করতে পারি আমি?'

হাল ছেড়ে দিয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়ল কলিন্স। বলল, 'বিল অসকার ঘোড়া চোর না। লোকটা আসলে খুব ভাল। একদম সহজ-সরল আর ভুলোমনা,' কথা শেষ করে তাকাল জেকের দিকে।

'হ্যাঁ, তোমার ভাই লাগে তো, সেজন্য এত গুণ গাইছ,' সুযোগ পেয়ে ফোড়ন কাটল থমসন। 'বক বক না করে আসল কথাটা বলে ফেলো তাড়াতাড়ি। সময়ের দাম আছে আমার।'

'বার স্টিরাপের নাম শুনেছ না, ডেপুটি?' থমসনের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে জানতে চাইল কলিন্স।

একটা ব্যঙ্গের হাসি হাসল জেক। মনে মনে বলল, 'শুনিনি আবার?' মুখে বলল, 'হ্যাঁ। কেন?'

'ওটার মালিক ছিল টম পোলার্ড...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' হাত তুলে কলিন্সকে বাধা দিল জেক। 'ছিল বলছ কেন?'

'ওমা, তুমি জানো না?' দারুণ আশ্চর্য হয়ে গেল কলিন্স। 'টম আর তার বউ লুসিকে খুন করার অভিযোগে একটা লোককে গতরাতে ধরে আনল না আমাদের শেরিফ?' দাঁত বের করে হাসল সে। 'তুমি চাইলে একটা গরম খবর দিতে পারি তোমাকে। শুনবে?'

'লোকটা কথা প্যাঁচাতে ওস্তাদ, ডেপুটি,' জেকের পাশ থেকে প্রতিবাদ করল থমসন। 'আসল কথা শেষ করতে বলো ওকে।'

'শোনাও দেখি তোমার গরম খবর,' অমঙ্গল আশঙ্কা করে প্রসঙ্গ থেকে সরে যেতে বাধ্য হলো জেক। 'খবরটা বাসি হলে কিন্তু কোন দাম পাবে না, আগেই বলে রাখলাম।'

'বাউণ্ডুলে ছোকরাদের নিয়ে একটা দল গড়েছে কার্ক। নেতৃত্বে আছে সে-ই। অস্ত্র, ঘোড়া সব যোগাড় করে ফেলেছে। আজ রাতের ভেতরে শেরিফ কিছু করতে না পারলে ওরা ফাঁসিতে ঝুলাবে স্যাম ওয়েডকে। গাধাটার নাম তো সেটাই, নাকি?'

কথাটা শুনে যার পর নাই আশ্চর্য হয়ে গেল জেক। কী বলবে ভেবে না পেয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কলিন্সের দিকে।

হোটেল মালিক বুঝল, তার দেওয়া খবরটার গরম সহ্য করতে পারেনি ডেপুটি শেরিফ। নিজের সাফল্যে আবার দাঁত বের করে হাসল সে। খুশিতে ঝকঝক করছে তার চোখজোড়া।

'কী? কেমন লাগল? টাটকা তো?' আরাম করে চেয়ারে বসে পড়ল সে। 'এই কিছুক্ষণ আগে শেরিফের খবর পেয়েছি। বিছানা থেকে মাথা তুলতেই পারছে না। একবার জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে, আবার তার পাঁচ মিনিট পরেই হারাচ্ছে। সুতরাং, বুঝতেই পারছ, আজ রাতের ভেতরে কিছু করা সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। আর তোমার কথা তো বাদই দিলাম। লুথারের মত ঘাগু লোক যখন কিছু করতে পারেনি, তখন তো তুমি...' কথা শেষ না করে চোখ টিপল কলিন্স।

কখন এত কিছু করল কার্ক? মনে মনে নিজেকেই প্রশ্ন করল জেক।

'আরে বাবা, খুন করেছিস ভাল কথা,' জেক শুনছে না বুঝতে পেরে থমসনকেই শোনাতে লাগল কলিন্স। মার্ফার শ্রেষ্ঠ ঘোড়ার কথা ভুলে গিয়ে স্টেবলম্যানও শুনতে লাগল মনোযোগ দিয়ে। 'তারপর পালিয়ে গেলি না কেন? কেন শেরিফের হাতে ধরা খাওয়ার জন্য বসে রইলি কেবিনের ভেতরে? এতই খিদে পেয়েছিল তোর? এক মাইল দূরেই তো মার্ফা। এখানে এলেই তো পারতি। রেস্টুরেন্ট নেই আমাদের এখানে? গাধা আর কাকে বলে!'

'কার্কের দলটা এখন কোথায়?' জেকের গলা দিয়ে কোলাব্যাঙের মত আওয়াজ বের হলো।

'কে জানে?' ঠোঁট উল্টাল কলিন্স। 'খুঁজে দেখো, মদ খেয়ে কোথায় মাতলামি করছে।'

হঠাৎ এড রুফাসের কথা মনে পড়ল জেকের। জিজ্ঞেস করল, 'রুফাসের খবর জানো কিছু? কোথায় সে এখন?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল কলিন্স। উত্তরটা দিল থমসন, 'শহর ছেড়ে চলে গেছে অনেক আগেই।'

'তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

একটা সমস্যা থেকে বাঁচলাম, ভাবল জেক। কাল রাতের ঘটনাটার প্রতিশোধ নিতে হয়তো তার উপর হামলা চালাত কার্কের দলবল।

মনে মনে দ্রুত একটা হিসাব কষল জেক। কোনটা বেশি জরুরি? কার্কের পিছু ধাওয়া করা, নাকি টম আর লুসির নিখোঁজ রহস্যটার তদন্ত

করা? বিকেলের আগে কার্ক কিছু করবে বলে মনে হয় না। সুতরাং, ততক্ষণ পর্যন্ত তদন্ত চালানো যেতে পারে। তারপর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে অ্যাকশনে নামতে হবে। ববির মত স্যামকেও কটনউডের ডালে ঝুলতে দেওয়া যাবে না।

চিন্তার রাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরে এল জেক। কলিন্সকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যেন কী বলছিলে? টম আর লুসির সাথে বিল অসকারের সম্পর্কটা কোথায়?'

'আরে কী বলে সম্পর্কটা কোথায়? লুসির আপন চাচা এই বিল অসকার। বিয়ের পর ওহায়ো ছেড়ে টম আর লুসি এখানে চলে এল মাঝেমধ্যে বার স্টিরাপে যেত বিল, খোঁজ-খবর নিত তার আদরের ভাতিজির। মার্ফায় এলেই উঠত আমার হোটেলে। বিয়ে-শাদী করেনি তো, তাই বাচ্চাকাচ্চাও নেই বিলের। লুসিকে আপন মেয়ের মতই আদর করত দুনিয়াছাড়া মানুষটা।'

'তারমানে,' থমসনের দিকে ঘুরল জেক, 'বার স্টিরাপে যাওয়ার সময় হয়েছে তোমার। রানশ্টার কোরালে হয়তো পাবে মার্ফার শ্রেষ্ঠ ঘোড়াটাকে।'

চলে গেল থমসন।

আবার কলিন্সের দিকে ঘুরল জেক। বলল, 'ঘোড়াটা যে বার স্টিরাপে আছে, সেটা গোপন করছিলে কেন তুমি?'

'থমসনকে বলতাম আমি। কিন্তু, লোকটা এমন হম্বিতম্বি আরম্ভ করল যে, মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, ভুগুক কিছুক্ষণ দুশ্চিন্তায়। আমার সাথে বাড়াবাড়ি? ওরে বাবা... ঘুঘু দেখেছ...'

কলিন্সকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল জেক, 'ববির ব্যাপারে কিছু বলো আমাকে। থাকত কোথায় লোকটা? করত কী?'

'থাকত আমার এখানেই। আর কী করত জানি না।'

'তোমার এখানে থাকত? বলো কী?'

'আর কোথায় যাবে? মার্ফায় সে একজন স্ট্রেঞ্জার। হোটেল ছাড়া উঠবে কোথায়?'

সহজ কথাটা একবারও মাথায় আসেনি জেক বা স্যামের। নিজেকে ধিক্কার দিল জেক।

'সে এসেছিল কবে?'

রেজিস্টার খাতাটা খুলল কলিন্স। একটা পাতা উল্টাল। তারপর বলল, 'এই যে, পেয়েছি। সাত দিন আগে।'

'কতদিনের জন্য রুম ভাড়া করেছিল?'

'দুই সপ্তাহ,' দেখে বলল কলিঙ্গ।

খাতাটা নিজের দিকে টেনে নিল জেক। চোখ বুলাল একবার।

লোকটার পুরো নাম ববি মার্জে। আট নম্বর রুমটা পেয়েছিল সে। ভাড়ার পুরোটাই অগ্রিম পরিশোধ করেছিল। একটু খটকা লাগল জেকের। একজন গানম্যান সাধারণত এতটা ভদ্র হয় না।

কলিঙ্গকে জিজ্ঞেস করল জেক, 'ব্যাপারটা কী? ভাড়া অগ্রিম দিয়েছিল কেন ববি?'

'আমি কী জানি? তার চোখের দিকে তাকানোমাত্রই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। ভাড়ার কথা বলব কি না, ভাবছিলাম। আমি কিছু বলার আগেই পুরো টাকা বের করে আমার হাতে দিয়ে দিল ববি। বলল, "পাওনা মিটিয়ে দিলাম। মনে রেখো, কোন ঝামেলা চাই না। কেউ যেন বিরক্ত না করে আমাকে। করলে সেটার হিসাব তোমাকে দিতে হবে।"'

'তা-ই নাকি?'

'অবশ্যই। জাত খুনী লোকটা। আমাকে একা পেয়ে কীভাবে ভয় দেখিয়েছিল জানো? কত দ্রুত পিস্তল বের করতে পারে, সেটা দেখিয়েছিল। ওরে বাপরে! জীবনে অনেক গানম্যান দেখেছি, কিন্তু, যিশুর কিরে, ববির মত ফাস্ট কাউকে দেখিনি। তা ছাড়া শরীর দেখেছিলে লোকটার? ওর বাপ বা দাদার কেউ একজন গ্রিজলি ভালুক ছিল, আমি নিশ্চিত। ববি আসার পর প্রথম রাতে ভালমত ঘুমুতেই পারিনি আমি।'

কলিঙ্গের জন্য খুব একটা মায়া হলো না জেকের। এখনও অনেক কিছু জানবার বাকি রয়ে গেছে। আবারও জিজ্ঞেস করল সে, 'আর কিছু বলেনি বা করেনি ববি? কিছু জানতে চায়নি তোমার কাছে?'

'বলেছে, করেছে, জানতেও চেয়েছে।'

'কী?'

'দরজা দিয়ে ঢুকে আমার সামনে দাঁড়াল লোকটা। হোটেলে ঢুকলে লোকে কী করে? হাই, হ্যালো না বললেও জানতে চায় রুম খালি আছে কি না। ববি কী করল জানো?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জেক।

'ওহায়ো থেকে স্টেজকোচ কখন মার্ফায় এসে পৌঁছে, জানতে চাইল। আরে বাবা, শহরে এত লোক থাকতে আমার কাছে জানতে চাও কেন? জিজ্ঞেস করব বলে চোখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। ওকে দেখে মুখের ভেতরেই মরে গেল প্রশ্নটা। গড়গড় করে বলে দিলাম সব।'

'আচ্ছা। তারপর?'

'তারপর তো ওর কেরামতি দেখাল। আর আমাকে মুখ একদম বন্ধ

রাখতে বলল। ওর পিস্তলের বাঁটে পাঁচটা দাগ কাটা ছিল, দেখাল আমাকে। বলল, মুখ বন্ধ না রাখলে আমাকে খুন করে ছয় নম্বর দাগটা কাটবে।'

'করত কী সে সারাদিন?'

'নিজের ঘরেই থাকত বেশিরভাগ। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনার সারার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে যেত রেস্টুরেন্টে। খাওয়া শেষ করে ফিরে আসত খুব তাড়াতাড়ি। একদিনের জন্যও তাকে সেলুনে যেতে দেখিনি। মদ খায় না, এরকম অদ্ভুত গানম্যান জীবনে প্রথমবার দেখলাম আমি।'

'ঘরের ভেতরে কী করত ববি?' বিড় বিড় করে প্রশ্নটা নিজেকেই জিজ্ঞেস করল জেক।

কিন্তু, শুনে ফেলল কলিন্স। বলল, 'জানি না। নিষেধ করেছিল আমাকে, তাই তাকে ঘাঁটাইনি আমি। বউ-বাচ্চা আছে আমার।'

কথাগুলো শুনতে পেল না জেক। অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভুল করছ না তো? কারও সাথে যোগাযোগ করত না ববি? একা একা সময় কাটানোর জন্য মার্ফায় এসেছিল সে? তোমার কাছে অদ্ভুত মনে হয় না ব্যাপারটা?'

'মনে হয় না আবার? আমার কী ধারণা জানো? দূরের কোন একটা শহর থেকে খুন-খারাপি করে মার্ফায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল লোকটা। তবে কারও সাথেই যে যোগাযোগ করত না, কথাটা ঠিক না। প্রতি দু'দিন পর পর পোস্ট অফিসে যেত। কী করত, খোদা মালুম। আসার ছয় দিন পর, মানে গতকাল কোথায় যেন চলে গেল সে। সকাল থেকে কোন পাত্তা ছিল না তার। সন্ধ্যার দিকে দুই হাতে ব্যান্ডেজ নিয়ে হোটেলে ফিরে এল। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়েই সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল উপরে। ধরা খাওয়ার আগে আর নামল না নীচে।'

দুইয়ে দুইয়ে চার মিলানোর চেষ্টা করল জেক। পারল না। এখনও কিছু শূন্যতা রয়ে গেছে। সেগুলো ভরাট করতে হবে। মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে ঘন, বাদামী, ঈষৎ কোঁকড়া চুলে হাত বুলাল সে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রেজিস্টার খাতাটার দিকে। ভালমত খেয়াল করল রুম নম্বরগুলো। ববির আট, বিল অসকারের পনেরো আর ওদের, মানে ওর আর কার্কের উনিশ।

কাগজের টুকরোটার কথা হঠাৎ মনে পড়ল জেকের। জিজ্ঞেস করল কলিন্সকে, 'গতকাল রাতে হোটেল ছেড়ে বাইরে কোথাও গিয়েছিল কার্ক?'

'নাহ্। রুফাস যেরকম পিটিয়েছে ওকে, তাতে তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠারই কথা না ওর।'

হোটেল ছেড়ে বের হয়নি কার্ক, ভাবল জেক, কিন্তু, রুম ছেড়ে বের হয়েছিল কি হয়নি সেটা কে জানে? অথবা ওর রুমে হয়তো ঢুকেছিল কেউ। ঢুকে থাকলে সেটা কে?

'আচ্ছা, ভালমত ভেবে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো,' কলিন্সকে অনুরোধ করল জেক, 'গতরাতে আমি বাইরে যাওয়ার পর আর কে কে ঢুকেছিল হোটেলে?'

ধুলো উড়ে বেড়াচ্ছে খটখটে শুকনো রাস্তাটায়। খোলা দরজাটা দিয়ে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কলিন্স। মনে করবার চেষ্টা করছে সে। বলল একসময়, 'কেউ না। বোর্ডারদের কেউ বেরও হয়নি, নতুন কেউ আসেওনি।'

খোলা রেজিস্টার খাতাটা প্রমাণ করছে, জেকের পর আর কেউ রুম ভাড়া নেয়নি গতকাল। তা হলে কে? আবার ভাবল জেক।

তারমানে, কার্ক হয়তো অন্য কোন বোর্ডারের রুমে গিয়েছিল অথবা অন্য কোন বোর্ডার ঢুকেছিল কার্কের রুমে।

'কার্ক পোলার্ড,' নামটা উচ্চারণ করল জেক। 'লোকটা কেমন, কলিন্স?'

'এমনিতে তো ভালই। কারও সাতে-পাঁচে নেই। ভদ্র, অমায়িক। তবে খুব সহজেই রেগে যায়, আবার সেই রাগ ঠাণ্ডা হতেও বেশি সময় লাগে না। কিন্তু, রাগটা যতক্ষণ তার মাথায় থাকবে, ততক্ষণ সে একটা পশু। আর, বুদ্ধি-শুদ্ধি একটু কম আছে ওর।'

'তুমি কবে থেকে চেনো তাকে?'

'মার্ফায় আসার পর থেকেই। প্রেম করে বিয়ে করেছিল ওর বড় ভাই টম পোলার্ড, জানো তো?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল জেক।

'কিন্তু, লুসির বাবা বিয়েটা মেনে নেয়নি। ওহায়ো ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হলো টম আর লুসি। ভাই-ভাবির সঙ্গে এল কার্ক। ওরা তিনজনে মিলে গড়ে তুলল বার স্টিরাপ। কী কারণে জানি না, মাস তিনেক আগে রানশ্ ছেড়ে বিগ বেন্ডে চলে গেল কার্ক। গতকাল ফিরল। তারপরের ঘটনা তো জানাই আছে তোমার,' জেক কিছু বলল না দেখে কথা চালিয়ে গেল কলিন্স, 'টম আর লুসি নিখোঁজ জানতে পেরে কার্কের মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। ওকে চোখে চোখে রেখো ডেপুটি। কখন কী করে বসে, ঠিক নেই। মনে রেখো, কোমরে একটা পিস্তল ঝুলিয়েছে সে। মার্ফার ভদ্রলোকদের মধ্যে ওর চেয়ে ফাস্ট আর কেউ নেই। তবে...' জেককে অন্যমনস্ক দেখে কথাটা বলবে কি বলবে না, একবার

ভাবল কলিঙ্গ। তারপর বলেই ফেলল, 'রাইফেলে কিন্তু ওর হাত খুব জঘন্য। হাতে একটা উইনচেস্টার দিয়ে দশ ফিট দূর থেকে একটা ঘোড়াকে গুলি করতে বলো ওকে, দেখবে, ঠিক মিস করবে সে।'

জেক ভাবছে অন্য কথা। কার্ক কার রুমে গিয়েছিল অথবা অন্য কে এসেছিল কার্কের কাছে, জানা হলো না।

'ববি ধরা পড়ল কীভাবে?' চিন্তার জগৎ থেকে ফিরে এসে কলিঙ্গকে জিজ্ঞেস করল সে।

'ওর কথা আর বোলো না,' হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল কলিঙ্গ। 'স্প্রিট এক্সের তিন জন রাইডার এসে ববির বর্ণনা দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, হোটেলে আছে কি না সে। বললাম, আছে। রুম নম্বর জানতে চাইল। জানালাম, আট। দেরি না করে ওরা উঠে গেল উপরে। তার কিছুক্ষণ পরই মারতে মারতে ববিকে বাইরে নিয়ে গেল ওরা। আহত থাকায় সুবিধা করতে পারেনি ববি। নইলে গ্রিজলির বাচ্চাকে ধরে সাধ্য কার?'

'আমি বাইরে চলে যাওয়ার পর কার্কের কাছে কোন গেস্ট এসেছিল?'

'আরে ধুর, ওর কাছে কে আসতে যাবে? মাথা গরম, আধ পাগলার কাছে এসে মরবে নাকি? ও কখন কী করে কোন ঠিক আছে?'

এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলল না জেক। জিজ্ঞেস করল, 'আজ কোথায় গিয়েছিল ববি? জানো কিছু?'

'কীভাবে জানব? বিল অসকার বের হওয়ার দশ মিনিট পর দেখলাম, একটা সাইনবোর্ড হাতে নিয়ে ঝড়ের বেগে সে-ও বের হয়ে গেল। যাওয়ার আগে এমনভাবে তাকাল আমার দিকে যে, মনে হলো, ফিরে এসে জানটা কবজ করবে আমার।'

কলিঙ্গের উদ্দেশে হাত বাড়াল জেক। 'আট আর পনেরো নম্বর রুমের চাবি দাও।'

এগারো

ধীরে ধীরে চোখ খুলল শেরিফ। একই সকালে তৃতীয়বারের মত।

তার অবস্থা খুব একটা সুবিধার না। আগে দু'বার জ্ঞান ফিরে পেয়ে

হারিয়েছে সে। আবারও হয়তো হারাবে, ভাবল লুথার। প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করে ঘাড়টাকে ডানদিকে বাঁকাল সে, খোলা জানালা দিয়ে তাকাল মার্ফার অলস রাস্তার দিকে।

কর্মচঞ্চল না শহরটা। আশেপাশে র‍্যানশ্ আছে একাধিক, সেখান থেকে কাউবয়েরা মাঝেমধ্যে আসে এখানে, সময় কাটিয়ে যায়। ঝামেলাটা হয় তখনই। কিন্তু, সেসব ছোটখাটো, ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। পল জেমিসন গতরাতে যে কাজটা করে গেল, সেগুলোই বড় সমস্যা।

জ্ঞান হারাচ্ছে না দেখে উঠে বসবার চেষ্টা করল লুথার। প্রথমবারে পারল না। সফল হল দ্বিতীয়বার। উঠে বসবার পর তার মনে হল, হঠাৎ রাত হয়ে গেছে মার্ফায়। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল সে, দপ দপ করতে আরম্ভ করল খুলির আঘাতপ্রাপ্ত অংশটা। কিন্তু, কড়া লোক লুথার, পাত্তা দিল না ব্যথাটাকে। চোখের সামনে থেকে কালো পর্দাটা সরে না যাওয়া পর্যন্ত বসেই রইল।

খিদে টের পেল লুথার। সুলক্ষণ, ভাবল সে। আশেপাশে কোথাও তার স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে যতটা সম্ভব গলা চড়িয়ে ডাকল, 'আগাথা?'

রান্নাঘরে কিছু একটা করছিল পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলাটা। লুথারের ডাক শুনে ছুটে এল। দাঁড়াল স্বামীর সামনে।

জীবনের শুরুতে মানুষকে নির্ভর করতে হয় কারও না কারও উপর, ভাবল লুথার। আবার জীবনের শেষের দিকেও সেই একই নির্ভরতা দরকার হয় তার। স্ত্রীকে ওই মুহূর্তে এতটাই ভাল লাগল লুথারের যে, তার মনে হলো, মানবী নয় আগাথা, দেবদূত। ব্যথা অর্ধেক ভুলে গেল শেরিফ। বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল। বলল, 'খিদে পেয়েছে আমার। আমাকে ধরো। ডাইনিং টেবিলে নিয়ে চলো।'

টেবিলে বসবার আগে বেসিনটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল লুথার। ভালমত হাত-মুখ ধুলো। তারপর তাকাল সামনের আয়নাটার দিকে। দেখল, তার মাথার চারদিকে পেঁচিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ডান হাত তুলে আঘাতপ্রাপ্ত অংশটা ধরল সে। নরম, মোটা কিছু একটার অস্তিত্ব টের পেল। বুঝল, ঠেসে তুলো ভরা আছে জায়গাটায়।

'তা হলে ওরা আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে?' চেয়ারে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল লুথার।

'কিছুটা,' স্বামীর প্লেটে খাবার তুলে দিতে দিতে বলল আগাথা।

'অনেক রক্ত গেছে, তা-ই না?'

'না। এত জোরে মারেনি। বেন বলল, এক সপ্তাহ টানা বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে তুমি।'

খেতে খেতে গতরাতের ঘটনা জানতে চাইল লুথার। যতটুকু জানা ছিল, বলল আগাথা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ডেপুটি দেখতে এল না কেন তোমাকে?'

'কার কথা বলছ তুমি? হার্শ?'

'হার্শ ছাড়া আর কোন ডেপুটি আছে নাকি তোমার?'

'আছে। হার্শের অনুপস্থিতিতে কাজ করছে। জেক রায়ার নাম। ফোর্ট ডেভিসে গেছে হার্শ, হয়তো আজ রাতে ফিরবে। কিন্তু, আমার খোঁজ নিতে আসেনি জেক? তা হলে ওকেও আবার মারল নাকি পলের লোকেরা? তুমি শুনেছ কিছু?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল আগাথা।

জেকের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল লুথার। কিন্তু, কিছু না বলে খাওয়া চালিয়ে গেল। দু'জনের সমান খাবার খেল সে। তারপর পর পর দু'কাপ গরম কফি গিলল। খেয়াল করল লুথার, এখন আর ব্যথাটা খুব বেশি জ্বালাচ্ছে না তাকে।

নিজের চেষ্টাতেই উঠে দাঁড়াল শেরিফ। হেঁটে বেড়াল কিছুক্ষণ। তারপর গেল বেডরুমে, সময় নিয়ে পড়ল গানবেল্টটা। ডাইনিংরুম থেকেই স্বামীর কাণ্ড-কারখানা দেখছিল আগাথা, পায়ে পায়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে।

'মাথায় বাড়ি খেয়ে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার?'

হাসল লুথার। 'মার্ফার অবস্থা খুব খারাপ, ডার্লিং। আমাকে মেরে এক লোককে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে পল। টম আর লুসিকে খুন করার দায়ে আমার হাজতে বন্দী আছে আরেকজন। প্রথমে ভেবেছিলাম, ঠিক লোককেই ধরেছি আমি। কিন্তু, গতরাতে জেল অফিসে বসে অনেক ভেবে বুঝলাম, যাকে ধরেছি, সে খুনী নয়। এমনকী খুনটাও প্রমাণ করতে পারিনি এখনও। অথচ, বন্দী লোকটার উপর শোধ নেওয়ার জন্য এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে পাগলা কার্ক। আগে থেকেই খুন খুন বলে চেঁচাচ্ছে সে। আমার মনে হয়, ভাইয়ের খুনের বদলা নিতে কিছু না কিছু করার চেষ্টা করবেই কার্ক। আমার দশ বছরের শেরিফ জীবনে যা ঘটেনি, এক রাতেই ঘটে গেল সেটা। আমি না থাকলে হয়তো আরও খারাপ কিছু ঘটবে। মারা পড়বে নির্দোষ, নিরীহ লোকজন। কাজেই, যেতেই হচ্ছে আমাকে।'

স্বামীকে চেনে আগাথা। জেল অফিসে যাবেই এখন লুথার। তাকে থামানো যাবে না কিছুতেই।

আর কিছু বলল না আগাথা। নিজের বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে এল শেরিফ লুথার।

ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। ঝাঁকি সহ্য করতে পারবে না ভেবে স্যাডলে চড়ল না শেরিফ। হেঁটেই রওয়ানা হলো জেল হাউযের উদ্দেশে।

তাকে দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল পথচারীদের কেউ কেউ। রেস্টুরেন্ট মালিক যাচ্ছিল কোথাও, শেরিফকে দেখে এগিয়ে এল কাছে।

'কী ব্যাপার? ডাক্তার বেন কি আজকাল যাদু করতে শিখেছে?'

হাসল লুথার। জানতে চাইল, 'শহরের অবস্থা কী?'

'খুব খারাপ,' অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লোকটা, 'চ্যাংড়া ছেলেপেলেদের ইচ্ছেমত মদ খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে নিজের দলে ভিড়েয়েছে কার্ক। প্রয়োজনমত অস্ত্র আর ঘোড়াও যোগাড় করে ফেলেছে। তিনজনকে নিজের হাতে কটনউডে ঝুলানোর কসম খেয়েছে সে– স্যাম ওয়েড, এড রুফাস আর পলের ফোরম্যান ফ্র্যাঙ্ক মেলন। গতরাতে খেল দেখিয়ে গেছে পল জেমিসন, আজ রাতে দেখাবে কার্ক পোলার্ড। পল তো তবুও অনেক সতর্ক, হিসেবী। আর কার্ক যে অর্ধেক পাগল, মার্ফার সবাই সেটা জানে। পলের লোক তোমার খুলি ফাটিয়েছে, আর কার্ক তোমার খুলি উড়াবে। সাবধানে থেকো তুমি, লুথার,' বলে আর অপেক্ষা করল না লোকটা, চলে গেল।

চিন্তিত মুখে জেল অফিসে ঢুকল শেরিফ। তার সাথে চোখাচোখি হওয়ামাত্রই বলল স্যাম, 'তুমি মানুষ না অন্য কিছু?'

না শোনার ভান করল শেরিফ লুথার। গিয়ে বসল নিজের ডেস্কে।

'আমি মুক্তি পাচ্ছি কখন?' হাসি-ঠাট্টার ইচ্ছে লুথারের নেই বুঝতে পেরে সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল স্যাম।

'মুক্তি পাচ্ছ কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না এখনই। তবে, হার্শ ফেরার পর ওর কথা শুনে সিদ্ধান্তটা নিতে হবে আমাকে,' চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ স্যামের দিকে তাকিয়ে রইল শেরিফ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'জেককেও পিটিয়েছে নাকি পল গতরাতে?'

'না।'

'তা হলে তাকে দেখছি না কেন? কোথায় গেছে সে?'

'টম আর লুসির নিখোঁজ রহস্যটার তদন্ত করছে।'

'তুমি জানলে কীভাবে?'

'আমাকে বলে গেছে।'

'তুমি এমন বিশেষ কে যাকে বলে যেতে হবে?'

'আমি হচ্ছি দোষ না করে ফেঁসে যাওয়া এক নিরীহ লোক। গতকালও জিজ্ঞেস করেছিলাম, উত্তর দিতে পারোনি বলে আজ আবার জিজ্ঞেস করছি। ওদেরকে কেন খুন করতে যাব আমি? এমন কী জরুরি

দরকার পড়েছিল আমার?'

'সেটা তুমি জানো,' মুখ গোমড়া করে উত্তর দিল শেরিফ।

'বাদ দাও পুরনো কথা। গতরাতে ববির লাশ দাফন করেছে জেক। ববি কে বুঝতে পারছ তো? পল যাকে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে। যা-ই হোক, লাশটা কবরে নামানোর আগে লোকটার পকেট হাতড়ে দেখেছে তোমার ডেপুটি। যা যা পেয়েছে, রেখে গেছে নিজের ড্রয়ারে। ইচ্ছে হলে দেখতে পারো।'

করবার তেমন কিছু নেই। কাজেই, কাজটা করা যেতে পারে, ভেবে দেখল লুথার। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। ডেপুটির ডেস্কের দিকে এগুবার সময় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার এত গরজ কেন?'

'গরজ আমার থাকবে না তো কার থাকবে? সাধ করে কি কেউ গলায় দড়ি পড়তে চায়?'

জিনিসগুলো নিয়ে আবার নিজের চেয়ারে বসে পড়ল শেরিফ লুথার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সবগুলো। চিঠিটা মনোযোগ দিয়ে পড়ল দু'বার। তারপর হঠাৎ কী যেন মনে পড়ল তার। ড্রয়ার টেনে আরেকটা চিঠি বের করল সে। মিলিয়ে দেখল চিঠি দুটো। একসময় হাত থেকে ডেস্কের উপর রেখে দিল দুটো চিঠিকেই। আরাম করে হেলান দিল চেয়ারে। তারপর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল স্যামের দিকে।

লুথারের দৃষ্টিটা কয়েক মুহূর্ত সহ্য করবার পরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটল স্যামের। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'যতদূর জানি, আমি কুৎসিত পুরুষ মানুষ আর তুমিও বুড়ো হয়েছ। তাহলে উজবুকের মত তাকিয়ে আছ কেন আমার দিকে?'

'কার্ক একটা দল গড়েছে, জানো?'

'না। আমাকে জানিয়ে কাজটা করেনি সে। আর আমাকে তার দলে যাওয়ার আমন্ত্রণও জানায়নি।'

'শহরের সব উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের দলে নিয়েছে সে।'

'স্বাভাবিক,' মন্তব্য করল স্যাম। 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।'

'দলটা কেন গড়েছে সে, বুঝতে পারছ?'

'কেন আবার? দল নিয়ে ভাইকে খুঁজতে বের হবে প্রথমে। আধ ঘণ্টা দৌড়াদৌড়ি করার পর গরমে আর সবকিছুর মত ওর মাথাটাও গরম হবে, তখন খুঁজবে কাকে ঝুলানো যায় কটনউডে। শেষ পর্যন্ত কাউকে না পেয়ে নিজের ঘোড়াটাকেই ঝুলিয়ে দেবে পাগলটা।'

'ভাইকে খুঁজে না পেলে ফিরে এসে তোমাকে নিজ হাতে ফাঁসিতে ঝুলানোর কসম খেয়েছে সে,' আসল কথাটা জানাল শেরিফ।

রক্ত সরে গেল স্যামের মুখ থেকে। ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কথাটা আমাকে কেন জানালে, লুথার?'

'কারণ, আমার মনে হয়, টম বা লুসি নিখোঁজ হওয়ার পেছনে সত্যিই হাত নেই তোমার।'

'আমিও তোমার সাথে একমত, শেরিফ,' দরজার কাছ থেকে হঠাৎ ঘোষণা করল একটা মিষ্টি নারী কণ্ঠ।

একই সাথে ঘাড় ঘুরাল লুথার আর স্যাম। দেখল, জেল অফিসের দরজায় কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে লরা জেমিসন।

বারো

আট নম্বর রুমটার ভিতরে পা দিয়ে কেমন একটা অদ্ভুত, গা শিউরানো ভাব হলো জেকের। মনে হলো, তাকে লক্ষ করছে কেউ একজন। পিস্তলের বাঁটটাতে হাত রাখল সে। ঠাণ্ডা, পরিচিত ধাতব স্পর্শে অপার্থিব অনুভূতিটা দূর করল।

দেখলেই বোঝা যায়, ঘরটা একজন নিঃসঙ্গ, আগোছালো লোকের। অল্প কিছু কাপড়-চোপড় তার, সেগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে এখানে-সেখানে। কাপড়গুলো খেয়াল করল জেক। সব সস্তা, কম দামি।

জিনিসপত্র বলতে দাড়ি কামানোর যন্ত্রপাতি আর তিন বাক্স বুলেট। ঘরটাতে ভালমত আরেকবার নজর বুলাল জেক। একপ্রান্তে একটা রঙের কৌটা দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল। সাবধানে খুলল কৌটাটা। দেখল, ভিতরে সাদা রঙ। পাশে একটা ব্যবহৃত ব্রাশও দেখতে পেল। ববির মত একজন গানম্যান রঙ আর ব্রাশ দিয়ে কী করতে পারে, মাথায় এল না জেকের।

ববির কাপড়গুলো একটা একটা করে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করল সে। কতগুলো কাগজের টুকরো ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই পেল না। সবগুলো কাগজের টুকরো নিয়ে বিছানার উপর বসে পড়ল জেক। সময় নিয়ে দেখল।

একটা চিরকুট, তিন-চারটা রসিদ, আর বেশিরভাগই বাজে হিসাবের কাগজ। হিসাবের কাগজগুলোতে দুয়েকবার করে চোখ বুলিয়ে কিছুই বুঝতে না পেরে সেগুলো দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে দিল জেক।

রসিদগুলো খেয়াল করল সে তারপর। একটা বিগ বেন্ডের জনৈক

উইলবার কর্তৃক স্বাক্ষরিত, নীচে লেখা– উইলবার অ্যান্ড সন্স। বিবরণটা পড়ে বুঝতে পারল জেক, একটা ফোল্ডিং নাইফ বিক্রির রসিদ সেটা।

বাকিগুলোর লেখা প্রায় হলুদ হয়ে গেছে, ঠিকমত পড়তে পারল না জেক। কীসের রসিদ সেগুলো, বুঝতে পারল না।

সবার শেষে চিরকুটটাতে মনোযোগ দিল সে। তাতে লেখা আছে– "দায়িত্ব বুঝে নিয়েছি, মিস্টার অ্যান্থনি মার্জ।" লাইনটার নীচে একটা নাম লেখা– "আর্ট কার্ভেল, পরামর্শদাতা উকিল, বিগ বেন্ড।"

খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করল জেকের। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে একটু আলোর দেখা পাওয়া গেছে। আর্ট কার্ভেল কে, কোথায় থাকে, কী করে জানা গেছে। কিন্তু, ভাবল জেক, অ্যান্থনি মার্জ কে? ববিই নাকি? তাহলে তার আসল নাম কি সেটাই? ববি ডাক নাম? আর্ট কার্ভেলের কাছে খোঁজ নিলেই জানা যাবে।

ভাগ্য আরও সহায়তা করল জেককে। চিরকুটটা থেকে চোখ তুলে জানালার দিকে তাকানোমাত্রই একটা অসঙ্গতি দেখতে পেল সে।

বোর্ডারদের লেখার সুবিধার্থে প্রতিটা ঘরেই একটা করে টেবিল-চেয়ার দিয়েছে কলিন্স। এ ঘরেও আছে। কিন্তু, টেবিলের সাথে নেই চেয়ারটা, সেটাকে সরিয়ে জানালার কাছে নিয়ে রেখেছে কেউ।

নিশ্চয়ই কলিন্স না, ভাবল জেক। সে ঘাঁটায়নি ববিকে। তাহলে ববিই করেছে কাজটা। কেন?

উত্তরটা জানবার জন্য বিছানা ছেড়ে চেয়ারটার কাছে গেল জেক। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল চেয়ারটার দিকে। লাভ হচ্ছে না বুঝতে পেরে বসে পড়ল চেয়ারটাতে। তাকাল ঘরের ছাদের দিকে।

কাঠের ছাদ। কোন বৈশিষ্ট্য নেই। চেয়ারে দাঁড়িয়ে ছাদটা ধরবার চেষ্টা করত না ববি, নিশ্চিত হলো জেক।

মাথা নামাল সে। এবং তখনই বুঝতে পারল, চেয়ারটা জানালামুখী করে রাখা হয়েছে।

তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা? নিজের কাছেই জানতে চাইল জেক। চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কী দেখত ববি মার্জ?

বাইরে দেখা যাচ্ছে মার্ফার ধূলিধূসর রাস্তা। শহরে ঢুকবার পথটা। সেলুনটার একাংশ। ধীরে-সুস্থে হেঁটে চলা পথচারীদের দুয়েকজনকে। লম্বা সময় পর পর আরোহী পিঠে গন্তব্যের দিকে দৌড়ে যাওয়া বিভিন্ন জাতের ঘোড়া। আরও দেখা যাচ্ছে রৌদ্রদগ্ধ এক অলস দুপুর। পুড়ে যাওয়া আকাশটার পশ্চিমদিক। খেয়াল করল জেক, নীলের মধ্যে হালকা কালো ছোপ লেগেছে আকাশটাতে। টেক্সাসের গ্রীষ্ম হয়তো চাতক পাখির

মত প্রার্থনা করেছিল বৃষ্টির জন্য, কবুল হয়েছে সেটা, অত্যন্ত ধীর গতিতে মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে শূন্যতার খালি পাত্রে।

অদ্ভুত এক বেদনা টের পেল জেক। এই বেদনা কাঁদায় না, হাহাকার জাগায়। ওর মনে হলো, কার যেন পাশে থাকবার কথা ছিল; কিন্তু, নেই সে।

স্বপ্নীল দুই চোখের লাগাম ছেড়ে দিল জেক। বল্গাহীন হয়ে একটু ঢুলুঢুলু হয়ে এল তার চোখজোড়া, এবং ধোঁকাটা হয়তো সেজন্যই খেল। মার্ফার প্রধান সড়ক দিয়ে কুচকুচে কালো এক ঘোড়ায় চেপে লরা জেমিসনকে ঢুকতে দেখল সে।

মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেল জেকের। দুই হাত দিয়ে চোখ রগড়ে জানালার কাছে এগিয়ে গেল। দেখল, সোজা জেল হাউযের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লরা।

লরাকে আর সব কিছুর মতই পরিষ্কার দেখতে পেয়ে বুঝতে পারল জেক, ধোঁকা খায়নি সে। খুব ইচ্ছে হলো তার, গিয়ে দেখা করে মেয়েটার সাথে। কিন্তু, নিজেকে শাসন করল জেক, এখন প্রেম-ভালবাসার সময় না। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়। দল নিয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কার্ক।

আট নম্বর ঘরটা থেকে বের হওয়ার সময় জেকের মানসপটে আবার ভেসে উঠল লরার আবির্ভাবের দৃশ্যটা। এবং, তখনই বিদ্যুচ্চমকের মত বুঝতে পারল সে, জানালার সামনে চেয়ার নিয়ে বসে থেকে কী দেখত ববি।

এক সপ্তাহ ধরে কারও অপেক্ষায় ছিল ববি। এ কারণেই রুম ছেড়ে কোথাও যেত না সে, এমনকী সেলুনেও না। রেস্টুরেন্টে যেত, কিন্তু, যত দ্রুত সম্ভব খেয়ে ফিরে আসত।

গতকাল বের হয়েছিল সে, নিজেকে জানাল জেক। কেন? যার জন্য অপেক্ষা করছিল, পৌঁছে গিয়েছিল লোকটা মার্ফায়?

যদি ধরে নেওয়া হয় উত্তরটা হ্যাঁ, তখন আরেকটা প্রশ্ন দেখা দেয়। লোকটা কে?

মার্ফায় গতকাল কে কে এসেছিল? নিজেকে জিজ্ঞেস করল জেক। অনেকেই। কত লোকই তো আসা-যাওয়া করছে প্রতিদিন। তাদের মধ্যে কার জন্য অপেক্ষা করছিল ববি?

কলিন্সের একটা কথা মনে পড়ে গেল জেকের– "দরজা দিয়ে ঢুকে আমার সামনে দাঁড়াল লোকটা। হোটেলে ঢুকলে লোকে কী করে? হাই, হ্যালো না বললেও জানতে চায় রুম খালি আছে কি না। ববি কী করল জানো? ওহায়ো থেকে স্টেজকোচ কখন মার্ফায় এসে পৌঁছে, জানতে চাইল।"

তারমানে, ববির লোকটা ওহায়ো থেকে এসেছে।

আট নম্বর রুম থেকে করিডরে বের হয়ে এসেছিল জেক, হাঁটছিল লুসির চাচা বিল অসকারের রুমের দিকে। কথাটা মনে পড়তেই থেমে গেল। তাকাল পনেরো নম্বর রুমের বন্ধ দরজাটার দিকে।

বিল অসকার। স্টেজ কোচে চেপে ওহায়ো থেকে গতকাল মার্ফায় এসেছিল। নিজের ঘরে, জানালার সামনে বসে হয়তো তাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল ববি মার্জ।

উনিশ নম্বর রুমের দরজাটা খুলে গেল হঠাৎ। দুই কোমরে দুই পিস্তল ঝুলিয়ে বের হয়ে এল কার্ক। করিডরে জেককে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘাবড়ে গেল সে। তার চেহারায় স্পষ্ট ভীতি দেখতে পেল জেক। তাকে চিনতে না পেরে মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ করল কার্ক, তারপরই সাপের মত ছোবল মারল হোলস্টারে। চোখের পাতাও পড়ল না জেকের, তার আগেই জোড়া পিস্তল বের হয়ে এল কার্কের হাতে। দিনের আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেল জেক, সাদা হয়ে যাচ্ছে কার্কের দুই তর্জনীর নখ। গুলি করতে যাচ্ছে সে।

*

'মানতে পারলাম না শেরিফ,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল লরা।

শেরিফ লুথারের সামনের চেয়ারটাতে বসে প্রাণহীন জেল অফিসটাতে প্রাণের সঞ্চার করেছে লরা জেমিসন। এতক্ষণ স্যামের ওকালতি করছিল মেয়েটা, বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছিল, টম আর লুসিকে কিছুতেই খুন করতে পারে না স্যাম। গতরাতে বাবার মুখ থেকে স্যামের ঘটনাটা শুনেছে সে, তাই আজ নিজেই ছুটে এসেছে প্রত্যুপকার করতে।

লুথার যখন বলল, ডাকাতি করবার উদ্দেশে কাজটা করে থাকতে পারে স্যাম, তখনই মন্তব্যটা করল লরা।

'মানতে না পারার কী আছে?' জানতে চাইল শেরিফ।

'গতকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে আমাকে ববি না কী যেন বললে লোকটার নাম, তার কবল থেকে উদ্ধার করছিল মিস্টার স্যাম ওয়েড আর ...'

একটা বিকট হাঁচির শব্দে থেমে যেতে বাধ্য হল লরা। ইচ্ছে করে হাঁচিটা দিয়েছে স্যাম; উদ্দেশ্য, মেয়েটা যেন তার কথা শেষ করতে না পারে।

বিরক্ত মুখে স্যামের দিকে তাকাল শেরিফ। তারপর আবার লরার দিকে ঘুরে বলল, 'হ্যাঁ, কী যেন বলছে তুমি?'

আবার বাধা দিল স্যাম। বলল, 'লরা কী বলছিল বাদ দাও। আমি

কী বলি সেটা শোনো। একজন…আ, কী বলব, সম্মানিত সাক্ষী জুটে গেছে আমার। লরার কথা বিশ্বাস করতে নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা নেই তোমার? সাড়ে চারটার সময় ওয়াটার ট্যাঙ্কে থাকলে ডাকাতিটা কখন করলাম আমি? নাকি বলবে ডাকাতি করে আবার ফিরে গিয়েছিলাম ওয়াটার ট্যাঙ্কে? আসলে আমাকে গায়ের জোরে আটকে রেখেছ তুমি, প্রমাণ বলতে কিছুই নেই তোমার কাছে…'

'চুপ করো,' এক ধমকে স্যামকে থামিয়ে দিল শেরিফ লুথার, 'আগেই বলেছিলাম, একজন সঙ্গী আছে তোমার। সেটা যে ববি মার্জ না, বুঝব কী করে? বার স্টিরাপের প্রবেশপথে দুটো ঘোড়ার ট্র্যাক নিজ চোখে দেখেছি আমি। এবং, সে ব্যাপারে সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা এখনও দাওনি। তুমি কী ভেবেছ আমাকে? দুধের বাচ্চা? ফিরে এসে হার্শ যদি বলেও যে রাত দশটার পর ফোর্ট ডেভিস ছেড়েছিলে তুমি, তারপরও ছাড়ব না তোমাকে। তোমার সঙ্গীর নাম আমাকে জানতেই হবে। সমাধান করে ছাড়বই আমি রহস্যটার।'

'ওর সঙ্গীর নাম আমি জানি,' ধীর গলায় ঘোষণা করল লরা।

প্রমাদ গুনল না স্যাম। জানে, গুনে লাভ হবে না। কথাটা যখন বলেই ফেলেছে লরা, সেটা জানবার আগে মরবেও না শেরিফ। কপালে বিপদ লেখা থাকলে সেটা কেউ ঠেকাতে পারে না, কথাটা মনে মনে বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিল স্যাম।

'বলো কী?' আশ্চর্য হয়ে গেল লুথার। 'কে সে?'

'আরে সেই লোকটাই তো আমাকে বাঁচিয়েছে ববির কবল থেকে,' বলতে বলতে গালদুটো লাল হয়ে গেল লরার।

ও, মনে মনে বলল স্যাম, আমি কিছু করিনি? সব জেকই করেছে? গুলি করলাম আমি, ববির পিছু ধাওয়া করলাম আমি, হারামি লুথারের হাতে ধরা পড়লাম আমি, আর ননী খেল জেক? এজন্যই তো মেয়েরা নিমকহারাম!

'নামটা বলো আমাকে,' দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে লরার দিকে অনেকখানি ঝুঁকল শেরিফ।

'কী, করে কী?' বিড় বিড় করল স্যাম। 'চুমু খাবে নাকি? বুড়ো বয়সেও ইতরামি করার স্বভাব যায়নি হারামিটার?'

'জেক রায়ার,' বলতে গিয়ে গাল, গলা, কান লাল হয়ে গেল লরার।

নামটা শুনে ছিটকে পিছনে সরে গেল শেরিফ। স্যামের মনে হলো, লরা যেন একটা সাপ, লকলকে জিভ বের করেছে, দেখে ভড়কে গেছে লুথার।

'কী, কী বললে তুমি?' এতই আশ্চর্য হয়েছে শেরিফ যে, তোতলাতে আরম্ভ করল সে।

'জেক রায়ার,' যেন নামটা অত্যন্ত গোপন, একান্ত আপন– এমনভাবে আবার বলল লরা।

স্যাম বুঝল, জেকের প্রেমে পড়ে গেছে লরা। মেয়েটাকে প্রেমের জালে ফাঁসানোর জন্য মনে মনে জেককে অভিশাপ দিল সে।

কী বলবে বোধহয় ভেবে পেল না শেরিফ লুথার। প্যাঁচার মত মুখ করে স্যামের দিকে তাকিয়ে রইল। স্যাম তাকাল হাজতের ছোট্ট জানালাটার দিকে, মাটি থেকে চোদ্দ ফিট উপরে। শেরিফের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য তাকিয়েই রইল। অখণ্ড নীরবতা নেমে এল জেল অফিসে।

কেশে গলা পরিষ্কার করল লরা। জানতে চাইল, 'নামটা শুনে চুপ করে গেলে কেন লুথার?'

'গেলাম, কারণ, লোকটা আমার নতুন ডেপুটি,' ব্যাখ্যা করল শেরিফ।

কথাটা শুনে যার পর নাই খুশি হয়ে উঠল লরা। তারপরেও ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করল, 'কেন? হার্শের কী হয়েছে?'

কী হয়েছে, বলল শেরিফ।

লুথার আর লরার কথোপকথন চলল আরও কিছুক্ষণ। একসময় উসখুস করতে আরম্ভ করল মেয়েটা। মনের কথাটা না পারি কইতে, না পারি সইতে– এমন অবস্থা। ভাবভঙ্গি দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারল স্যাম, জেক কোথায় আছে, জানতে চায় লরা। কিছু না বলে মুখ বন্ধ রাখল স্যাম।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল লরা। তারপরও জেক এল না দেখে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'তোমার ডেপুটিকে দেখছি না কেন, শেরিফ?'

'কে জানে কোন্ নরকে মরতে গেছে?' মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল লুথার। প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছে সে নিজের উপর। স্যাম আর জেকের কাজটাকে প্রতারণা বলে মনে হচ্ছে তার।

শেরিফের আচরণে দুঃখ পেল লরা। কিন্তু, কিছু বলল না। আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে হতাশ মুখে চলে গেল একসময়। একটু খারাপই লাগল স্যামের কাছে।

লরা চলে যাওয়ার পর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লুথার। অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়াল জেল অফিসের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত। তারপর বলল, 'জেককে খুঁজতে অফিস ছেড়ে বাইরে যাওয়ার দরকার নেই আমার। সে-ই আসবে এখানে। তোমার বন্ধু যখন, একটা দায়িত্ব আছে তার। তা না হলে কেউ টম আর লুসির ব্যাপারে ওর মত যেচে

তদন্ত করাতে চাইত না। দেখি কতদূর কী করতে পারে ও। আশা করি, তোমার পাশের সেলে তাকে ঢোকানোর দরকার পড়বে না। তোমাদের দু'জনের গলা বাঁচাতে আদাজল খেয়ে কাজ করবে সে নিশ্চয়ই।'

*

শেষ মুহূর্তে জেককে চিনতে পেরে ট্রিগারের উপর থেকে আঙুল সরিয়ে নিল কার্ক পোলার্ড।

'তুমি জেক রায়ার না? আমাকে এড রুফাসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে? এখানে ওরকমভাবে দাঁড়িয়েছিলে কেন? আরেকটু হলেই তো ফুটো হয়ে যেতে। ওটা আবার কী? তারা? ওটা ঝুলিয়েছ কেন শার্টে? তুমি কি মার্ফার নতুন শেরিফ? কী হয়েছে লুথারের?'

বার কয়েক ঢোক গিলে শুকনো গলাটা ভেজানোর চেষ্টা করল জেক। লাভ হলো না খুব একটা। বুকের ভিতরে ধক ধক করছে, টের পেল সে। গলা দিয়ে কোলাব্যাঙের মত আওয়াজ বের করে বলল, 'শেষ মুহূর্তে হলেও আমাকে চিনতে পারার জন্য ধন্যবাদ। কল্পনাও করিনি তুমি এতটা ফাস্ট।' তারপর গতরাতের ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করল জেক। তার ডেপুটি শেরিফ হওয়ার কারণটা বলল।

'বুঝলাম,' উপরে-নীচে মাথা নাড়ল কার্ক, 'খুনীদের ওরকম সাজাই হওয়া উচিত।'

কার্ক কথাটা ববির ব্যাপারে বললেও স্যামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না একবার ভাবল জেক। তারপর জিজ্ঞেসই করে ফেলল, 'কার কথা বলছ তুমি?'

'কার আবার? অ্যান্থনি মার্জের।'

'কার?' বুঝতে পারল না জেক।

'ক্যাবলা নাকি তুমি?' রেগে গেল কার্ক। 'এত কার কার করছ কেন? বললাম না ববি মার্জের?'

'ও, আচ্ছা। তো, তুমি কেমন আছ খোঁজ নিতে যাচ্ছিলাম রুমে,' মিথ্যে বলল জেক, 'কিন্তু, যে কাণ্ডটা করলে! এরপর থেকে তোমার খোঁজ নিতে হলে অন্য কাউকে পাঠাব, নিজে আসব না।'

হাসল কার্ক। জেককে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল তার জায়গায়। নিজে গিয়ে দাঁড়াল জেকের মুখোমুখি। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এবার দেখো। চেহারা দেখা যাচ্ছে আমার?'

আলোটা কার্কের পিছন থেকে আসছে। উজ্জ্বল আলোর পটভূমিতে কার্কের একটা ছায়ামূর্তি তৈরি হয়েছে, কাঠামোটা বোঝা যাচ্ছে, চেহারাটা যাচ্ছে না। ভয়টা কেন পেয়েছে কার্ক, বুঝতে পারল জেক।

'আমি কেমন আছি, সেটা তো জানতে পারলেই। আর রুমে গিয়ে কোন লাভ হবে? চলো, একসাথে বের হই।'

'সম্ভব না, কার্ক। টম আর লুসির নিখোঁজ রহস্যটার তদন্ত করার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে লুথার। আমি সত্যিই জানতে চাই কী ঘটেছে তোমার ভাই-ভাবির কপালে। ও, ভাল কথা। লুসির চাচা বিল অসকার যে গতকাল মার্ফায় এসেছিল, জানো তুমি?'

'না তো,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল কার্ক।

'এই হোটেলেই উঠেছিল। পনেরো নম্বর রুমে। স্টেবল থেকে একটা ঘোড়া ভাড়া করে বার স্টিরাপে গিয়েছিল। শুনলে তোমার খারাপ লাগবে, কিন্তু, না বলেও পারছি না, টম আর লুসির মত বিলও নিখোঁজ হয়ে গেছে গতকাল।'

'তারমানে,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল কার্ক, 'স্যাম ওয়েড, এড রুফাস বা ফ্র্যাঙ্ক মেলন এই তিনজনের একজন খুন করেছে ওদেরকে। আমি কী জিনিস, টের পাবে এরা সবাই।'

'কী করবে তুমি?' সতর্ক গলায় জানতে চাইল জেক।

'মার্ফার বেশিরভাগ লোকই হারামি। দুয়েকজন আছে ভাল। তারা আমাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ওদেরকে নিয়ে একটা দল গড়েছি আমি, নাম দিয়েছি– দা রিভেঞ্জ পার্টি। এখন যাচ্ছি দল নিয়ে পুরো এলাকাটা চষে ফেলতে। ওদেরকে জ্যান্ত পেলে ভাল, না পেলে...' কথাটা শেষ না করে জানতে চাইল কার্ক, 'তুমি বার স্টিরাপে যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'কখন?' উত্তর না দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল কার্ক।

'খুব সম্ভবত দুপুরের পর। কেন? কোন দরকার আছে তোমার?'

'না। এমনি জিজ্ঞেস করলাম,' বলেই আর অপেক্ষা করল না কার্ক, দুপদাপ পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নীচে।

তেরো

যেরকম ভেবেছিল জেক, বিল অসকারের রুমে ঢুকে সেরকমই দেখতে পেল।

বিছানা ব্যবহার করা হয়নি। একেবারে পরিপাটি, নিভাঁজ আছে

চাদরটা। জিনিসপত্র যেটা যেখানে থাকা উচিত, সেখানেই আছে। কোন মালপত্র, কাপড়-চোপড় নেই। জেকের মনে হলো, ওর আগে কেউ ঢুকেইনি পনেরো নম্বর রুমটাতে।

বিল অসকার লোকটা যে সত্যিই এলেবেলে, নিজ চোখে দেখে সেটার প্রমাণ পেল জেক। লোকটা রুম ভাড়া নিল হোটেলে, তা-ও আবার ডাবল, কিন্তু, সেখানে থাকলই না। সঙ্গে জিনিসপত্র না থাকাতে বোঝা যাচ্ছে, হয়তো লুসির সাথে দেখা করেই চলে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তার। তা হলে সে এত বড় রুম ভাড়া নিতে গেল কেন?

আর কিছু দেখবার নেই বুঝতে পেরে তালা লাগিয়ে বের হয়ে এল জেক।

হোটেলের বাইরে এসে পোর্চে দাঁড়িয়ে বাইরের উজ্জ্বল আলোর সাথে চোখকে মানিয়ে নিল সে। এবার কোথায় যাওয়া যায়, ভাবল। প্রথমে ডাক্তার বেন, তারপর পোস্ট অফিস আর সবশেষে বার স্টিরাপ।

এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যগুলো থেকে বুঝতে পারছে সে, ববি আসলে কেঁচো। ঠিকমত খুঁড়লে সাপটা বের হয়ে আসবে। কিন্তু, সমস্যা হচ্ছে, বেঁচে নেই ভয়ঙ্কর গানম্যান লোকটা। ব্যাপারটা হয়তো জেকের জন্য স্বস্তিরও বটে। তাকে জেরা করবার কোন উপায় নেই, আবার তার কবলে পড়ে প্রাণ হারানোরও ভয় নেই।

ঘাড়ে বাঁধা রুমালটা খুলে মুখটা ভালমত মুছল জেক। হ্যাটটা একটু তেরছাভাবে পড়ে নিল। আকাশে কালোর ছোপটা একটু মোটা হয়েছে, কিন্তু, সূর্য এখনও আগের মতই আগুনের গোলক।

চলতি পথে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে জেল অফিসের দিকে তাকাল জেক। হিচিং রেইলে এখনও বাঁধা আছে লরার ঘোড়াটা।

আচ্ছা, শেরিফ তো নেই অফিসে, ভুল ভাবল জেক, তা হলে কার সাথে কথা বলছে লরা? স্যামের সাথে? হবে হয়তো। অথবা, হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

পা দুটো বার বার বিদ্রোহ করল জেকের বিরুদ্ধে, ডাক্তার বেনের বাড়ির দিকে না গিয়ে ঘুরে যেতে চাইল জেল অফিসের দিকে। তাদেরকে শাসনে রাখতে নির্মম হতে হলো জেককে।

বেনের দরজায় টোকা দিয়ে মনে পড়ল জেকের, লরার সাথে কথা বলতেই হবে। ওয়াটার ট্যাঙ্কের ঘটনাটা আরও খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে মেয়েটাকে।

জেক আর কিছু ভাববার আগেই খুলে গেল দরজাটা। টাক মাথা নিয়ে উদয় হল ডাক্তার বেন। একবার দেখেই চিনতে পারল জেককে।

'কী? আজ ঘোড়া চড়েছে কার উপর? তোমার উপরেই নাকি? কোথায়, দেখতে পাচ্ছি না তো? নাকি ঝগড়া করতে গিয়ে সীসা খেয়ে ফেলেছে কেউ?'

বেনকে ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল জেক। বলল, 'ঘোড়াও চড়েনি, সীসাও খায়নি। তবে তুমি সহায়তা না করলে সন্ধ্যার পর হজম ক্ষমতার বেশি সীসা খেতে পারে যে কেউ।'

জেকের কথাটা হেঁয়ালি বলে মনে হলো বৃদ্ধ ডাক্তারের কাছে। ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইল, 'কী বলছ ওলট-পালট? সোজাসুজি বলতে কি কেউ মানা করেছে তোমাকে?'

বার স্টিরাপে যাওয়ার পর থেকে আরম্ভ করে কার্কের দল গঠন করা পর্যন্ত ঘটনাগুলো সংক্ষেপে খুলে বলল জেক। তবে নিজের নাম নিল না একবারও। স্যামের কথা উল্লেখ করল প্রতিবার। সবশেষে বলল, 'তোমার কাছে একটা ব্যাপার জানতে এসেছি। লুসির ব্যাপারটা।'

'লুসির ব্যাপারটা?' ঠিক বুঝল না বেন।

'পোয়াতি ছিল লুসি। এ ব্যাপারে তোমার সাথে কি যোগাযোগ করেছিল লুসি বা টম?'

'অবশ্যই করেছিল। আমার সাথে যোগাযোগ করবে না তো কার সাথে করবে? মার্ফার একমাত্র ডাক্তার আমিই,' বেনের স্বরে স্পষ্ট অহংকার।

'তুমি কী বলেছিলে তাদের?'

'প্রথমবারের মত মা হতে যাচ্ছিল লুসি। একটু ঘাবড়ে ছিল মেয়েটা। আমি তাকে অভয় দিলাম। ওদের রানশের সব কাজকর্ম ওরা নিজেরাই করত। টমকে বললাম, লুসির উপর থেকে কাজের চাপ কমিয়ে দিতে। ভারী জিনিস উঠাতে নিষেধ করলাম লুসিকে। ব্যস, এই তো।'

'লুসিকে চলাফেরা করতে নিষেধ করেছিলে তুমি?'

'নাহ্,' আশ্চর্য মনে হল বেনকে, 'সেরকম কিছু তো বলিনি!'

'ভালমত চিন্তা করে বলো। তোমার কাছে অনেকবার এসেছিল ওরা, হয়তো কখনও বলেও থাকতে পারো।'

'অনেকবার এসেছিল– কথাটা কে বলল তোমাকে? মাত্র একবার এসেছিল। তাও আবার মাস তিনেক আগে। তখন সবেমাত্র বাচ্চা এসেছে লুসির পেটে।'

'বলো কী?' হাঁ হয়ে গেল জেক। মনে মনে একটা হিসাব কষল সে। তারপর বলল, 'তারমানে, আর মাসখানেক পরে নয়, সামনের শীতের শেষে বাচ্চাটার জন্ম দিতে যাচ্ছিল মেয়েটা?'

'অবশ্যই,' জোর দিয়ে বলল বেন।

যা জানবার ছিল, জানা হয়ে গেল জেকের। বের হয়ে এল সে রাস্তায়। সোজা হাঁটা ধরল পোস্ট অফিসের উদ্দেশে।

কিন্তু, পোস্ট অফিসের বাইরে লরার ঘোড়াটাকে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়ে থমকে গেল সে। মেয়েটা হয়তো চলে যাচ্ছিল, যাওয়ার পথে একটা চিঠি পোস্ট করবার জন্য ঢুকেছে পোস্ট অফিসে।

ঘণ্টাখানেক আগের অজানা বেদনাটাকে বুকের ভিতর টের পেল জেক। কিন্তু, দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট না করে ঢুকল পোস্ট অফিসে।

ওই যে, একটা কাঠের টেবিলের সামনে প্রায় ভাঙা একটা চেয়ারে বসে আছে মেয়েটা। দেখে মনে হল জেকের, ফুল ফুটেছে পোস্ট অফিসের ভিতরে। ধীর পায়ে লরার দিকে এগিয়ে গেল সে।

'হ্যালো, লরা। শুনলাম, তুমি নাকি আমার খোঁজ করছিলে?'

কিছুটা চমকে উঠল লরা। মুখ তুলে তাকাল। জেককে দেখতে পেয়ে তার সারা মুখ উদ্ভাসিত হলো অনাবিল হাসিতে। হাসিটা শুধু তার মুখে নয়, চোখেও দেখতে পেল জেক। মেয়েটার চোখজোড়ায় হাসির সাথে ফুটে থাকা অন্য একটা ভাবও দৃষ্টি এড়াল না তার।

তা হলে কি লরাও আমাকে···? ভাবনাটাকে সেখানেই গলা টিপে মেরে ফেলল জেক।

'তুমি ভদ্রলোক না,' লরার গলায় কৃত্রিম অভিযোগ, 'যাওনি আমাদের রানশে।'

শার্টে ঝুলানো তারাটার দিকে ইঙ্গিত করল জেক, 'টিনের এই ছোট্ট জিনিসটা হয়তো ভদ্রতা ভুলিয়ে দেয় লোককে। যা-ই হোক, এখানে-অনেক ভিড়। চলো, বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলি।'

এক বাক্যে রাজি হয়ে গেল লরা। ওরা দু'জন গিয়ে দাঁড়াল পোস্ট অফিসের বাইরের এক দালানের ছায়ায়।

লরার কাছে পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল জেক। তারপর বলল, 'বুঝতেই পারছ, ফেঁসে গেছি আমি আর আমার বন্ধু স্যাম ওয়েড। হয়তো আমাদের ফাঁসির দড়িতে ঝুলাতে পারবে না শেরিফ লুথার, কিন্তু, আসল অপরাধী ধরা না পড়লে লোকের কাছে আর দাম পাব না আমরা।'

'তারমানে,' চিন্তিতভাবে বলল লরা, 'তুমিও বিশ্বাস করো, খারাপ কিছু ঘটেছে টম আর লুসির ভাগ্যে?'

'শুধু ওরা দু'জনই না, সঙ্গে লুসির চাচা বিল অসকারও আছে।'

'কী জানতে চাও তুমি?'

সময় নিল জেক। কোথা থেকে শুরু করা যায়, ভাবল একবার। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'গতকালের ঘটনাগুলো মনে করো। ওয়াটার

ট্যাঙ্কটাতে যাওয়ার উদ্দেশে স্প্লিট এক্স ছেড়ে বের হলে তুমি। তারপর আবার সেখানে ফিরে এলে। এই যাওয়া-আসার মাঝখানে উল্লেখযোগ্য যা যা ঘটেছে, সব বলো আমাকে। সেটা যত ছোট বা হাস্যকরই হোক না কেন।'

একটু ভেবে নিয়ে শুরু করল লরা, 'লুসির সাথে খুব খাতির ছিল আমার। সে বয়সে আমার থেকে বড় হলেও বন্ধুর মত ছিলাম আমরা। ওয়াটার ট্যাঙ্কে গেলে হাতে সময় নিয়ে বের হই আমি। আগে একবার দেখা করি লুসির সাথে, তারপর যাই গোসল করতে। মাঝেমধ্যে আমার সাথে লুসিও আসত। যাই হোক, গতকাল বার স্টিরাপের পরিবেশটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগল আমার কাছে। রানশের দরজা খোলা, কেবিনের সদর দরজা খোলা, সব কিছু কেমন যেন এলোমেলো। কেবিনের বাইরে একটা ঘোড়া গ্রাউন্ড হিচিং করে রাখা ছিল। তারমানে, কেউ একজন এসেছিল বার স্টিরাপে। আমি...'

'একটু থামো,' হাত তুলে লরাকে থামিয়ে দিল জেক। 'ঘোড়াটা কি বাদামী রঙের বড় একটা রোন? তেল চিকচিকে চামড়া? স্যাডলটা খুব দামি?'

জেকের প্রথম প্রশ্নটা শেষ হওয়ার আগেই মাথা নাড়তে আরম্ভ করেছিল লরা, জেকের শেষ প্রশ্নটা শেষ হওয়ার পরও কিছুক্ষণ মাথা নাড়ল সে। একসময় মাথা নাড়ানো থামিয়ে বলল, 'মিলল না একটাও। ঘোড়াটা রোন ছিল বটে, কিন্তু, বাদামী না, কালো। আর তেল চিকচিকে চামড়ার তো প্রশ্নই আসে না। হাড় জিরজিরে শরীর ছিল জন্তুটার। আকৃতিতেও মাঝারি। ওটার মালিক ওটাকে কতদিন খেতে দেয়নি কে জানে। আর স্যাডল? মাগনা দিলেও বোধহয় কেউ নিতে চাইবে না জিনিসটা। যা-ই হোক, কেবিনের খোলা দরজাটার বাইরে দাঁড়িয়ে লুসির নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকলাম অনেকক্ষণ। কেউ সাড়া দিল না। কিছুটা ঘাবড়ে গেলাম আমি। ফিরে যাওয়ার কথা ভাবলাম একবার। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলাম কৌতূহলের কাছে। ঢুকেই পড়লাম ভেতরে,' দম নেওয়ার জন্য থামল লরা। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রইল জেক।

'আমি কেবিনের ভেতর পা রাখামাত্রই রান্নাঘর থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ ভেসে এল। ভাবলাম, কেউ হয়তো পা পিছলে পড়ে গেছে। তখনই মনে পড়ল, লুসি পোয়াতি, হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে রান্নাঘরে, তাকে সাহায্য করার কেউ নেই। দৌড় দিলাম। কিন্তু, রান্নাঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পেলাম না।

'গিয়ে ঢুকলাম ওদের বেডরুমে। খুব পরিপাটি, গোছালো স্বভাবের ছিল লুসি। সব সময় সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত। কিন্তু, ওদের বিছানায় কোন চাদর দেখতে না পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কুযিটের

একটা ড্রয়ার দেখলাম খোলা…'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' লরাকে আবার বাধা দিল জেক। 'কুর্যিটের মাত্র একটা ড্রয়ার খোলা ছিল, সবগুলো না?'

'অবশ্যই সবগুলো না। মাত্র একটা।'

'ট্রাঙ্কটা খোলা ছিল না?'

'উঁহুঁ, পরিষ্কার মনে আছে আমার। একেবারে বন্ধ ছিল ট্রাঙ্কটা।'

'কাপড়-চোপড়, কাগজপত্র এলোমেলো ছিল?'

'না।'

'আচ্ছা,' থমথম করতে আরম্ভ করেছে জেকের মুখটা। 'বলে যাও!'

'কাউকে না পেয়ে সোজা বের হয়ে এলাম। চড়লাম নিজের ঘোড়ায়…'

'আচ্ছা, লরা,' আবার বাধা দিল জেক, 'ডাইনিং টেবিলটার দিকে তাকিয়েছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'সেখানে কি খাবার রাখা ছিল?'

'একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার ছিল টেবিলটা। খাবারের প্লেট তো দূরের কথা, একটা গ্লাস পর্যন্ত রাখা ছিল না। লুসি সেরকম মেয়েই না।'

'সময়টা খেয়াল আছে তোমার?'

অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়ল লরা। বলল, 'জোর দিয়ে বলতে পারব না। তবে যতদূর মনে হয়, চারটা কি তার কিছু বেশি হবে।'

'কেবিন থেকে বের হয়ে কী করলে তুমি?'

'সোজা ঘোড়ায় চড়ে গেলাম ওয়াটার ট্যাঙ্কে। এরপরের ঘটনা তোমাকে বলেছি গতকাল বিকেলে।'

'দুর্বৃত্তটার নাম জানো নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ। ববি মার্জ।'

'পানির কিনারায় বসে কী করছিল ববি বলতে পারবে আমাকে?'

'কী করছিল, সেটা দেখবার সুযোগ আমাকে দেয়নি সে। ঘোড়ার শব্দ পাওয়ামাত্রই পিস্তল বের করে গুলি করল। কী চালু হাত লোকটার যদি দেখতে! ড্যান্ডি থাকায় বেঁচে গেছি, অন্য কোন ঘোড়া হলে…' জেক শুনছে না দেখে থেমে গেল লরা।

অন্যমনস্ক হয়ে কিছু একটা ভাবছিল জেক। লরা থেমে যেতেই বলল, 'তা হলে আর কোনদিনও জানা যাবে না কী করছিল ববি। একবার ভেবে দেখো, কাজটা তার জন্য এতটাই গোপনীয় ছিল যে, ঘোড়ার আওয়াজ পাওয়ামাত্রই গুলি করতে বাধ্য হয়েছিল সে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল লরা, 'নিশ্চিত করে বলতে পারব না, তবে আমার মনে হয়, উঁকি দিয়ে পানির ভেতরে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছিল সে।'

'বলো কী?' দেখে মনে হলো, বোলতা কামড়েছে জেককে।

'আমি নিশ্চিত না। তা ছাড়া খুব অল্প সময়ের জন্য দেখেছিলাম...' জেককে ওর দিকে একটানা তাকিয়ে থাকতে দেখে এবার নিজেই থেমে গেল লরা। নীচু গলায়, প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'কিছু বলবে?'

উপরে-নীচে মাথা দোলাল জেক। বলল, 'ওয়াটার ট্যাঙ্কটা কত ফিট গভীর?'

যে কথাটা শুনতে চেয়েছিল, সেটা শুনতে না পেয়ে দারুণ হতাশ হলো লরা। জেকের উপর থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। আবার জেকের দিকে যখন মুখ ঘুরাল সে, তখন তার চোখে স্পষ্ট বিরক্তি আর রাগ দেখতে পেল জেক। কোমল গলায় জানতে চাইল সে, 'রাগ করলে আমার উপর? আসলে এত কথা জানতে চাচ্ছি, কারণ, ফাঁসির দড়ি ঝুলছে স্যামের উপর। হয়তো আমার উপরও। এখনও শেরিফ আমার পরিচয় জানে না। জানতে পারলে স্যামের কুকর্মের সঙ্গী ভেবে হয়তো আমাকেও...'

বেদনায় ভরে গেল লরার অপূর্ব সুন্দর মুখটা। জিজ্ঞেস করল সে, 'তোমার পরিচয় জানত না শেরিফ?'

'না। জানলে তার মত লোক কি আমাকে ডেপুটি বানাত? কখন স্যামের পাশের সেলে...'

'আমি তাকে তোমার পরিচয় বলে দিয়েছি,' ভাঙা গলায় বলল লরা।

'কী?' জেকের গলায় অবিশ্বাস আর হতাশার স্পষ্ট মিশ্রণ।

শেরিফের সাথে কথোপকথনের প্রায় পুরোটা জেককে খুলে বলল লরা। শুনে হতভম্বের মত কিছুক্ষণ লরার দিকে তাকিয়ে থাকল জেক। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল দূরের জেল হাউযটার দিকে। প্রাণের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না সেখানে। দৃষ্টি সরিয়ে নিল জেক। তাকাল অন্যত্র।

ধুঁকছে মার্ফা। মুহূর্তের ডানায় ভর করে অনন্তের পানে ধেয়ে চলেছে সময়। গতিটা খুবই কম; এতই কম যে, চোখ বন্ধ করে অনুভব করতে হয়। চোখজোড়া বন্ধ করে ফেলল জেক। তবে সময়ের গতি উপলব্ধি করবার জন্য না, সমস্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভুলে যাওয়ার জন্য। কিন্তু, ব্যর্থ হলো সে। কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, বয়ে যাচ্ছে সময়।

চোখ খুলল জেক। এখন আর মাঝ দুপুর বলা যাবে না সময়টাকে। ছায়া দীর্ঘ হতে আরম্ভ করেছে।

ছায়ার সাথে পাল্লা দিয়ে বড় হচ্ছে আকাশের কালো ছোপটা। মেঘের নীচে মেঘের মত ভেসে আছে কয়েকজোড়া শকুন। তাদের ডানা স্থির, চোখ মাটির দিকে। ওরা কি সন্ধ্যার অপেক্ষায় আছে? ভাবল জেক। নাকি আরও আগেই ওদের কপালে জুটবে উপাদেয় নরমাংস? নিশ্চুপ সময় বলবে উত্তরটা। সেটা শুনবার জন্য হয়তো কেউ বেঁচে থাকবে, কেউ থাকবে না। আমি কোন্ দলে? নিজের কাছেই জানতে চাইল জেক।

ছোট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ নামাল জেক। তাকাল সামনে দাঁড়ানো রূপের ঐশ্বর্যের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'ট্যাঙ্কটা কত ফিট গভীর, বললে না তো?'

'বেশি না, পনেরো-বিশ ফিটের মত হবে।'

'ট্যাঙ্কটা খাড়াভাবে নাকি ঢালু হয়ে নেমেছে নীচের দিকে?'

'ঢালু হয়ে।'

'তা হলে পানি ছাড়তে গেল কেন ববি? নেমে এসে তোমাকে ধরল না কেন সে?'

চুপ করে গেল লরা। বোঝা গেল, উত্তরটা জানা নেই তার।

'ববি মার্জ আমার থেকে অনেক শক্তিশালী ছিল,' মন্তব্য করল জেক।

'বুঝলাম না,' সরল স্বীকারোক্তি লরার।

'স্লুইস গেটটা একার চেষ্টায় লাগিয়ে ফেলেছিলাম আমি। খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি আমাকে। কিন্তু, ববিকে দেখে মনে হচ্ছিল, খুলতেই পারছিল না গেটটা। যে কোন ওয়াটার ট্যাঙ্কের স্লুইস গেট খোলার চেয়ে লাগানো কঠিন। আমি কঠিন কাজটা করতে পারলাম, আর সে আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী হয়েও সহজ কাজটা পারল না? কেন?'

আবারও চুপ করে গেল লরা।

'পারল না, কারণ, গেটটা খোলার ইচ্ছেই ছিল না তার।' উত্তরটা দিয়ে দিল জেক নিজেই।

'বলো কী?' গলা শুনে বোঝা গেল, দারুণ আশ্চর্য হয়ে গেছে লরা।

উপরে-নীচে মাথা দোলাল জেক। বলল, 'তারমানে, আসলে ভান করছিল ববি। তোমাকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল।'

'কিন্তু, আমাকে ভয় দেখিয়ে তার কী লাভ হত? মরে গেলেও পানি ছেড়ে উঠতাম না আমি।'

'সেটা তো ববির জানার কথা না। সে ভেবেছিল, পানি ছাড়ার অভিনয় করলে ভয় পেয়ে উঠে আসবে তুমি।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল লরা, সে ধরতে পারছে না ব্যাপারটা। চুপ করে রইল জেক। কোনরকম ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল

না।

'সাঁতার কেটে আমাকে ধরতে পারত ববি,' জেক নীরব দেখে জিজ্ঞেস করল লরা। 'কাজটা করল না কেন?'

'হয়তো সাঁতারই জানত না সে। তা-ই...'

'ওখানে যাবে তুমি?' জেককে থামিয়ে দিল লরা।

'হ্যাঁ। যেতেই হবে। তোমাকে একটা অনুরোধ করি, লরা?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' অতিরিক্ত আগ্রহে এক পা সামনে এগিয়ে এল মেয়েটা, 'আমি রাখব।'

'যতক্ষণ পর্যন্ত না এই রহস্যটার মীমাংসা হয়, আমাদের কথাবার্তার বিন্দু-বিসর্গও বোলো না কাউকে। আমি মারা গেলে তোমার যাকে ইচ্ছে জানিয়ো, কিন্তু, তার আগে নয়।

'আগেও একবার বলেছি, আবারও বলছি। তোমার অনুরোধ রাখব আমি। এবার আমি তোমাকে একটা অনুরোধ করি?'

একটু বিব্রত বোধ করল জেক। মেয়েটা কী বলে না বলে ভেবে পেল না। আসলে মেয়েদের সাথে তেমনভাবে কখনও মেশেনি সে, তাদের চালচলন ঠিক বুঝতে পারে না। একবার ঢোক গিলে বলল, 'হ্যাঁ, বলো।'

'রাখবে তো?'

'অসম্ভব না হলে রাখব।'

'তুমি তো এখন ওয়াটার ট্যাঙ্কে যাচ্ছ। চলো, একসাথে যাই। আমিও দেখি কী আছে সেখানে।'

মনে মনে প্রমাদ গুনল জেক। লরাকে সাথে নিলে কোন কাজই হবে না। তা ছাড়া বিপদ আসতে পারে যে কোন সময়, অনুভব করতে পারছে জেক। একা হলে বিপদটা হয়তো সামাল দেওয়া যাবে। কিন্তু, লরা সাথে থাকলে...। আর ভাবতে চাইল না জেক।

'আমি দুঃখিত, লরা। আমার পদে পদে বিপদ, তোমাকে সাথে নেওয়ার মানে হচ্ছে জেনেশুনে বিপদে ফেলা। আমি চাই না...'

প্রত্যাখ্যানের বেদনায় আর অপমানের জ্বালায় লাল হয়ে যাওয়া লরার চেহারাটা দেখে থেমে গেল জেক। মেয়েটার হরিণ-চোখজোড়া ভিজতে আরম্ভ করেছে, কাঁপতে আরম্ভ করেছে গোলাপের পাঁপড়ির মত দুই ঠোঁট। মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দাঁড়াল লরা। ছায়ার আশ্রয় ছেড়ে গিয়ে দাঁড়াল জ্বলন্ত সূর্যের নীচে, নিজের ঘোড়াটার সামনে। কিছুক্ষণ পরই ঘোড়ায় চেপে শহর ছেড়ে বের হয়ে গেল। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে লরার চলে যাওয়া দেখল জেক দ্বিতীয়বারের মত। যখন আর দেখা গেল না মেয়েটাকে, তখন একটা

দীর্ঘশ্বাস জীবনবায়ুর মত বের হয়ে এল ওর বুক চিরে। জেকের মনে হলো, দীর্ঘশ্বাসটা না বের হয়ে যদি ওর প্রাণটাই বের হয়ে যেত, তা হলেও এতটা কষ্ট পেত না সে।

চোদ্দ

গতকালের মতই আছে বার স্টিরাপ।

রানশ্টার বেড়ার কাছে ঘন হয়ে গজিয়ে উঠেছে ঘাস, গ্রীষ্মের দাবদাহে পুড়ে রঙ কিছুটা হারিয়েছে। দরজাটা লাগায়নি কেউ, দেখে মনে হলো, ভিতরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে হাঁ হয়ে খুলে থাকা গেটটা। আমন্ত্রণটা গ্রহণ করল জেক। ববির ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে দাঁড় করাল কেবিনের সামনে।

পোস্টম্যানের সাথে কথা বলে সরাসরি এখানে এসেছে জেক। জানতে পেরেছে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তিনটা তারও করেছে সে। প্রথমটা ওহায়োতে, লুই মিডোসের কাছে। বিষয়– হঠাৎ একসাথে নিখোঁজ হয়ে গেছে টম, লুসি আর বিল অসকার স্টপ কার্ক পোলার্ড বেঁচে আছে স্টপ গত তিনমাসের ভিতর সে কি তোমার সাথে যোগাযোগ করেছিল স্টপ অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন স্টপ তোমার সাহায্য দরকার স্টপ যত তাড়াতাড়ি পারো যোগাযোগ করো স্টপ নইলে মার্ফায় এসো স্টপ ডেপুটি শেরিফ জেক রায়ার স্টপ।

দ্বিতীয়টা বিগ বেন্ডের জনৈক উকিল আর্ট কার্ভেলের কাছে। সেটার বিষয়বস্তু ছিল এরকম– ফাঁসি হয়েছে অ্যান্থনি মার্জের স্টপ লাশ দাবি করেনি কেউ স্টপ তার পকেটে পেয়েছি তোমার নাম স্টপ যত তাড়াতাড়ি পারো যোগাযোগ করো স্টপ নইলে মার্ফায় এসো স্টপ ডেপুটি শেরিফ জেক রায়ার স্টপ।

শেষের তারটাও গেছে বিগ বেন্ডে, জেকের এক বন্ধু জিম রাইটের কাছে– আমি এখন মার্ফার ডেপুটি শেরিফ স্টপ বিগ বেন্ডের দু'জনের ব্যাপারে জানতে চাই স্টপ একজন অ্যান্থনি মার্জ বা ববি মার্জ স্টপ আরেকজন কার্ক পোলার্ড স্টপ যত তাড়াতাড়ি পারো যোগাযোগ করো স্টপ নইলে মার্ফায় এসো স্টপ জেক রায়ার স্টপ।

তিনটা তার করবার টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ

ব্যাপার জানতে পেরেছে জেক। ফলে, পূরণ হয়ে গেছে সব শূন্যতা। টম, লুসি আর বিল অসকারের ভাগ্যে কী ঘটেছে, সে ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত জেক। ঘটনাটার জন্য দায়ী কে, সেটাও জানে। কিন্তু, লোকটাকে ফাঁসানোর জন্য প্রমাণ দরকার ওর। শেরিফ লুথার নীতিঘেঁষা লোক, জেকের মুখের কথায় বিশ্বাস করে স্যামকে ছেড়ে দেবে না। তা ছাড়া, এখন জেকের পরিচয় জানে লুথার। কাজেই, অনুমান না, জেকের এখন দরকার প্রমাণ। আদালতের কথাও মাথায় রেখেছে সে। নিখুঁত প্রমাণ না পেলে জাজ ছেড়ে দেবে লোকটাকে।

ঘোড়াটাকে গ্রাউন্ড হিচিং করে কেবিনের ভিতরে পা রাখল জেক। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল মূর্তির মত। কেবিনের ভিতরের অন্ধকারটা সইয়ে নিল চোখে। তারপর এগিয়ে গেল ডাইনিং টেবিলটার দিকে। গতরাতে সেখানে একটা ল্যাম্প ছিল। আলোর দরকার জেকের।

কিন্তু, ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে হতাশ হতে হল তাকে। পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে সলতে। কেরোসিনও নেই খুব একটা। ল্যাম্পটা এখন অচল।

তখনই মনে পড়ল জেকের, একটা হারিকেনও ছিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিনিসটার খোঁজ করল সে। দেখল, একধারে পড়ে আছে সেটা। দৌড়ে গিয়ে তুলে নিল হাতে। কিন্তু, আবারও হতাশ হতে হল তাকে। ল্যাম্পটার মত সেটাও অচল হয়ে গেছে।

দ্রুত মরে যাচ্ছে দিনের আলো। কাজেই, যা দেখবার, তাড়াতাড়ি দেখতে হবে। আলোর আশা বাদ দিয়ে প্রথমেই সোফাগুলোর দিকে এগিয়ে গেল জেক।

সোফাগুলো পুরনো। সেগুলোর মাঝখানে একটা মাঝারি আকৃতির কাঠের টেবিল। টেবিলটার সামনে এসে থেমে দাঁড়াল জেক। এখানেই কোথাও রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছিল কার্ক। পরে শেরিফকে দেখিয়েছিল। হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়ল জেক।

অল্প কিছুদূরে রক্তের দাগ দেখতে পেল সে। শুকিয়ে পুরোপুরি কালো হয়ে গেছে দাগগুলো। সেগুলো এতই হালকা যে, জেক খুঁজছিল বলে চোখে পড়ল তার, এমনিতে তাকালে দেখাই যাবে না।

সময় নিয়ে সোফাগুলোর চারদিকের মেঝে তন্ন তন্ন করে খুঁজল জেক। কিন্তু, আর কোন রক্তের দাগ দেখতে পেল না।

কার্কের ব্যাপারটা কী? নিজের কাছে জানতে চাইল জেক। সে-ও কি রক্তের দাগ খুঁজছিল? তা না হলে তো তার চোখে পড়বার কথা না।

উঠে দাঁড়াল জেক। ঘটনাটা কল্পনা করবার চেষ্টা করল।

ভাইয়ের সাথে দেখা করবার জন্য গতকাল বিকেলে এখানে এল

কার্ক। দেখল, কেবিনের সদর দরজা খোলা, কেউ নেই ভিতরে, ডাইনিং টেবিলে পড়ে আছে অভুক্ত খাবার। বেডরুমে এলোমেলো হয়ে আছে কাপড়-চোপড়, কাগজপত্র। কার্ক খুঁজছিল টম বা লুসিকে। কোন জিনিসপত্র না। তাহলে মাটির দিকে তাকানোর কথা নয় তার। কিন্তু, তাকিয়েছিল সে। এবং, দেখতে পেয়েছিল রক্তের দাগ। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক।

যেখানে ধোঁয়া, আগুনটা ঠিক সেখানে না হলেও কাছাকাছিই থাকে একইভাবে, যেখানে রক্ত, ক্ষতটা ঠিক সেখানে তৈরি না হলেও কাছাকাছি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। দাগগুলো কার রক্তের, জানে না জেক। জানবার কোন উপায়ও নেই। কিন্তু, মানুষটা ঠিক কোন জায়গায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, সেটা জানা যেতে পারে। এগিয়ে গেল সে সোফাগুলোর দিকে। সামনে ঝুঁকে দেখতে লাগল। বুলেটের গর্তগুলো খুঁজে পেতে খুব বেশি সময় লাগল না তার।

সোফার কভার ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে গেছে বুলেটগুলো। ছিদ্রের পাশে রক্তের স্পষ্ট দাগ। ছিদ্রগুলো আরও ভালমত খেয়াল করল জেক

বড় সোফাটায় মোট পাঁচটা বুলেটের গর্ত। পাশাপাশি তিনটা, তার থেকে ফিট দুয়েক দূরে আরও দুটো। প্রথম তিনটা গর্তের পাশে রক্তের মোটা দাগ। পাশের দুটো দাগের সাথে রক্তের ছিটে দেখা যাচ্ছে, মোটা দাগ নেই বরং, কভারের একপ্রান্তে লেগে আছে রক্তের একটা ক্ষীণ ধারা।

তারমানে, তিনটা গুলি খেয়ে পিছনে হেলে পড়েছিল কেউ, তার পিঠ থেকে রক্ত বের হয়ে ভরেছে কভারে। আর দুটো গুলি খেয়ে অন্যজন হেলে পড়েছিল পাশে, তার রক্ত ততটা ভরতে পারেনি কভারে।

দু'জন মানুষের খুন হওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়া গেল। প্রশ্ন হচ্ছে, নিজেকেই বলল জেক, কারা? টম আর লুসি? তা হলে বিল অসকার কোথায়? যদি তাকেও খুন করা হয়ে থাকে, তা হলে কীভাবে করা হয়েছে?

বড় সোফাটার পেছনের কাঠের দেয়ালটার দিকে এগিয়ে গেল জেক। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল একপ্রান্ত থেকে। তারপর হাত বুলাতে আরম্ভ করল।

গাছের মোটা কাণ্ড দিয়ে তৈরি করা হয়েছে দেয়ালটা। সেটাতে বুলেটের গর্ত খুঁজে পাওয়া খুব একটা সহজ কাজ না। ধৈর্য হারাল না জেক। পরিশ্রম করে গেল একটানা। মিনিট বিশেক পর তার ঘামে ভেজা হাত ঠেকল প্রায় গোলাকৃতির একটা গর্তে। সেটাতে ডান হাতের তর্জনী ঢুকিয়ে আলগা কাঠের গুঁড়ো বের করবার চেষ্টা করল জেক। পারল না। তারমানে, গর্তটা পোকার কাজ না।

গর্তটা মাটি থেকে কতটা উঁচুতে, খেয়াল করল জেক। তার মাথা ছাড়িয়ে আরও আধ হাত উঁচুতে হবে। "খুব লম্বা লোকটা",- থমসনের কথাটা মনে পড়ল জেকের।

ধরে নেওয়া যায়, পাশাপাশি বসে ছিল টম আর লুসি। কেবিনে ঢুকেই তাদের উপর গুলি চালিয়েছে কেউ। ঘটনাটা দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল বিল অসকার, উঠে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার মাথায় গুলি করেছে ঘাতক। -

এ পর্যন্ত অনুমান করা সহজ। কিন্তু, কার্কের ভূমিকাটাই প্যাঁচালো। সোফার কভারে এতগুলো গুলির দাগ দেখতে পেল না সে, কভারে লেগে থাকা রক্তের দাগ দেখতে পেল না, অথচ মেঝেতে রক্তের দাগ ঠিকই দেখতে পেল।

ব্যাপারটা নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবল না জেক। ঢুকল বেডরুমে। চাদরের ব্যাপারটা কী, বুঝতে হবে।

গতকালও দেখেছে নেই, আজ তো থাকবার প্রশ্নই ওঠে না। কার্ক বোধহয় গতকালের পর একবারের জন্যও পা দেয়নি এই কেবিনে।

কেউ গুছিয়ে রাখেনি এলোমেলো হয়ে থাকা কাপড়-চোপড়, কাগজপত্র। কী মনে হতে এগিয়ে গেল জেক, মেঝেতে পড়ে থাকা কাপড়গুলোর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। আরেকদফা এলোমেলো করল সে কাপড়গুলোকে, আঁতিপাতি করে চাদর খুঁজল। একটাও পেল না। আবার তাকাল বিছানার দিকে। দুটো বালিশে কভার আছে ঠিকই, কিন্তু, বিছানাতে চাদর নেই।

এরকম হতেই পারে না। লুসির মত রুচিশীল মহিলা তার বিছানায় চাদর ব্যবহার করবে না– এটা অসম্ভব। তারমানে, বার স্টিরাপ থেকে গতকাল কিছু হারিয়ে গিয়ে থাকলে জিনিসটার নাম– চাদর।

আবার বসবার ঘরে এসে দাঁড়াল জেক। মেঝের দাগটার দিকে তাকাল একবার। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল। দাগটা দেখল আরেকবার।

তুলিতে রঙ নিয়ে ক্যানভাসে একটা দাগ দিলে যেরকম হবে, রক্তের দাগটাও ঠিক সেরকম। তারমানে, ক্ষত থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় বা গড়িয়ে পড়েনি রক্তের ধারাটা। রক্তাক্ত অঙ্গটা ঘষা খেয়েছে এখানে, ভাবল জেক, অথবা, কেউ ইচ্ছে করে রক্ত ভরিয়েছে।

কেবিনে আর কিছু দেখবার নেই বুঝে বাইরে বের হয়ে এল জেক। ঘোড়ায় চড়ে বার স্টিরাপ ত্যাগ করল। এগিয়ে চলল ওয়াটার ট্যাঙ্কটার দিকে।

সাইনবোর্ডটার সামনে এসে থামল সে। ভালমত দেখতে লাগল বোর্ডটাকে।

বোর্ড আর খুঁটি দুটোই কাঠের। সাদা কালিতে লেখা আছে– মার্ফা, চার মাইল। লেখাটা শেরিফ লুথারকে দেখাতে পারলে ভাল হত, ভাবল জেক। তীর চিহ্নটার দিকে তাকাল সে। কিছুটা উপরে, ডান দিকে বাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে চিহ্নটাকে। যার অর্থ, ডানে মোড় নাও।

চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল জেক, একটা ব্যাপার দেখতে পাওয়ায় থেমে গেল সে। নামতে বাধ্য হলো ঘোড়া থেকে। হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল সাইনবোর্ডটার একেবারে কাছে।

আর সব ঠিকই আছে, তীর চিহ্নটাই অদ্ভুত। খেয়াল করল জেক, "মার্ফা চার মাইল" সাদা রঙে লেখা হলেও একই কালিতে লেখা হয়নি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সম্প্রতি আঁকা হয়েছে তীর চিহ্নটা, যার কারণে যথেষ্ট নতুন দেখাচ্ছে। লেখাটার থেকে বেশি জ্বলজ্বল করছে তীর চিহ্নটা।

সামনের দিকে ঝুঁকল জেক। তীর চিহ্নের নীচে আরেকটা লেখা দেখতে পেল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে লেখাটার একাংশ পড়তে পারল– ছিচল্লিশ মাইল।

অর্থাৎ, সাইনবোর্ডটা সত্যিই ছিল না এখানে। কেউ একজন ইচ্ছে করে লাগিয়েছে। উপকার করবার জন্য না, নতুন লোকদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য।

সাইনবোর্ডটা এমন এক জায়গায় ছিল, যেখান থেকে ছিচল্লিশ মাইল দূরে আরেকটা শহর আছে। কিছুক্ষণ স্মৃতি হাতড়ে বেড়াল জেক। মার্ফার কাছেপিঠে মাত্র দুটো শহর– সিলভার ক্রীক আর বিগ বেন্ড।

বিগ বেন্ড! মার্ফা থেকে শহরটার দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল। তারমানে...

কিছুক্ষণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল জেক। সাইনবোর্ডটার রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে।

এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগামাত্র সতর্ক হলো সে। আকাশে ঘন হয়ে জমেছে মেঘ। যে কোন মুহূর্তে ঝমঝমিয়ে নামবে বৃষ্টি। কাজ বাকি রয়ে গেছে এখনও অনেক। আর দেরি না করে দৌড় দিল জেক। রেকাবে পা রেখেই চড় কষাল ঘোড়াটার পাছায়। সে স্যাডলে উঠে বসবার আগেই ফিট দশেক অতিক্রম করল ববির বে স্ট্যালিয়নটা।

ওয়াটার ট্যাঙ্কটার কিনারায় যেখানে বসে কিছু একটা করছিল ববি, স্ট্যালিয়নটাকে ঠিক সেখানে দাঁড় করাল জেক। ততক্ষণে আরও কালো হয়ে গেছে চারদিক। অবেলায় ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যা। দেরি হয়ে গেছে, বুঝতে পারল জেক। কাজ শেষ করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তারপরেই ছুটতে হবে মার্ফায়। কার্ক হয়তো এতক্ষণে...

একের পর এক ঝাপটা দিচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস। হ্যাটটাকে বাঁচাতে মাথা

থেকে খুলে দুমড়ে-মুচড়ে ঢুকিয়ে রাখল সে স্যাডল ব্যাগে। ব্যাগটার অন্যদিক থেকে বের করল একটা মাঝারি আকৃতির ছুরি। তারপর নেমে পড়ল মাটিতে। গানবেল্ট খুলে নামিয়ে রাখল। এক মুহূর্তও দেরি না করে শার্টের পকেট থেকে টাকা-পয়সা, তামাকের প্যাকেট, পাইপ বের করে ঢুকিয়ে রাখল হ্যাটের পাশে। প্যান্টের পকেট থেকে বের করল দেয়াশলাইয়ের বাক্স, ঢুকাল একই জায়গায়। তারপর লম্বা করে একটা দম নিল। ছুরিটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে দৌড় দিল। ঝাঁপিয়ে পড়ল ওয়াটার ট্যাঙ্কটার বরফ-শীতল পানিতে।

ডুব সাঁতার দিয়ে পানির গভীরে নেমে গেল জেক।

লরার কথাই ঠিক। খাড়াভাবে নীচে নামেনি ওয়াটার ট্যাঙ্কটা। কিছুটা ঢালু হয়ে নেমেছে। ফিট দশেকের মত নেমেই থেমে গেল জেক। চারদিকে ঘন অন্ধকার। দেখা যাচ্ছে না কিছুই। অনুমানের উপর ভর করে হাত চালাতে থাকল সে। প্রথমে কিছুই ঠেকল না হাতে। দম ফুরিয়ে গেল জেকের। উপরে ভেসে উঠতে বাধ্য হলো সে। হাঁ করে কিছুক্ষণ দম নিল। তারপর আবার ডুব দিল।

এবার একডুবে আরও গভীরে নেমে গেল জেক। আগের মতই হাতড়াতে লাগল। হঠাৎ ওর হাত পড়ল অন্য কারও হাতে। হাতটাকে শক্ত করে ধরল সে। কোন হাত, বুঝবার চেষ্টা করল। ঠিক তখনই বিদ্রোহ আরম্ভ করল ওর ফুসফুস, তাজা বাতাসের জন্য আকুতি জানাল। পাত্তা দিল না জেক। লোকটার কোমরে হাত দিল, তারপর কোমর বেয়ে নেমে গেল নীচে, পা দুটো স্পর্শ করল। ডান পায়ের সাথে একটা দড়ি বাঁধা আছে, টের পেল জেক। ডান হাতে নিল ছুরিটাকে। কাটতে আরম্ভ করল দড়িটা।

দপদপ করছে ওর মগজ, ক্রমাগত হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে হৃৎপিণ্ডে। ঠিক তখনই কেটে গেল দড়িটা। ঢালের মাটিতে দুই পা ঠেকিয়ে জোরে একটা ধাক্কা দিল জেক। উপরে উঠবার সময় বাম হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইল কিছু একটা। লোকটার শার্টটা ধরতে পারল। একই সাথে উপরে উঠতে লাগল সে আর মৃত লোকটা।

পানির উপর একই সাথে মাথা তুলল একজন জীবিত আর একজন মৃত মানুষ। তাদের একজন শব্দ করে দম নিতে লাগল, অন্যজন কিছুই করল না।

পানির উপর ভেসে উঠেও জেকের মনে হলো, পানির নীচে আছে সে। চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার, মুষলধারে পড়তে আরম্ভ করেছে বৃষ্টি। বৃষ্টির চাদর ভেদ করে পাঁচ হাত দূরেও দেখা যাচ্ছে না।

হয়তো একারণেই বেঁচে গেল জেক।

পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল লোকটা। পানির নীচ থেকে একটা মাথাকে আবছাভাবে ভেসে উঠতে দেখল সে। প্রায় একই সাথে দম নেওয়ার আওয়াজটাও শুনতে পেল। জেক মাথা তুলেছে, বুঝতে পেরে ধীরে-সুস্থে পিস্তলটা বের করল হোলস্টার থেকে। পানিতে ভাসতে থাকা মাথাটাকে লক্ষ্য করে পর পর তিনবার গুলি করল। প্রতিবার গুলি করবার সময় সামান্য এদিক-ওদিক সরাল পিস্তলটার নল। বজ্রপাতের আওয়াজের সাথে খুব বেশি পার্থক্য করা গেল না গুলির শব্দ তিনটার।

পনেরো

দ্বিতীয় গুলিটা হওয়ার পর আপনা থেকেই দম বন্ধ হয়ে এল জেকের। এক মুহূর্তের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কী করবে।

ওর ডান হাতেই ধরা ছিল ছুরিটা। হাতটাকে মাথার উপর তুলল জেক। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ আগেই দেখেছে সে। লোকটা ডানহাতি এবং কোমরের কাছ থেকে গুলি করছে অনুমান করে নিয়ে সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে মারল ছুরিটাকে। একই সাথে লম্বা করে দম নিতে আরম্ভ করল।

অদৃশ্য আক্রমণকারী তৃতীয় গুলিটা করবার সাথে সাথেই ভয়াবহ জোরে চিৎকার করে উঠল। তারমানে, লোকটার পেটে গিয়ে বিঁধেছে ছুরিটা। অনুমান ভুল হয়নি জেকের।

কিন্তু, লোকটার তৃতীয় গুলিটাও ব্যর্থ হলো না। জেকের বাম কাঁধের মাংস ভেদ করল সেটা। প্রচণ্ড ব্যথা অগ্রাহ্য করে ডুব দিল জেক। ঘুরল সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। যতটা দ্রুত গতিতে সম্ভব, ডুব সাঁতার দিয়ে এগিয়ে চলল। অল্প কিছুক্ষণের ভিতরেই ওর হাতে ঠেকল মাটি। তারমানে, ওয়াটার ট্যাঙ্কটার অন্যপ্রান্তে এসে গেছে সে। মাথা না তুলে উপায় নেই, কাজেই, মাথা আর ডান হাতটাকে একই সাথে পানির উপর তুলল জেক। ব্যথায় ইতিমধ্যেই প্রায় অকর্মণ্য হয়ে গেছে বাম হাতটা। ডান হাতটাকে কাজে লাগাল সে। কিনারার যত দূর পর্যন্ত সম্ভব তুলে দিল হাতটাকে। সমস্ত দেহের ভর চাপিয়ে দিল সেটার উপর। তারপর তুলল ডান পা, সেটাকেও যত দূর সম্ভব উঠাল। এরপর এক মুহূর্তও দেরি না

করে কনুই আর ডান পা-টার সাহায্যে তুলে নিল বাকি শরীরটাকে।

মুহুর্মুহু চমকাচ্ছে আকাশের বিদ্যুৎ। যে কোন মুহূর্তে ছুটে আসতে পারে ঘাতক বুলেট। কিন্তু, ঝুঁকিটা নিতেই হবে। পানিতে ডুবে থাকা সম্ভব নয়, ভেসে থাকাটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কাজেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাড়ে উঠল জেক।

পাড়ে উঠেই একটা গড়ান দিল সে। তারপর আরও কতগুলো। একটা গাছের সাথে ধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে গড়াতেই থাকল। গাছটার উপস্থিতি টের পাওয়ামাত্রই চোখ খুলল সে। দুই হাঁটু আর ডান হাতে ভর দিয়ে উঠল, তিন হাত-পায়ে কিছুটা হেঁটে আশ্রয় নিল গাছটার আড়ালে। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল।

মাথা ঠাণ্ডা করে পুরো ঘটনাটা ভাবতে লাগল জেক।

পানির উপর একইসাথে মাথা তুলেছিল সে আর লাশটা। উঠবার সময় লোকটার গালে একবার হাত দিয়েছিল জেক, কিন্তু, দাড়ির স্পর্শ পায়নি। তারমানে, টম পোলার্ডের লাশ ওটা। জেকের বামদিকে ছিল টম। পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে ওর উঠে আসবার অপেক্ষা করছিল আক্রমণকারী। জেক লাশ নিয়ে উঠে আসতে পারে, ব্যাপারটা বোধহয় তার মাথায় ছিল না। লাশের মাথাকেই জেকের মাথা মনে করেছিল লোকটা। তৃতীয় গুলিটা ডুবন্ত জেকের বুকে বিঁধবে অনুমান করে একটু বামে চালিয়েছিল সে। গুলিটা সত্যিই বিঁধেছে জেকের দেহে। তবে, বুকে নয়, বাম কাঁধে। আর ওর প্রতিপক্ষের? ওর ছুরিটা ঠিকমতই বিঁধেছে লোকটার দেহে, আশা করল জেক।

আশেপাশে কোথাও প্রচণ্ড শব্দে একটা বজ্রপাত হলো। চমকে উঠে বসল জেক। ঘাড় থেকে রুমালটা খুলে নিয়ে দাঁত আর ডান হাতের সাহায্যে বাঁধল বাম কাঁধের ক্ষতস্থানে। রক্তপাতের গতি ধীর হলো কিছুটা।

যেভাবেই হোক, ফিরতে হবে মার্ফায়, নিজেকে জানাল জেক। কিন্তু, পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল, কাজটা খুবই কঠিন। স্ট্যালিয়নটা রয়েছে ওই পাড়ে। এবং, ঘাতক লোকটাও নিশ্চয়ই চলে যায়নি। পানির উপরে উঠবার পর থেকে ঘোড়ার শব্দ শুনতে পায়নি জেক। দুঃসংবাদ, মনে মনে বলল সে। তারমানে, খুব বেশি আহত হয়নি লোকটা। এবং, অপেক্ষা করছে আমার জন্য। ছুরি খেয়ে বুঝে গেছে, খুব বেশি ক্ষতি করতে পারেনি সে আমার।

লোকটার কাছে কী কী অস্ত্র আছে, অনুমান করবার চেষ্টা করল জেক।

তিনটা গুলি করেছে সে। তারমানে, ওর সিক্সশ্যূটারে কমপক্ষে আরও

তিনটা গুলি আছে। জেকের পিস্তলটা ওর কাছে। স্যাডলে ঝুলানো উইনচেস্টারটা চাইলেই নিতে পারে লোকটা। হয়তো নিজেও উইনচেস্টার নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ, অস্ত্রের অভাব নেই তার।

আর জেকের? ঘাড়ের পিছনে লুকানো একটামাত্র থ্রোয়িং নাইফ। বিশ ফিটের বেশি দূরত্বে যা এককথায় অচল।

ভাগ্য ওকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করলেও টিকে থাকতে সাহায্য করবে কি না, সন্দেহ হলো জেকের।

গুলির আওয়াজ হলো একটা। পিস্তলের না, আরও ভারী কিছুর। উইনচেস্টারের, অনুমান করল জেক। কিন্তু, গুলিটা আশেপাশে কোথাও এসে বিঁধল না দেখে একটু অবাকই হলো সে। উঁকি দিল গাছের আড়াল থেকে। তাকাল ওয়াটার ট্যাঙ্কটার উল্টো পাড়ে।

থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশে। নীলচে-সাদা আলোয় ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে চারদিক। সেই আলোতে ঘোড়াটাকে পড়ে থাকতে দেখল জেক। ধক করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা। ঘোড়াটাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে আক্রমণকারী। তারমানে, আরও বড় বিপদ হলো জেকের। আহত অবস্থায় পায়ে হেঁটে মার্ফায় ফিরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ওর জন্য। ঘোড়া নেই, অস্ত্র নেই, এখন লোকটা হামলা করলে স্রেফ মারা পড়বে সে।

ওদিকে মার্ফায় হয়তো এতক্ষণে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে কার্ক। তবে একটাই ভরসা, শেরিফ লুথার আছে জেল হাউযে। গতরাতে শিক্ষা হয়েছে তার। আশা করা যায়, আজ মুখের কথায় চিঁড়ে ভেজানোর চেষ্টা করবে না সে। গতরাতে আক্রমণ করেছিল পল জেমিসন, পুরো এলাকায় যার দুর্দান্ত দাপট; আর আজ হামলা করতে যাচ্ছে কার্ক পোলার্ড, যাকে হয়তো চেনে না সবাই। গতরাতে পলের সঙ্গী ছিল দক্ষ কাউবয়েরা, আজ রাতে কার্কের সঙ্গী ভবঘুরে মাতালরা। এদের উপর গুলি চালালে খুব বেশি রাগ করবে না মার্ফার লোকজন। হিসাবটা যেন জানা থাকে শেরিফের, প্রার্থনা করল জেক।

নিজের অবস্থাটা আরেকবার চিন্তা করল সে।

কে এই আক্রমণকারী? কেন হামলা চালিয়েছে সে জেকের উপর? লোকটা আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল তার জন্য। সে জানল কীভাবে জেক আসবে এখানে? ওয়াটার ট্যাঙ্কে আসবার কথা শুধুমাত্র লরাকে বলেছিল জেক। আর কেউ জানত না। তা হলে কি লরা দুপুরের অপমানটার প্রতিশোধ নিতে আততায়ী পাঠিয়েছে?

মাথা নেড়ে চিন্তাটাকে বাতিল করে দিল জেক। সেটা হতে পারে না।

লরার মত একটা মেয়ে এত জঘন্য একটা কাজ করবে…। আবারও মাথা নাড়ল সে। তা ছাড়া লরার চোখে সে ভালবাসা দেখতে পেয়েছে। ভালবাসার মানুষকে কি কেউ…

তা হলে কে? এবং, কেন? আর এই ওয়াটার ট্যাঙ্কেই অপেক্ষা করছিল কেন লোকটা? বার স্টিরাপে খুন করতে পারত সে জেককে। অথবা হয়তো সাইনবোর্ডটার সামনে। ওই জায়গাটা অ্যামবুশ করবার জন্য আদর্শ। সব ঘটনা-দুর্ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু দেখা যাচ্ছে এই ওয়াটার ট্যাঙ্ক!

লরাকে ছাড়া অন্য কাউকে এই মুহূর্তে সন্দেহ করতে পারছে না জেক। কিন্তু, মেয়েটার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতেও ইচ্ছে করছে না। অবশ্য, প্রতিশোধপরায়ণ হলে নারী র‍্যাটল সাপ, শুনেছে জেক। কিন্তু…

আক্রমণকারী কে, সে ব্যাপারে আর কিছু ভাবতে চাইল না জেক। বাঁচতে হবে ওকে, সেটাই হচ্ছে বড় কথা। আরেকবার গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিল সে। লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করল। চোখে ঠেকল নিকষ কালো অন্ধকার। বিদ্যুচ্চমকের জন্য অপেক্ষা করে রইল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না তাকে, আলো জ্বেলে দিল আকাশ। মুহূর্তের সেই আলোয় দেখতে পেল জেক, লোকটা ধীর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছে কটনউড জঙ্গলটার দিকে, যেখানে বে স্ট্যালিয়নটাকে রেখেছিল ববি। হয়তো আক্রমণকারীর ঘোড়াটাও আছে সেখানে।

ভাগ্যকে আবার ধন্যবাদ দিল জেক। ওয়াটার ট্যাঙ্কে পৌঁছুবার পর কটনউড জঙ্গলটার ধারে নামতে চেয়েছিল সে, দেরি হয়ে যাওয়াতে নেমেছে অন্যত্র। লোকটা হয়তো অপেক্ষা করছিল জঙ্গলের ভিতরে। জেক সেখানে নামলেই…

কিন্তু, বেশি দূরে নামেনি জেক। লোকটা উইনচেস্টার ব্যবহার করতে পারত। নাকি অস্ত্রটা নেই ওর সাথে? আবার উঁকি দিল জেক। মৃত বে স্ট্যালিয়নটাকে দেখতে চায় সে।

ওই তো, ঘোড়াটার উপরেই পড়ে আছে ওর উইনচেস্টারটা। তারমানে ওটা দিয়ে গুলি করেই জন্তুটাকে মেরেছে লোকটা। অর্থাৎ, হয় দূরপাল্লার কোন অস্ত্র নেই লোকটার কাছে, অথবা…

লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না আর। হয়তো সত্যিই চলে যাচ্ছে সে। অথবা, চলে যাওয়ার ভান করছে। সে জানে, বেঁচে আছে জেক। আরও জানে, কোন অস্ত্রই নেই জেকের কাছে। সুতরাং, গুরুতরভাবে আহত না হলে চলে যাওয়ার কথা নয় তার। সিদ্ধান্ত নিতে পারল না জেক।

একটু পর ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ শুনতে পেল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, ঢাল পার হয়ে মার্ফার ট্রেইলে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

তারমানে, সত্যিই চলে গেছে। ছুরিটা বিঁধেছে ঠিক জায়গাতেই।

একটা উইনচেস্টারের জন্য খুব আফসোস হলো জেকের। অস্ত্রটা থাকলে এতক্ষণে দশবার ফেলে দিতে পারত অপরিচিত আক্রমণকারীকে।

থেমে গেছে বৃষ্টি। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে আকাশ। নিকষ কালো অন্ধকার পাল্টে গিয়ে হয়ে যাচ্ছে শুধু অন্ধকার। এখনও একটু পর পর চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ। আবার মরা ঘোড়াটাকে দেখল জেক। বুকের মধ্যে হু হু করল তার। এই একদিনেই কেমন আপন হয়ে গিয়েছিল জন্তুটা।

বে স্ট্যালিয়নটার কাছেই পড়ে আছে ওর উইনচেস্টার আর গানবেল্ট। আশ্চর্য হয়ে গেল জেক। তারমানে, লোকটা ধরে নিয়েছে, মরে গেছে জেক। কিন্তু, কাজটা খুব কাঁচা হয়ে গেল না? আজ হোক, কাল হোক, কেউ না কেউ আসবেই এখানে। অন্তত লরা তো বটেই। দেখবে, মরে পড়ে আছে ঘোড়াটা। সেটার উপর পড়ে আছে একটা উইনচেস্টার, কাছেই গানবেল্ট। খবরটা পেলেই বুঝে যাবে শেরিফ, উইনচেস্টার আর গানবেল্টটা কার। কী ঘটেছিল, সেটা বুঝতেও অসুবিধা হবে না লুথারের।

নাকি ওটা একটা প্রলোভন? লোকটা নিশ্চিত হতে চায় সত্যিই মরেছে কি না জেক? কোথাও ঘাপটি মেরে বসে শকুনের মত চোখ রাখছে লোকটা? দুপুরে দেখা শকুনগুলো মনে পড়ল জেকের।

তাকে চলে যেতে দেখেছে জেক। ঘোড়ায় চড়ে ঢাল পার হয়েছে লোকটা মাত্র মিনিট পাঁচেক আগে।

কিন্তু, যদি এমন হয়, ঢালটা পার হয়েই ঘোড়া থামিয়েছে লোকটা, নেমে পড়েছে স্যাডল ছেড়ে? পায়ে হেঁটে বা হামাগুড়ি দিয়ে হাজির হয়েছে ঢালের মাথায়? অস্ত্র হাতে অপেক্ষা করছে জেকের জন্য? আড়াল ছেড়ে বের হলেই ফুটো করে দেবে জেককে?

ঝুঁকিটা নিল না জেক। উঠে দাঁড়াল না, আড়াল ছেড়ে বের হলো না। তার বদলে চিন্তা করতে লাগল বিকল্প কোন অস্ত্রের ব্যবস্থা আছে কি না।

আছে! স্লুইস গেটের কাছে পড়ে আছে ববির জোড়া সিক্স শূট্যার। গতকাল বিকেলে স্যামের গুলি খেয়ে পালানোর সময় ববি ফেলে গিয়েছিল সিক্স শূট্যার দুটো। কোথায়, খুব ভালমতই জানে জেক। এখন একবার স্লুইস গেটটার কাছে পৌঁছুতে পারলেই হয়।

একজন গানম্যান কখনোই খালি রাখে না তার পিস্তল। তারমানে, ববির পিস্তল জোড়া হাতে পেলে ছয় যোগ ছয় অর্থাৎ বারোটা গুলিও জুটবে কপালে। গতকাল বলা লরার একটা কথা মনে পড়ে গেল– "তখন দাঁত বের করে হাসল শয়তানটা। ধীরে-সুস্থে গুলি ভরতে আরম্ভ করল ওর সিক্স শূটারদুটোতে।"

কথাটা মাথায় আসামাত্রই আবার গড়াতে আরম্ভ করল জেক, নেমে গেল কিছুটা নীচে। ঘাতকের অস্ত্র থেকে বাঁচতে চায় সে।

কিছুক্ষণ পর থেমে মাথা তুলল জেক। কটনউডের সারির জন্য অদৃশ্য হয়ে গেছে ঢালের চূড়াটা। ওখানে কেউ বসে থাকলেও এখন আর দেখতে পাবে না ওকে।

স্লুইস গেটটা কোথায় আছে, অনুমান করে নিয়ে তিন হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করল জেক। কষ্ট হল প্রচণ্ড, কিন্তু, বেঁচে থাকবার তাগিদে দাঁতে দাঁত চেপে সব ব্যথা সহ্য করল সে। অর্ধেক দূরত্ব পার হয়ে এল একটানা। তারপর আবার শুয়ে পড়ল মাটিতে। মুখ হা করে দম নিতে লাগল।

ঘোড়া সমস্যার একটা সমাধান করা দরকার, ভাবল জেক। ঠিক তখনই আকাশে চমকাল বিদ্যুৎ। এবং, হয়তো জেকের মাথাতেও।

ঘোড়াও আছে! বার স্টিরাপের পাশে জুনিপারের জঙ্গলে পরম নিশ্চিন্তে ওর জন্য অপেক্ষা করছে ওর নিজের ঘোড়াটা! কিন্তু, বার স্টিরাপ পর্যন্ত যাওয়াটাই একটা সমস্যা।

আবার হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করল জেক। এবার স্লুইস গেটটার নীচে না পৌঁছুনো পর্যন্ত থামল না। থামবার পর দম নিল। তারপর বুকে হেঁটে একটু একটু করে উপরে উঠতে আরম্ভ করল। ওই যে, পাথরটা দেখা যাচ্ছে। ওটার ডান পাশেই আছে একটা সিক্স শ্যুটার। ফিট পাঁচেক দূরে আরেকটা। সামনে এগুল জেক।

জায়গাটা পাথুরে। ছোট-বড় পাথর, পাথরের টুকরো পড়ে আছে এখানে-সেখানে। বুকের নীচে পড়াতে কষ্ট হচ্ছে খুব। কিন্তু, চেষ্টা থামাল না জেক। শেষ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারল সে বড় পাথরটার কাছে। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ভারী সিক্স শ্যুটারটা। তারপর ডান দিকে গড়াল দু'বার। তুলে নিল দ্বিতীয়টাও। এরপর বিনা নোটিশে স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, পাহাড়ি ছাগলের মত দু'বার লাফ দিল এদিক-ওদিক। তারপরই ঘুরল উল্টোদিকে, যত জোরে পারল ছুট লাগাল স্লুইস গেটের পাথরের থামটার উদ্দেশে।

ঠিকই অনুমান করেছিল জেক। চলে যায়নি আক্রমণকারী। জেককে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখেই চমকে গেল সে। লোকটা জেককে ওয়াটার ট্যাঙ্কের অপর পাড়ে উঠতে দেখেছিল। কিন্তু, তখন পেট চেপে মাটিতে বসেছিল সে, প্রচণ্ড ব্যথা সইতে না পেরে হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল সিক্স শ্যুটারটা। ভেবেছিল, অপর পাড় থেকে মাথা তুলবে জেক, তখন আবার ছিদ্র করা যাবে ওকে। প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরও

জেকের কোন পাত্তা না পেয়ে ধোঁকা দেওয়ার ফন্দি আঁটল সে। কিন্তু, স্লুইস গেটটার আড়াল থেকে জেককে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে নিজেই ধোঁকা খেয়ে গেল। ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেল লোকটা, নিশানা না করেই গুলি চালাতে আরম্ভ করল। তিনটা বুলেট ছুটে গেল জেকের উদ্দেশে। কিন্তু, তার আগেই থামটার আড়ালে আশ্রয় নিল জেক।

ওর গুলিতে জেক কতদূর আহত হয়েছে, জানে না আক্রমণকারী। অথচ, জেকের ছুঁড়ে মারা ছুরিটা ঠিক বিঁধেছে তার পেটে। বাম দিকের পাঁজরের নীচে, বেল্ট থেকে ইঞ্চি দুয়েক উপরে। ছুরিটা থ্রোইং নাইফ ছিল না বলে বেঁচে গেছে সে। স্বাভাবিকের তুলনায় ভারী হওয়াতে ছুঁড়ে মারবার সময় হাত স্থির রাখতে পারেনি জেক, কিছুটা নড়ে গেছে। ছয় ইঞ্চির ফলাটা ইঞ্চি দেড়েকের বেশি ঢুকেনি তার পেটে।

অবস্থা সুবিধার না লোকটার। ফলাটা চওড়া ছিল, সে কারণে ক্ষতটাও চওড়া হয়েছে। গায়ের শার্ট খুলে ক্ষতস্থানে রুমাল পেঁচিয়েছে সে, তারপর রুমালের উপর পেঁচিয়েছে শার্টটাকে। কিন্তু, তাতে কাজ হয়নি খুব একটা। রক্তপাতের গতি ধীর হলেও একটানা পড়ছে এখনও। এতক্ষণ সে আশা করে ছিল, মাথা উঠানোমাত্রই খুন করবে জেককে। কিন্তু, সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে আশাটা। নিরস্ত্র হয়েও যথেষ্ট সুস্থ আছে জেক। তা না হলে ওরকমভাবে দৌড় দিতে পারত না। আর আধ ঘণ্টার ভিতর ডাক্তারের কাছে যেতে না পারলে এই ওয়াটার ট্যাঙ্কের কিনারাতেই মরতে হবে তাকে, জানে আক্রমণকারী। অথচ, খুন করতেই হবে জেককে। কিছুতেই মার্ফায় ফিরতে দেওয়া যাবে না তাকে। নিজের জীবনের উপর খেলবার সিদ্ধান্ত নিল আক্রমণকারী।

আগে তিনটা, এখন আরও তিনটা। শেষ হয়ে গেছে সিক্স শ্যূটারের গুলি, মনে পড়ল লোকটার। গানবেল্ট থেকে একটা একটা করে গুলি খুলে নিয়ে পিস্তলে ভরল সে। তাড়াহুড়ো করল না। ততক্ষণ খাটাল মগজটাকে।

জেক কোথায় আছে, জানা আছে তার। সে নিরস্ত্র, এটাও জানে লোকটা। এবং, এটাই আমার জন্য প্লাস পয়েন্ট, ভাবল আক্রমণকারী।

ওরকমভাবে লাফিয়ে উঠল কেন জেক? নিজেকে প্রশ্ন করল লোকটা। নিশ্চয়ই উইনচেস্টার বা গানবেল্টটা দখল করবার জন্য বুকে হেঁটে এগুচ্ছিল, আমাকে চোখে পড়ায় পালিয়েছে। ঠিক আছে, আমাকে যখন দেখেই ফেলেছে সে, আর লুকিয়ে থাকব না।

উঠে দাঁড়াল লোকটা। হেঁটে নেমে গেল ঘোড়াটার কাছে। স্যাডলে উঠে বসতে কষ্ট হল তার। তবুও চড়ল ঘোড়াটাতে, হাতে পিস্তল নিয়ে

উঠে এল ঢাল বেয়ে। মধ্যম গতিতে এগুল স্লুইস গেটটার দিকে।

এতক্ষণ স্লুইস গেটের আড়ালে বসে থাকেনি জেক। কোমরের বেল্টে সিক্স শ্যুটার দুটো গুঁজে নিয়ে আগের মতই গড়িয়ে নীচে নেমে গেছে, তারপর বুকে হেঁটে পার হয়ে এসেছে প্রায় ত্রিশ ফিটের মত। দূর থেকে ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে থেমে গেল জেক, উঠতে আরম্ভ করল উপরে। কিনারায় পৌঁছে খুব সাবধানে মাথা তুলে দেখল, মধ্যম গতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে স্লুইস গেটটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আক্রমণকারী। তার বেপরোয়া ভাব দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারল, দুটো ব্যাপারে নিশ্চিত লোকটা – স্লুইস গেটটার আড়ালেই আছে জেক এবং কোন অস্ত্র নেই জেকের কাছে। মাত্র এক মুহূর্তের জন্য দুই ঠোঁট ডান দিকে বাঁকা করল জেক। এগিয়ে গেল কাছের কটনউড গাছটার দিকে। দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল। কোমরের বেল্টে আটকানো সিক্স শ্যুটারদুটোর একটা নিল ডান হাতে। জানে ছয়টা গুলিই আছে, তারপরও চেম্বার খুলে দ্রুত পরীক্ষা করল একবার। এরপর নিশানা করল। এখন হয় মারতে হবে ওকে, নইলে মরতে হবে।

ততক্ষণে স্লুইস গেটটার থাম ছাড়িয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে গেছে আক্রমণকারী। জেকের খোঁজে একবার এদিক-ওদিক তাকাল সে। পেল না।

মেঘ সরে গিয়ে প্রায় পরিষ্কার হয়ে এসেছে আকাশ। শেষ হয়ে আসা সন্ধ্যার আলোতে স্পষ্ট না হলেও মোটামুটি দেখা যাচ্ছে সবকিছু। ঘোড়ার উপর বসে থাকা লোকটার কালো মূর্তি জেকের জন্য একটা সহজ টার্গেট। কটনউডে গা ঢেকে নির্দয়ের মত গুলি করল সে। চারটা লোকটার দেহে, দুটো লোকটার ঘোড়ার পেটে। গুলি শেষ হয়ে গেল। হাত থেকে সেটা ফেলে দিল জেক। বেল্ট থেকে খুলে নিল দ্বিতীয় সিক্স শ্যুটারটা। কিন্তু, সেটার প্রয়োজন হলো না।

গুলি খেয়ে ঘোড়ার গলার সাথে প্রায় লেগে গেল লোকটার গলা। স্যাডলের উপর প্রায় শুয়ে পড়ল সে। ঘোড়াটাও তীব্র ব্যথায় চিৎকার করে উঠল, ঘুরে দৌড় দিল ফিরতি পথে। ঢাল বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল নিমেষেই।

তাড়াহুড়ো করল না জেক। ধীরে-সুস্থে আড়াল ছেড়ে বের হলো। তাকাল মৃত স্ট্যালিয়নটার দিকে। বুকের ভিতরটা আবার হু হু করে উঠল তার। মৃত্যু কী নির্মম! ভাবল সে। কখন, কোথায়, কাকে তুলে নিয়ে যায়– কোন ঠিক নেই। টম, লুসি আর বিল অসকারের লাশ তুলতে এসেছিল সে। আরেকটু হলে নিজেই লাশ হয়ে যেত। স্রেফ ভাগ্যের

জোরে বেঁচে গেছে। মারা গেছে জেকের ঘোড়াটা এবং হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাবে আক্রমণকারী লোকটাও। হয়তো তার ঘোড়াটাও।

হাঁটা ধরল জেক বে স্ট্যালিয়নটার উদ্দেশে। কাছে গিয়ে তুলে নিল উইনচেস্টারটা, ঝুলাল ক্ষতহীন কাঁধে। তারপর পরল গানবেল্ট। বহু কষ্টে ঘোড়াটার নীচ থেকে উদ্ধার করল নিজের স্যাডল। উইনচেস্টারের ফিতের পাশে ঠাঁই দিল সেটাকে।

বার স্টিরাপের পথে রওয়ানা হওয়ার আগে কিছুক্ষণের জন্য থেমে দাঁড়াল জেক, গতকাল মারা যাওয়া টম পোলার্ডকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল। ওর জন্যই সে বেঁচে গেছে এ যাত্রা।

ওয়াটার ট্যাঙ্ক ছেড়ে চলে গেল জেক। টম পোলার্ডের লাশটা ভাসতে থাকল পানিতে। একটু আগের রণক্ষেত্র পরিণত হল সুনসান কবরস্থানে।

ষোলো

মার্ফার বাইরে যখন নিজের বাকস্কিনটার রাশ টানল জেক, ততক্ষণে রাত নেমে এসেছে সারা টেক্সাসে।

পরিস্থিতিটা যাচাই করল জেক। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে আলোকিত মার্ফা, রাস্তাঘাটে স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করছে লোকজন আর মাঝেমধ্যে আরোহী পিঠে একটা-দুটো ঘোড়া। সবকিছু ঠিকই আছে। জেল হাউযটা আক্রমণ করেনি কার্ক বা তার দল।

খুব একটা সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বাম হাতের তরফ থেকে। কোমর পর্যন্ত উঠানো যাচ্ছে হাতটাকে, তার বেশি উঠাতে গেলেই ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। হাতটাকে কোলের উপর রেখেছে জেক, মুঠি পাকিয়ে ধরে আছে উইনচেস্টারের নল। ডান হাতের কনুই দিয়ে বাঁটটা ডান কোমরের সাথে চেপে রেখেছে। তর্জনী রেখেছে ট্রিগারে। পা দিয়ে চালাচ্ছে ঘোড়াটাকে। অভ্যস্ত বাকস্কিনটা আদেশ বুঝতে কোনরকম ভুল করছে না।

বিপদ দেখামাত্রই মোকাবেলা করতে প্রস্তুত জেক। কিন্তু, আর বিপদ হলো না। জেল অফিসের সামনে এসে থামল সে, নামল ঘোড়া থেকে। ঢুকল ভিতরে। শেরিফের আচরণ কেমন হবে, ভাবল একবার। হয়তো ওকে এই অবস্থায় দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে লোকটা।

কিন্তু, আশ্চর্য হয়ে গেল জেক নিজেই। তিনজন লোক বসে আছে

শেরিফের সামনে। দু'জন অপরিচিত, আরেকজন জেকের বন্ধু জিম রাইট। ডেপুটি শেরিফের টেবিলের পিছনে নিজের চেয়ারে বসে আছে হার্শ। ফোর্ট ডেভিস থেকে ফিরে এসেছে সে। হাজত থেকে মুক্তি পেয়েছে স্যাম, বসে আছে হার্শের সামনে একটা চেয়ারে।

কেউ কোন কথা বলল না। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল জেককে। ঘটনা কী, মোটামুটি আন্দাজ করে নিল উভয়পক্ষই।

স্যাডল, উইনচেস্টার আর ববির বাড়তি পিস্তলটা একে একে হার্শের টেবিলে নামিয়ে রাখল জেক। তারপর কোন ভূমিকা না করে বলল, 'ডাক্তার বেনকে ডেকে নিয়ে এসো, স্যাম। আমি আর পারছি না।'

কোন কথা না বলে বের হয়ে গেল স্যাম। মিনিটখানেকের ভিতরেই ডাক্তারকে নিয়ে ফিরে এল সে। জেকের ক্ষতটা পরীক্ষা করল বেন, মারাত্মক নয় বুঝতে পেরে একটা কথাও না বলে শুশ্রূষা আরম্ভ করল।

জেক জিজ্ঞেস করল, 'কার্ক কেমন আছে, ডাক্তার?'

'আধ ঘণ্টা আগে মারা গেছে।'

'কীভাবে?' নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করল জেক।

'মার্ফার বাইরে কোথাও গিয়েছিল, ফিরে এল মারাত্মক আহত অবস্থায়। পাঁজরের নীচে ছুরি খেয়েছিল, আর শরীরে চারটা গুলি। একটা পেটে, দুটো বুকে, একটা গলার নীচে। কলার বোন ভেঙে বের হয়ে গেছে শেষের গুলিটা। ওর ডান দিকের ফুসফুসটা ফুটো হয়ে গেছে খুব সম্ভবত। নিঃশ্বাসের সাথে রক্ত উঠে আসছিল।'

'মনে হয় কিছু বলার আছে তোমার?' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল শেরিফ লুথার।

'কিছু? অনেক, অনেক কথা বলতে চাই আমি। তবে তার আগে জানতে চাই এরা কারা,' অপরিচিত দু'জনের দিকে ইঙ্গিত করল জেক।

'আমি আর্ট কার্ভেল,' বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ আর পোশাকে সাধারণ লোকটা নিজের পরিচয় দিল প্রথমে।

'আর আমি লুই মিডোস,' দামি কাপড়-চোপড় পরা গম্ভীর, উন্নাসিক দ্বিতীয়জন ঘোষণা করল তারপর।

'ভাল,' উপরে-নীচে মাথা দোলাল জেক। 'তোমরা এখানে এসে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছ। ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে। হার্শ, ফোর্ট ডেভিস থেকে কী খবর আনলে তুমি?'

'খবরটা তোমাদের জন্য ভাল, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? তা না হলে বাইরে বসে থাকত না স্যাম। যা-ই হোক, গর্ডন ফেবলস তোমাদের পক্ষেই কথা বলল। স্যাম সত্য বলেছিল। শুধু একটা কথা বাদে– কোন

পার্টনার ছিল না ওর। এবার নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে তুমিই ওর পার্টনার?'

'হ্যাঁ, আমিই ওর পার্টনার। পরিস্থিতির কারণে মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়েছিলাম আমরা। না বললে গতকাল থেকে আটকা পড়ে থাকতে হত এখানে, আর সমাধান করা হত না রহস্যটার।'

অপেক্ষা করে রইল সবাই।

'সব দোষ কার্ক পোলার্ডের। সম্পত্তির লোভে নিজের বড় ভাই টম পোলার্ড, ভাবি লুসি পোলার্ড আর লুসির চাচা বিল অসকারকে খুন করিয়েছে সে ববি মার্জকে দিয়ে। খুলে বলছি সব। তার আগে আমাকে বলো, এদের কাছ থেকে কী জানতে পারলে তুমি, লুথার।'

'কিছুই জানতে পারিনি। দশ মিনিট আগে-পরে হাজির হয়েছে এদের প্রত্যেকে। ঠিকমত কথাও বলতে পারিনি সবার সাথে। তবে এটুকু জেনেছি, তার করে সবাইকে আসতে বলেছিলে তুমি। এতক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমরা সবাই।'

'তাহলে তো ভালই হল। কষ্ট করে দ্বিতীয়বার আর বলতে হবে না কাউকে। জিম, তুমিই শুরু করো। ববি মার্জ আর কার্ক পোলার্ড দু'জনেই থাকত বিগ বেন্ডে। তুমিও কাজ করো সেখানে। নিশ্চয়ই কিছু না কিছু শুনেছ। যা জানো, বলো আমাদের।'

'ববি মার্জের ভাল নাম হচ্ছে অ্যান্থনি মার্জ। ববি নামেই ওকে চিনত সবাই। বিগ বেন্ডের কুখ্যাত গানম্যান ছিল সে। কেউ কেউ বলত, ভাল পয়সা পেলে ভাড়াটে খুনী হিসেবেও নাকি কাজ করত। আজ জানলাম, কথাটা সত্য। হাতে কাজ না থাকলে সারাদিন পড়ে থাকত সেলুনে। মদ খেত, জুয়া খেলত আর যখন-তখন চড়াও হত এর-ওর উপর। সাত মাস ধরে আছি আমি মার্ফায়, এর মধ্যে দু'জনকে ওর গুলি খেয়ে মরতে দেখেছি। তবে, দুটো গানফাইটই ছিল ন্যায্য। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়েছে ওরা। ববির সামনে পাত্তাই পায়নি লোক দু'জন। পিস্তলে হাত দেওয়ার আগেই মারা গেছে। ববির মত চালু হাত বোধহয় সারা টেক্সাসে ছিল না।

'কার্ক পোলার্ডের সাথে খুব একটা খাতির ছিল না আমার। তবে বেশিরভাগ সময়ই সেলুনে কাটাত সে। কাজে যেত না নিয়মিত। পেশাদার জুয়াড়ী হওয়ার চেষ্টা করছিল বোধহয়। আমাদের ক্যাম্পেই কাজ করত। ওর খোঁজে প্রায়ই লোক পাঠাত আমাদের ম্যানেজার...'

'কী বললে? ম্যানেজার? তাহলে কার্ক কী ছিল? শ্রমিক?'

'অবশ্যই। তা-ও আবার যাচ্ছে তা-ই মার্কা শ্রমিক। সেরকম হওয়ার কারণও আছে। মদের নেশায় চুর থাকলে কাজ করতে পারে লোকে?'

দৃষ্টি বিনিময় শেরিফ লুথার আর জেক। শেরিফ বলল, 'তোমার ভুল

হচ্ছে না তো, জিম? হয়তো অন্য কোন ক্যাম্পের ম্যানেজার ছিল কার্ক?'

'আরে নাহ্,' লুথারের কথাটা একবাক্যে উড়িয়ে দিল জিম। 'মাত্র তিনটা মাইনিং ক্যাম্প আছে বিগ বেন্ডে। সবগুলোর ম্যানেজারকে চিনি আমি। কার্ককে ম্যানেজার বানাবে কে? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? আমাদের ক্যাম্পেরই একজন শ্রমিক ছিল কার্ক। ফাঁকিবাজ শ্রমিক। আরে বাবা, মদ খাবি খা, সেটা তো আমিও খাই, সবাই খায়, কিন্তু, তাই বলে দিন-রাত কেন? জুয়া খেলবি খেল, অনেকেই খেলে, কিন্তু, সব সময় কেন? কাজকর্ম বলে কিছু নেই তোর? একদিন ওকে সেলুন থেকে ডেকে আনতে আমাকে পাঠিয়েছিল ম্যানেজার। ওরে বাবা! আমাকে দেখেই পিস্তল বের করল বদমাশটা। পালিয়ে বেঁচেছিলাম সেদিন।'

'এ-ই যখন অবস্থা, তখন কার্ককে তাড়িয়ে দিল না কেন তোমাদের ম্যানেজার?'

'অনেকবার দিতে চেয়েছিল। কিন্তু, একটা বড় সমস্যা ছিল। সমস্যাটার নাম ববি মার্জ।'

'ববি মার্জ?' প্রতিধ্বনি করল শেরিফ। 'বুঝলাম না।'

'ববির সাথে দহরম-মহরম ছিল কার্কের। একেবারে গলায় গলায় ভাব যাকে বলে। অনেকবার কার্কের চাকরি খেয়েছে আমাদের ম্যানেজার, আবার অনেকবার দিতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, চাকরি যাওয়ামাত্রই ববির কাছে গিয়ে নালিশ দিয়েছে কার্ক শয়তানটা। আর সাথে সাথেই দলবল নিয়ে ছুটে এসেছে ববি। মারধোর করেছে ম্যানেজার আর ফোরম্যানকে। ক্যাম্পটা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে সে কয়েকবার। তেমন কেউকেটা না হলেও শুধুমাত্র ববির কারণে শহরে পরিচিতি পেয়েছিল কার্ক।'

'তোমাদের শেরিফ নেই?' জিজ্ঞেস করল স্যাম।

জবাবে একটা গাল দিল জিম। বলল, 'আরে সে আবার শেরিফ নাকি? ওর বদলে একটা বুড়ো মহিলাকে শেরিফ বানালেও অনেক উপকার হত আমাদের।'

কোন মন্তব্য করল না কেউ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার শুরু করল জিম, 'ঋণের বোঝা মাথায় চাপতে বেশি সময় লাগল না কার্কের। আসলে, তাকে বলির পাঁঠা বানিয়েছিল ববি, হয়তো বুঝতে পারেনি সে। ওর পয়সা দিয়ে খেলত ববি, জিতলে প্রায় কিছুই দিত না কার্ককে, আর হারলে তো যা যেত পুরোটাই কার্কের। ববির ভয় দেখিয়ে এর-ওর কাছ থেকে মোটামুটি ভাল অঙ্কের টাকা ধার করতে পেরেছিল কার্ক। কিন্তু, পুরোটাই হয় সে, নইলে ববি উড়িয়ে দিয়েছিল জুয়ার টেবিলে। লোকের ধৈর্যের একটা সীমা

আছে। শেষে টাকার জন্য তারা চাপ দিতে লাগল কার্ককে। তখন গা ঢাকা দিতে বাধ্য হলো কার্ক। তারপরের কাহিনী শুনব তোমাদের মুখ থেকে,' যা বলবার ছিল, বলল জিম।

'কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছ তো লুথার?' জিজ্ঞেস করল জেক।

কিছু না বলে উপরে-নীচে মাথা নাড়ল শেরিফ।

'এবার লুই মিডোস, তুমি। তোমার কাছে গিয়েছিল কার্ক, ঠিক না?'

'ঠিক,' ভারী গলায় সম্মতি জানাল অভিজ্ঞ উকিল। 'লুসির বাবা মারা যাওয়ার পর মেয়েটাকে একটা চিঠি লিখলাম আমি। সম্পত্তির হিসেব বুঝে নিতে বললাম। কিন্তু, কোন উত্তর দিল না লুসি। ভাবলাম, এখনও বোধহয় বাবার উপর রাগ করে আছে মেয়েটা...' শেরিফকে ড্রয়ার খুলতে দেখে থেমে গেল মিডোস। একটা চিঠি বের করল লুথার। মিডোসকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা?'

'হ্যাঁ। যা-ই হোক, লুসি উত্তর দিল না দেখে চিন্তায় পড়ে গেলাম আমি। মেয়েটার একমাত্র চাচা বিল অসকারের সাথে কথা বলব কি না ভাবলাম। কিন্তু, বুঝতে পারলাম, কোন লাভ হবে না। কী করব ভাবছি, এমন সময় ওহায়োতে গিয়ে হাজির হলো কার্ক পোলার্ড,' দম নেওয়ার জন্য থামল বৃদ্ধ উকিল। অপেক্ষা করে রইল সবাই।

'আমাকে বলল কার্ক, চিঠিতে কী লিখেছি, কিছুই নাকি বুঝতে পারেনি লুসি। রেগে গেলাম। এত সহজ ভাষায় লেখার পরও না বুঝতে পারার কারণ কী, জিজ্ঞেস করলাম কার্ককে। পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারল না কার্ক। বলল, সব কিছু বিস্তারিতভাবে তার কাছে বুঝিয়ে বলার জন্য নাকি অনুরোধ করেছে লুসি। আমি কিছুই সন্দেহ করলাম না। যা জানতে চাইল লোকটা, গড়গড় করে বলে দিলাম।

'বললাম, মারা গেছে লুসির বাবা। মরার আগে সমস্ত সম্পত্তি উইল করে লুসিকে দিয়ে গেছে। সম্পত্তির হিসেব বুঝে নেওয়ার জন্য মেয়েটাকে ওহায়ো আসতে হবে।

'লুসি নিজে না এসে কার্ককে কেন পাঠাল, জিজ্ঞেস করলাম। উত্তর দিল সে, সামনের মাসে বাচ্চা হবে মেয়েটার, ডাক্তার বেশি নড়াচড়া করতে নিষেধ করে দিয়েছে। তা-ই আসেনি। বাচ্চা হওয়ার খবর শুনে খুশি হয়ে উঠলাম। আগ্রহ করে জিজ্ঞেস করলাম, কী কী জানতে চায় লুসি।

'প্রথমেই কার্ক জানতে চাইল, লুসি মারা গেলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে কে। বললাম, কোন সন্তান না থাকায় ওর স্বামী টম পোলার্ড। এরপর কার্ক জিজ্ঞেস করল, টমের কিছু হলে তখন কী হবে। বললাম, ওহায়োর নিয়মানুযায়ী, দু'ভাগে ভাগ হবে সম্পত্তিটা। একভাগ

পাবে জনের নিকটাত্মীয়, মানে বিল অসকার, আরেকভাগ টমের নিকটাত্মীয়, অর্থাৎ, কার্ক। বিলের বেঁচে না থাকার ক্ষেত্রে আইন কী বলে, জানতে চাইল কার্ক তারপর। বললাম, সম্পত্তি ভাগ হওয়ার আগেই যদি দেখা যায়, মারা গেছে বা নিখোঁজ হয়ে গেছে বিল, তা হলে আপাতত অর্ধেক সম্পত্তি পাবে কার্ক। বিল এক বছরের মধ্যে ফিরে না এলে সব সম্পত্তি পেয়ে যাবে কার্ক পোলার্ড। তখন আর বিলের কোন নিকটাত্মীয়ের খোঁজ করা হবে না। সব বুঝতে পেরেছে বলে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল কার্ক। তখন যদি জানতাম ওই ভাল মানুষের মুখোশটার আড়ালে লুকিয়ে ছিল···' কথাটা শেষ করল না মিডোস।

'ও, একটা কথা তো জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গেছি,' হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়াতে বলল জেক। 'কার্কের দলটার কী হলো?'

'দল?' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল ডেপুটি শেরিফ হার্শ। 'মাতালদের আবার দল হয় নাকি? পয়সা দেবে বলে লোভ দেখিয়েছিল কার্ক, অমনি ওরা জুটে গিয়েছিল ওর সাথে। একদিক দিয়ে মরেছে কার্ক, আরেকদিক দিয়ে যার যার মত কেটে পড়েছে ওরা।'

'আর্ট কার্ভেল?' অন্যমনস্ক উকিলকে ডাকল জেক। 'তোমার বক্তব্য কী?'

'অ্যান্থনি মার্জ, ববি মার্জ নামে কুখ্যাতি ছিল যার, আমার মক্কেল ছিল। মাত্র গত এক সপ্তাহের জন্য। একদিন সকাল সকাল আমার অফিসে গেল খুনীটা। বলল, একটা বিপজ্জনক কাজে হাত দিতে যাচ্ছে সে। তাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে কেউ। ফলে, মারা পড়বার সম্ভাবনা আছে তার। জানতে চাইল, এমন কোন উপায় আছে কি না যাতে সে সুস্থ দেহে মার্ফায় ফিরে এলে কী কাজ করেছিল, সেটা জানবে না কেউ, আর মারা গেলে প্রথমে আমি তারপর আমার মাধ্যমে আইনের লোক জানতে পারবে আসল ঘটনা। বললাম, আছে। ব্যাঙ্কে ওর নামে একটা ভল্ট ভাড়া করতে বললাম। সব কথা একটা সাদা কাগজে লিখে রাখতে বললাম ভল্টে। সে এক মাসের বেশি নিখোঁজ থাকলে বা গোলাগুলিতে নিহত হলে বা যে কোন অস্বাভাবিক উপায়ে মারা গেলে তার নামে ভাড়া নেওয়া ভল্ট খুলে ভেতরের জিনিসপত্র তার মনোনীত ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার আইনগত অধিকার দিতে বললাম আমাকে। আমার কথা অনুযায়ী সেদিনের মধ্যেই সব কিছু করল ববি। আইনের লোক হিসেবে মার্ফার শেরিফকে মনোনীত করল। সে বিগ বেন্ডে ফিরে গেলে বাতিল হয়ে যেত ওই অধিকারটা। বুঝলাম, বিপজ্জনক কাজটা করতে মার্ফায় যাচ্ছে দুর্ধর্ষ গানম্যান।

'কথা ছিল প্রতি দু'দিন পর পর আমাকে তার করবে ববি। ফলে,

আমি বুঝতে পারব, বেঁচে আছে সে। তার না পেলে আমি ধরে নিতাম, খারাপ কিছু ঘটেছে। তখন ওর খোঁজ নিতে মার্ফায় আসতাম আমি। যা-ই হোক, মিস্টার জেক রায়ার, এই কাগজটা তোমার সামনে এখন শেরিফের হাতে তুলে দিতে চাই। ববির নামে ভাড়া নেওয়া ভল্ট থেকে এই কাগজটাই বের হয়েছে,' বলতে বলতে শার্টের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা বড় সাদা কাগজ বের করল আর্ট কার্ভেল। বাড়িয়ে ধরল শেরিফ লুথারের উদ্দেশে। হাত বাড়িয়ে সেটা নিল লুথার। খুলে পড়তে আরম্ভ করল– ' "আমি অ্যান্থনি মার্জ, সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে, বিনা প্ররোচনায় এই জবানবন্দি লিখছি। যদি আগামী দুই মাসের ভিতর হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাই আমি, অথবা, গোলাগুলি বা অন্য কোন অস্বাভাবিক উপায়ে মারা পড়ি, তা হলে এই জবানবন্দিটা মার্ফার শেরিফের হাতে তুলে দেওয়ার আইনগত অধিকার বিগ বেন্ডের জনৈক উকিল মিস্টার আর্ট কার্ভেলকে দিলাম।

'বিগ বেন্ডে আমার এক বন্ধু আছে, নাম কার্ক পোলার্ড। বাইরে যথেষ্ট ভালমানুষি দেখালেও আসলে আমার চেয়েও খারাপ লোকটা। সম্পত্তির লোভে নিজের বড় ভাই টম পোলার্ড, ভাবি লুসি পোলার্ড আর লুসির চাচা বিল অসকারকে খুন করবার পরিকল্পনা করেছে সে। ওই পরিকল্পনায় আমি হচ্ছি তার সাহায্যকারী; অর্থাৎ, খুনগুলো আমিই করব। নিজেকে নিরাপদ রাখবার জন্য খুনের সময় খুনের জায়গা থেকে অনেক দূরে থাকবে কার্ক পোলার্ড।

'ওহায়োর জনৈক উকিল লুই মিডোসের কাছ থেকে সব জানতে পেরেছে কার্ক। তারপরই খুনের পরিকল্পনাটা করেছে।

'লুসিকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখেছিল মিডোস। ওটা আপাতত লুকিয়ে রেখেছি আমরা। টমকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখেছে কার্ক। আরেকটা লিখেছে লুসির চাচা বিল অসকারকে। দুটো চিঠিতে কী লিখেছে, আমাকে দেখতে দেয়নি। আর তখন থেকেই ওর উপর সন্দেহ হয়েছে আমার।

'আমরা ঠিক করেছি, বিল অসকারকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিটা নিয়ে মার্ফায় যাব আমি। সেখান থেকে পোস্ট করব চিঠিটা। তারপর আমি উঠব মার্ফার একমাত্র হোটেলে। অপেক্ষা করব বিলের জন্য। কার্ক আমাকে বলেছে, এমন কিছু সে লিখেছে চিঠিতে যে, মার্ফায় না এসে পারবে না বিল। যা-ই হোক, আমাকে লোকটার বর্ণনা দিয়েছে কার্ক। আরও বলেছে, মার্ফায় হোটেল মাত্র একটা হওয়াতে সেখানেই উঠতে হবে বিলকে। তা ছাড়া, ওহায়ো থেকে স্টেজ কোচে চেপে আসবে লোকটা; কাজেই আমার রুমের জানালা দিয়ে দিনরাত নজর রাখলে

তাকে অবশ্যই দেখতে পাব আমি।

'বিল অসকার মার্ফায় পৌঁছুনোমাত্রই পোস্ট অফিসে গিয়ে কার্ককে তার করব আমি। তার পেয়েই মার্ফার পথ ধরবে কার্ক। সঙ্গে নিয়ে আসবে চিঠিদুটো–লুই মিডোস যেটা লুসিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিল আর টমকে উদ্দেশ্য করে সে যেটা লিখেছিল। চিঠিদুটো দিয়ে কী করবে সে, জানি না।

'বিল অসকার বার স্টিরাপের পথ ধরামাত্রই তাকে ফলো করব আমি। ছোট রানশ্ বলে কোন কাউহ্যান্ড নেই বার স্টিরাপে, সব কাজ নাকি নিজেরাই করে টম আর লুসি। শুধুমাত্র অ্যানুয়াল রাউন্ড আপের সময় কাউবয় ভাড়া করে। কাজেই, কার্ক আমাকে বলল, বিল, টম আর লুসি ছাড়া নাকি আর কেউ থাকবে না রানশ্‌টাতে।

'খুন করবার পর চাদরে পেঁচিয়ে লাশগুলো আমি নিয়ে যাব তিন মাইল দূরের কটনউড জঙ্গলের পাশের ওয়াটার ট্যাঙ্কটাতে। মাইনিং ক্যাম্পে কাজ করে কার্ক, সেখান থেকে চারটা ভারী লোহার পাত চুরি করেছে সে, দিয়েছে আমাকে। লাশগুলোর পায়ে দড়ি বেঁধে দড়ির অন্য প্রান্তে বাঁধব ওই পাতগুলো। তারপর ডুবিয়ে দেব পানিতে। কার্কের দাবি, কেউ নাকি কল্পনাও করতে পারবে না ব্যাপারটা। মার্ফার শেরিফ নাকি বিপজ্জনক লোক, প্রয়োজনে পুরো এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজবে সে টম, লুসি আর বিলের জন্য। কাজেই, এই বুদ্ধিটা বের করেছে কার্ক।

'কাজ শেষ করে মার্ফায় ফিরে যাব আমি। তারপর সেখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব বিগ বেন্ডে। আর অবস্থা বুঝে বার স্টিরাপে ঢুকবে কার্ক, তারপর নাকি এমনভাবে সাজাবে সবকিছু, যাতে এড রুফাস আর ফ্র্যাঙ্ক মেলন নামের দুই লোক শেরিফের চোখে সন্দেহভাজন হয়ে যায়।

'আমার মৃত্যুর পর মার্ফার শেরিফ ছাড়া অন্য কেউ যদি এই স্বীকারোক্তিটা পায়, তা হলে যত দ্রুত সম্ভব কার্ককে আইনের হাতে সোপর্দ করবার জন্য অনুরোধ করছি। লোকটা আমার চেয়েও ভয়ঙ্কর। আমি খুন করি, আর সে খুন করায়– অ্যান্থনি মার্জ (ববি মার্জ)।" '

সতেরো

কবরের নীরবতা নেমে এল পুরো জেল অফিসে।

মুখ খুলল জেক, 'ঘটনাটা মোটামুটি জানা হয়ে গেছে সবার।

তারপরও আমি কিছু বলতে চাই। হোটেল মালিক কলিন্স, লরা জেমিসন আর পোস্ট অফিসের লোকজনের সাথে কথা বলে অনেক কিছু জানতে পেরেছি আমি। পোস্টম্যান লোকটাও কার্কের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছে আমাকে।

'ভাই-ভাবির সাথে কিন্তু সুখেই কাটছিল কার্কের দিন। তারপরও বিগ বেন্ডে গেল সে। কেন? বড় কিছু করার আশায়। হঠাৎ বড় কিছু করার দরকার পড়ল কেন তার? কারণ, পল জেমিসনের মেয়ে লরা জেমিসনকে ভালবাসত সে। কিন্তু, তার মত ভিখিরির কাছে মেয়েকে কিছুতেই দেবে না পল, জানত কার্ক। কাজেই, যে কোন উপায়ে আঙুল ফুলিয়ে কলাগাছ বানানোর দরকার পড়ল তার।

'মাইনিং ক্যাম্পে কাজ জুটাতে পারল কার্ক। কিন্তু, সঙ্গদোষের কারণে নষ্ট হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। মদ্যপ আর জুয়াড়ী হিসেবে কুখ্যাতি জুটল কপালে আর ঋণের বোঝা চাপল মাথায়। টমের কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য বার স্টিরাপ রওয়ানা হলো সে।

'গলা ভেজানোর জন্য মার্ফায় এল কার্ক। ঢুকল সেলুনে। সেখানে পোস্টম্যানের সাথে দেখা হলো তার। কার্ক বার স্টিরাপ যাচ্ছে শুনে লুই মিডোসের চিঠিটা সরল বিশ্বাসে ওর হাতে দিয়ে দিল পোস্টম্যান।

'লুই মিডোসের নাম জানত ধূর্ত কার্ক। মিডোস কী করে, সেটাও জানা ছিল তার। কাজেই, সে বুঝে গেল, নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটেছে, যার কারণে চিঠি পাঠিয়েছে লুই মিডোস। বার স্টিরাপে আর ফিরে গেল না সে। মার্ফা থেকেই সোজা ওহায়োর স্টেজ কোচে চাপল। দেখা করল লুই মিডোসের সাথে। ওর সাথে কথা বলে জেনে নিল সব। তারপর নিশ্চয়ই আবার বিগ বেন্ডে ফিরে গিয়েছিল সে। ববির সাথে মিলে খুনের পরিকল্পনাটা করল। আমার মনে হয়, পুরো সম্পত্তিটার একটা বড় অংশ ববিকে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল সে। যার জন্য একসাথে তিনজনকে খুন করতে রাজি হয়ে গিয়েছিল ববি। কিন্তু, কার্কের মতলব হয়তো খারাপ ছিল, তার হাবভাব সন্দেহজনক মনে হওয়াতে স্বীকারোক্তিটা লিখে ব্যাঙ্কের ভল্টে রাখল ববি,' থামল জেক।

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলে তুমি কার্ককে?' জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

'সন্দেহ করেছিলাম বললে ভুল হবে। তবে ওর কথাবার্তা, চাল-চলন প্রথম থেকেই কেমন যেন অদ্ভুত আর খাপছাড়া মনে হচ্ছিল আমার কাছে।'

'কী রকম?'

'প্রথম থেকেই বলি। তোমাকে নিয়ে কেবিনে গেল সে। আমি

পালানোর জন্য গিয়ে ঢুকলাম রান্নাঘরে। হাতল ধরে ঘুরালাম। ছুটে চলে এল সেটা। হাত থেকে জিনিসটা ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেলাম জানালাটার কাছে, লাফিয়ে পড়লাম বাইরে। যতক্ষণ বার স্টিরাপে ছিলে তোমরা, আমিও ছিলাম। কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে তোমাদের সব কথা শুনছিলাম।

'তোমাকে টম আর লুসির বেডরুমে নিয়ে গিয়ে কী দেখাল কার্ক? এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা কাপড়-চোপড়, কাগজপত্র। অন্য কেউ হলে কী করত? দামি কী জিনিস হারিয়ে গেছে, তার খোঁজ করত। কার্ক কী করল? প্রথমেই খুঁজতে আরম্ভ করল চুক্তিনামাটা। যেন সে জানত, চুক্তিনামাটা নেওয়ার জন্যই পুরো ঘরটা এলোমেলো করেছে কেউ। তুমি ধরতে পারোনি ব্যাপারটা, তাই না?'

'না,' স্বীকার করল শেরিফ। 'সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছি আমি। কাজে ইস্তফা দেওয়ার সময় হয়েছে বোধহয়।'

'রান্নাঘরে ঢুকে একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলল কার্ক,' লুথারের মন্তব্যটার ব্যাপারে কিছু না বলে নিজের কথা চালিয়ে গেল জেক। 'বলল, "আমিও আজ বিকেলে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে..."। গতকাল বিকেলে আমাদের আগে একবার বার স্টিরাপে গিয়েছিল সে, স্যামকে বলেছিলে তুমি। সুতরাং, ওর কথাটা শুনে কতগুলো প্রশ্ন জাগল আমার মনে। বিকেলে তাড়াহুড়ো করার দরকার পড়ল কেন তার? কী হয়েছিল? কেউ কি দেখে ফেলেছিল তাকে? দেখলে অসুবিধা কী? ওর ভাইয়েরই তো কেবিন। ওকে চোর মনে করবে না কেউ। আর তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কী করেছিল সে? একটা প্রশ্নেরও উত্তর পাইনি তখন। পরে লরার সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি সব।

'লরা বলল, লুসি নাকি ওর বান্ধবী ছিল। গতকাল ওয়াটার ট্যাঙ্কে যাওয়ার আগে বার স্টিরাপে গেল লরা। কিন্তু, তার আগেই খুন হয়ে গেছে টম, লুসি আর বিল। রানশ্‌টার পরিবেশ কেমন যেন অদ্ভুত লাগল লরার কাছে। কেবিনের বাইরে একটা ঘোড়া দেখতে পেল সে। বর্ণনা শুনে আমি বুঝতে পারলাম, ঘোড়াটা কার্কের। কৌতূহলী হয়ে লরা ঢুকে পড়ল কেবিনের ভেতর।

'ওই সময় রান্নাঘরে ছিল কার্ক। লরা ভেতরে ঢুকেছে বুঝতে পেরে দরজা দিয়ে তাড়াহুড়ো করে বের হওয়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু, দরজাটার ছিটকিনি বা পাল্লাতে কোন একটা সমস্যা থাকায় আমার মতই বিপদে পড়ল কার্ক। এ কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিল সে পরে।

'শুধুমাত্র লরা সাক্ষ্য দিলেই কিন্তু ফেঁসে যেত কার্ক। মেয়েটা টম আর লুসির বেডরুমে ঢুকেছিল। কী দেখতে পেয়েছিল, জানো? ক্লযিটের

মাত্র একটা ড্রয়ার খোলা। বিছানায় কোন চাদর নেই। তারমানে, বিছানার চাদর, আর কুযিটে রাখা অতিরিক্ত দুটো চাদর প্ল্যানমাফিক সরিয়ে ছিল ববি।

'ট্র্যাঙ্কটা বন্ধ ছিল, আমাকে বলেছে লরা। কাপড়-চোপড়, কাগজপত্র এলোমেলো ছিল না। ডাইনিং টেবিলে রাখা ছিল না খাবার। এমনকী একটা গ্লাস পর্যন্ত নাকি ছিল না টেবিলটার উপর। তারমানে, সবকিছু সাজিয়েছে কার্ক নিজেই। সময়টা কখন, আমি জিজ্ঞেস করাতে বলল লরা, চারটা কি তার কিছু বেশি হবে।

'গতরাতে কোরালে তুমি দুটো অপরিচিত ঘোড়া দেখেছিলে। বুঝতেই পারছ, একটা স্যামের আর অন্যটাতে চড়ে বার স্টিরাপে গিয়েছিল বিল অসকার। নিজেকে বাঁচাতে মিথ্যে বলতে বাধ্য হয়েছিল স্যাম। কিন্তু, কার্ক কী করল? হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠল। তোমার আপন ভাই-ভাবি যদি নিখোঁজ হয়ে যায়, তা হলে ওরকম করবে নাকি তুমি? ব্যাপারটা আজব লাগল আমার কাছে।

'মনে করে দেখো, ফ্র্যাঙ্ক মেলনের কথা শুনে কী রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল কার্ক। আসলে পুরোটাই ছিল ওর অভিনয়। নিজেকে মেলনের জায়গায় বসাও। ধরো, অপহরণ করেছ তুমি লুসিকে। এখন ওকে কি তুমি এমন একটা রানশে নিয়ে যাবে, যেখানে ফোরম্যান হিসেবে চাকরি করো তুমি? এত কাঁচা কাজ করবে কেউ?

'স্যাম যখন ওয়াটার ট্যাঙ্কটার কাহিনী শোনাচ্ছিল, তখন জোর দিয়ে একটা কথা বোঝানোর চেষ্টা করছিল কার্ক– সেখানে আগে গিয়েছিল লরা, পরে ববি। অথচ, লরা আমাকে উল্টোটা বলেছিল। এরকম কেন করল কার্ক, কিছুই বুঝিনি তখন। পরে ভেবেছিলাম, বোধহয় ববিকে বাঁচাতে চাচ্ছিল সে,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জেক, 'ভুল ভেবেছিলাম আমি। লরার আগে ববির ওয়াটার ট্যাঙ্কে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, সেখানে কিছু একটা করছিল সে। এই "কিছু একটা"কে গোপন করার জন্যই আগে-পরে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল কার্ক। ওর জায়গায় অন্য কেউ হলে লরার ব্যাপারটা নিয়ে আহা-উহু করত, ববির ফাঁসি হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করত, আর সে কে আগে, আর কে পরে গেল সেটা নিয়ে তর্ক বাধিয়ে দিল।

'জেল অফিসে পৌঁছুনোর পর কী করলাম আমরা? চিঠিদুটো পড়লাম। একটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে। স্যাম, একটু কষ্ট করো তো। ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে একটা খাম পড়ে আছে। ওটা তুলে লুথারের হাতে দাও।'

কাজটা করল স্যাম। দুমড়ে-মুচড়ে প্রায় গোলাকার হয়ে যাওয়া খামটাকে ভাঁজ খুলে সমান করবার চেষ্টা করল শেরিফ। কাজ চলে, এরকম অবস্থায় নিয়ে আসবার পর থামল।

'কী?' প্রশ্ন করল সে জেককে।

'ভালমত দেখো তো, কোন ডাকঘরের ছাপ দেখতে পাও কি না।'

দেখল লুথার। পেল না। 'তারমানে...' বলতে আরম্ভ করল সে।

'হ্যাঁ,' তার মুখের কথা কেড়ে নিল জেক, 'তারমানে হচ্ছে, চিঠিটা নিজের হাতে লেটার বক্সে রেখেছিল কার্ক। সে জানত না কবে মার্ফায় পৌঁছুবে বিল অসকার। কাজেই, চিঠিটা পোস্ট করার ঝুঁকি নিতে চায়নি সে। ডাকঘরের ছাপ নেই, দেখতে পেলে তাকে সন্দেহ করবে তুমি, জানত কার্ক। কাজেই, খামটা খুলেই দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে দিয়েছিল ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে। পোস্টম্যানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি, গত তিনমাসের ভেতর বার স্টিরাপে কোন চিঠি নিয়ে গিয়েছিল কি না সে। উত্তরে লোকটা না বলেছে আমাকে।

'আজ সকালে ববি মার্জ আর বিল অসকারের ব্যাপারে জিজ্ঞেসাবাদ করার জন্য গিয়েছিলাম হোটেলে। প্রথমে কলিন্সের সাথে কথা বললাম। তারপর গেলাম ববির রুমে। সেখান থেকে বের হয়ে বিলের রুমে ঢুকব, এমন সময় বের হয়ে এল কার্ক। আমাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে বের করল পিস্তল। আমার ভাগ্য ভাল যে, আমাকে চিনতে পেরে গুলি করেনি সে। যা-ই হোক, আমি কী করছি না করছি, জানতে চাইল। তখনই বলে বসল আরেকটা বেফাঁস কথা। তারপর সন্দেহ করলাম ওকে।

'ববির ফাঁসি হয়েছে শুনে বলল সে, খুনীদের ওরকমই সাজা হওয়া উচিত। খটকা লাগল আমার। ববি উত্যক্ত করেছিল লরাকে, খুন করেনি। তা হলে কথাটা বলল কেন কার্ক? কার ব্যাপারে মন্তব্যটা করল সে জানতে চাইলাম। সে বলল, অ্যান্থনি মার্জ। ববি মার্জের ভাল নাম যে অ্যান্থনি মার্জ, সেটা আমি আর স্যাম ছাড়া মার্ফার আর কেউ বোধহয় ওই সময় জানত না। তা হলে কার্ক জানল কীভাবে? তারমানে নিশ্চয়ই আরও কিছু জানে সে, অনুমান করলাম। কিন্তু, কিছু বললাম না।

'হোটেল থেকে বের হওয়ার পর দেখা হলো লরার সাথে। ওর সাথে কী কথা হয়েছে আগেই বলেছি। পোস্ট অফিসে গিয়ে চারটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জানতে পারলাম।

'এক, লুসিকে উদ্দেশ্য করে লেখা লুই মিডোসের চিঠিটা সরাসরি বার স্টিরাপে না দিয়ে কার্কের হাতে দিয়েছিল পোস্টম্যান। দুই, গত তিনমাসের ভেতর কার্কের লেখা কোন চিঠি বার স্টিরাপে নিয়ে যায়নি

সে। তিন, ববি মার্জ সপ্তাহখানেক আগে একটা চিঠি পোস্ট করেছিল ওহায়োতে। প্রাপকের নামের প্রথমটা মনে ছিল পোস্টম্যানের, বিল। চার, প্রতি দু'দিন পর পর পোস্ট অফিসে যেত ববি মার্জ, বিগ বেন্ডে জনৈক আর্ট কার্ভেলের কাছে তার পাঠাত। প্রতিটা তারে একই কথা থাকত–আমি ভাল আছি, অ্যান্থনি মার্জ।

'এরপর তার করলাম লুই মিডোস, আর্ট কার্ভেল আর জিমকে। গতরাতে হোটেলের ভাড়া দেওয়ার জন্য কার্কের পকেট থেকে কিছু টাকা নিয়েছিলাম আমি। তার করার মাশুল দিতে সেগুলো বের করলাম। টাকার সাথে বের হয়ে এল আরেকটা জিনিস,' উঠে গিয়ে হার্শের টেবিলের উপর রাখা স্যাডল থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল জেক। দিল সেটা শেরিফের হাতে। বলল, 'পড়ে দেখো, লুথার।'

পড়ল লুথার, 'বিল মার্ফায় বি এম।'

'অর্থাৎ, মার্ফায় এসে পৌঁছেছে বিল অসকার। তারটা পাঠিয়েছে বি এম মানে ববি মার্জ। ববি মার্জের সাথে যে কার্কের যোগাযোগ ছিল, আজ বার স্টিরাপে রওয়ানা হওয়ার আগেই সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

'লরার সাথে কথা বলে আর দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে বুঝতে পারলাম, ওয়াটার ট্যাঙ্কে কী করছিল ববি। লাশগুলো পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছে সে, অনুমান করে সেগুলো উদ্ধার করতে গেলাম। টম পোলার্ডের লাশটা তুলতে পারলাম। পানির উপরে মাথা তোলামাত্রই গুলি করতে আরম্ভ করল এক লোক। হাতে একটা ছুরি ছিল আমার, সেটা ওর দিকে ছুঁড়ে মেরেই পালালাম।

'প্রথমে ভাবলাম, অপমানের প্রতিশোধ নিতে কোন আততায়ীকে পাঠিয়েছে লরা। কারণ, আমি যে ওয়াটার ট্যাঙ্কে যাব, সেটা একমাত্র লরাই জানত। বাতিল করে দিলাম চিন্তাটা। তখন ভাবলাম, আমি মারা গেলে লাভবান হবে কে। উত্তরটা খুব সহজ, কার্ক পোলার্ড। তার বিরুদ্ধে আমি জেনে ফেলেছি অনেক কিছু, সবাইকে বলে দিলে ফেঁসে যাবে সে।

'বুঝলাম, ট্যাঙ্কটার পাশের কটনউড জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল কার্ক। আমাকে পানিতে ডুব দিতে দেখামাত্রই বুঝতে পারল, খেল খতম তার। কিনারায় এসে গুলি চালাল আমার, মানে নিজের ভাইয়ের উপর।

'মনে পড়ল, আমি বার স্টিরাপে যাব কি না, জানতে চাইছিল সে। আমার বার স্টিরাপে যাওয়ার মানে হচ্ছে ওয়াটার ট্যাঙ্কে যাওয়া, সেটা বুঝে নিতে খুব বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। আর কার্কের মত ধূর্ত কারও পক্ষে ব্যাপারটা মোটেও কঠিন না। কলিন্স একটা কথা বলেছিল

আমাকে–পিস্তলে দারুণ চালু হাত ববির, কিন্তু, উইনচেস্টারে আবার একদমই কাঁচা। কটনউডের জঙ্গল থেকেই আমার উপর গুলি চালাতে পারত কার্ক, কিন্তু, তা হলে উইনচেস্টার ব্যবহার করতে হত তাকে। একবার ভাবলাম, বোধহয় উইনচেস্টার নেই আক্রমণকারীর সাথে। পরে কলিন্সের কথাটা খেয়াল হওয়ামাত্রই বুঝতে পারলাম, আক্রমণকারী কে। ওর উপর গুলি চালানো ছাড়া উপায় ছিল না আমার, শেরিফ।'

'বুঝতে পারছি,' উপরে-নীচে মাথা দোলাল লুথার।

'আচ্ছা, কার্ভেল,' বিগ বেন্ডের উকিলের দিকে ঘুরল জেক। 'ভি এন ২২ মানে কী?'

'ভল্ট নাম্বার ২২। ব্যাঙ্কে এই ভল্টেই স্বীকারোক্তিটা রেখেছিল ববি মার্জ।'

'তা হলে,' উঠে দাঁড়াল জেক, 'আর কিছু বলার আছে কারও?'

'আছে,' পিছন থেকে বলল হার্শ। 'সাইনবোর্ডটার ব্যাপারটা কী? বার স্টিরাপ ছাড়িয়ে যেখানে দেখলাম সেটা, সেখানে কোনকালেই ছিল না জিনিসটা। যাকে খুশি জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। একই কথা বলবে সবাই।'

'ব্যাপারটা কার্কের আরেক ভেল্কিবাজি। আমার মনে হয়, ববি যেন খুনগুলো নিশ্চিন্তে করতে পারে, সেজন্য ওকে দিয়েই বোর্ডটা ওখানে বসিয়েছিল কার্ক। ববির রুমে সাদা রঙের কৌটা আর ব্রাশ দেখেছি আমি। বিগ বেন্ড থেকে মার্ফায় আসার সময় যখন চার মাইল দূরে ছিল ববি, তখন সাইনবোর্ডটা খুলে নিল সে। বড় কোন ঝুলিতে ভরে বা অন্য কোন উপায়ে লোকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এল। সাইনবোর্ডটাতে লেখা ছিল, মার্ফা চার মাইল, বিগ বেন্ড ছেচল্লিশ মাইল। শেষের লেখাটা রঙ দিয়ে মুছে ফেলল ববি। একটা তীর চিহ্ন এঁকে সেটাকে উপরে, ডানদিকে বাঁকিয়ে দিল। তারপর বার স্টিরাপে ঢুকবার আগে জায়গামত বসিয়ে দিল বোর্ডটাকে।'

'আরেকটা কথা,' বলল শেরিফ, 'তোমরা স্ট্রেঞ্জার বলে ধোঁকা খেয়েছ। কিন্তু, মার্ফা চেনে, এমন কেউ, যেমন ধরো আমি যদি ওই সময় দেখে ফেলতাম বোর্ডটাকে, জিজ্ঞেসাবাদ করার জন্য যেতাম বার স্টিরাপে, তা হলে কী করত ববি?'

'প্রশ্নটার উত্তর পড়ে আছে ওয়াটার ট্যাঙ্কের কিনারায়।'

'মানে?'

'টম, লুসি, বিল অসকার– তিনজন মানুষ। তিনজনকে পায়ে ভারী লোহার পাত বেঁধে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিল ববি। কিন্তু. ওর সাথে

একটা অতিরিক্ত পাত আর যথেষ্ট দড়ি ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন নিয়ে এসেছিল সে জিনিসটা। যেন জেক রায়ার আর স্যাম ওয়েড দেখতে পায়? না। খুন করার বা লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় যদি কেউ দেখে ফেলত ববিকে, তা হলে তাকেও খুন করত সে। তারপর পায়ে লোহার পাত বেঁধে ডুবিয়ে দিত ওয়াটার ট্যাঙ্কে। সুতরাং, গতকাল খুনের সময় বার স্টিরাপে গেলে আজ আর এখানে তোমাকে বসে থাকতে হত না, লুথার।'

'লাশগুলো কোন্ রাস্তা দিয়ে ওয়াটার ট্যাঙ্কে নিয়ে গেল সে? নিশ্চয়ই ফোর্ট ডেভিসের ট্রেইল ধরেনি। যে কেউ যখন-তখন আসতে পারত ওই পথে।'

'আমার মনে হয়, কটনউড জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কোন না কোন একটা রাস্তা আছে। কার্ক খুব ভালমত চিনত রাস্তাটা। ববিকে সেটার ব্যাপারে জানিয়েছিল সে। স্যামের তাড়া খেয়ে ওই জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েছিল ববি। কিন্তু, ঠিকই মার্ফায় ফিরতে পেরেছিল। কাজেই, জঙ্গলটার ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা না থেকে পারেই না।'

'আমি একটা জিনিস বুঝলাম না,' বলল স্যাম। 'ওয়াটার ট্যাঙ্কটার স্লুইস গেট খুলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল ববি। উদ্দেশ্য ছিল লরাকে ধরা। কিন্তু, সব পানি বের করে দিলে লাশগুলো তো স্পষ্ট দেখা যেত। তা হলে?'

'আসলে গেটটা খুলতই না ববি,' ব্যাখ্যা দিল জেক। 'লরাকে ভয় দেখাচ্ছিল সে। অল্প একটু খুলেই এমন ভান করছিল, যেন খুব কষ্ট হচ্ছিল তার। পরে আমি নিজে লাগালাম গেটটা। খুব বেশি শক্তি প্রয়োগের দরকার হয়নি। অথচ, শক্তিমত্তার দিক দিয়ে ববি ছিল আমার প্রায় তিনগুণ। তারমানে, অভিনয় করছিল সে।'

'স্বীকারোক্তিতে লিখেছে ববি,' আবার বলল স্যাম, 'কাজ সেরেই বিগ বেন্ডে ফিরে যাবে সে। তা হলে গেল না কেন?'

'আমার মনে হয়, কার্কের সাথে দেখা করার জন্য রয়ে গিয়েছিল সে মার্ফায়। ওয়াটার ট্যাঙ্কে ওদের পরিকল্পনার বাইরে ঘটনা ঘটেছে, বোধহয় সেটা কার্ককে জানাতে চাইছিল।' এরপর দরজার নীচে কাগজ দেওয়ার ব্যাপারটা সবাইকে খুলে বলল জেক। তারপর বলল, 'কাগজটা পড়ে থাকার মানে হচ্ছে, হয় কার্ক বাইরে গিয়েছিল, অথবা অন্য কেউ ঢুকেছিল ওই রুমে। কলিন্সকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কার্কের কাছে কোন গেস্ট এসেছিল কি না বা কার্ক হোটেল ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল কি না। দুটো প্রশ্নের উত্তরেই না বলেছে কলিন্স। তারমানে, বোর্ডারদের কেউ কার্কের রুমে গিয়েছিল, অথবা, কার্ক বোর্ডারদের কারও রুমে গিয়েছিল। ববির পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, কত নম্বর রুমে উঠেছিল কার্ক অথবা আদৌ

হোটেলে উঠেছিল কি না। অথচ, টলার ভান করে কার্ক হয়তো ববির রুম নম্বরটা দেখে থাকতে পারে। তখন হয়তো খেয়াল করেছিল সে, হোটেল ছেড়ে চলে যায়নি ববি। ঘটনাটা কী, জানার জন্য পরে আট নম্বর রুমে ঢুকল।'

'কিন্তু, গতরাতে তো তুমি কার্ককে সন্দেহ করনি। তা হলে কাগজের টুকরোটা দরজার নীচে রাখতে গেলে কেন?'

'সন্দেহ করিনি ঠিক, কিন্তু, প্রথম থেকেই কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছিল ওর আচরণ। ওকে সন্দেহ করা যায় কি না, আসলে সেটাই জানতে চাচ্ছিলাম আমি।'

'ববির প্যান্টের পকেট থেকে যে চিঠিটা তুমি পেয়েছ, সেটাই তো লুসির নামে বিল অসকারকে লিখেছিল কার্ক?'

'হ্যাঁ।'

'চিঠিটা ববির কাছে গেল কীভাবে?'

'আমার মনে হয়, চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে বার স্টিরাপে গিয়েছিল বিল অসকার। খুন করার পর তাকে সার্চ করে চিঠিটা পেয়ে যায় ববি। পরে ভালমত পড়বে ভেবে হয়তো ঢুকিয়ে রেখেছিল পকেটে। পড়তে পেরেছিল কি না কে জানে।'

'আরেকটা কথা,' বলল শেরিফ। 'চাদরের ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ? ওগুলো কী করল ববি?'

'ওয়াটার ট্যাঙ্কের পাশের কটনউড জঙ্গলটাতে ঢুকিনি আমি বা স্যাম। আমার মনে হয়, চাদরগুলো ওখানেই ফেলে রেখেছে ববি। একটু ভেতরের দিকে। তবে খুঁজলেই পাওয়া যাবে বোধহয়। টমের লাশটা উঠানোর সময় ওর গায়ে হাত দিয়েছিলাম। চাদরের স্পর্শ পাইনি।'

'লোহার পাত,' নাছোড়বান্দা শেরিফ প্রশ্ন চালিয়ে গেল। 'আর দড়ি। বোঝাই যাচ্ছে, মার্ফায় আসার সময় ওগুলো সাথে করে নিয়ে এসেছিল ববি। কিন্তু, ওগুলো সে রাখল কোথায়? তা ছাড়া, সাইনবোর্ড? ওটাকে লুকিয়ে রেখেছিল কোথায়?'

'লোহার পাত আর দড়ির ব্যাপারটা আমি নিজেও জানি না। তবে নিশ্চয়ই লোকের চোখ এড়িয়ে কোথাও না কোথাও রেখেছিল। বার স্টিরাপের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার সময় সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল। স্টেবলম্যান থমসনকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যাবে। আর কলিন্স তো বলেছে যে, বিল অসকার রওয়ানা হওয়ার দশ মিনিট পর সাইনবোর্ডটা নিয়ে ববিও বের হয়ে গিয়েছিল। তারমানে বোর্ডটা সে হোটেলে নিজের রুমেই রেখেছিল।'

আবার নীরবে কাটল বেশ কিছুক্ষণ। একসময় জেক বলল, 'আর কারও কিছু জানার না থাকলে এখন রেস্টুরেন্টে যাব আমি। খিদে পেয়েছে খুব। স্যাম, যাবে তুমি আমার সাথে?'

উঠে দাঁড়াল স্যাম।

'এরপর কী করবে তোমরা?' জানতে চাইল লুথার।

'আপাতত পেট ভর্তি করে খাব। তারপর কার্ককে কবর দিয়ে সোজা যাব হোটেলে, নাক ডেকে ঘুমাব। জিম যখন এসেই পড়েছে, তখন কাল ভোরে আমরা তিনজন রওয়ানা হব বিগ বেন্ডের পথে...'

'ফালতু কথা বাদ দিয়ে আসল কথা বলো। লরা কিন্তু তোমাকে...' কথা শেষ না করে জেকের উদ্দেশে একটা চোখ টিপল শেরিফ।

আবার একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল জেকের। বলল, 'না, লুথার, তা হয় না। আমি ভবঘুরে, চাল-চুলো কিছুই নেই আমার। শুনলে অবাক হবে, এই দু'দিনের সব খরচ কার্কের পকেট থেকে নেওয়া টাকা দিয়ে চালিয়েছি আমি,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জেক। 'লরাকে আমি কিছুই দিতে পারব না। মেয়েটা ধনীর দুলালী, ওর পৃথিবী আর আমার পৃথিবী সম্পূর্ণ আলাদা। স্বীকার করছি, ওকে ভালবেসে ফেলেছি আমি। কিন্তু, ওর ভালর জন্যই এই ভালবাসাকে ববি আর কার্কের মত মার্ফার কবরস্থানে রেখে যেতে হচ্ছে আমাকে। আমি নিরুপায়,' হার্শের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল জেক। ভাল কাঁধটাতে তুলে নিল স্যাডল, স্যামের হাতে দিল উইনচেস্টারটা। তারপর এগিয়ে গেল শেরিফের দিকে। শার্ট থেকে তারাটা খুলে নিয়ে ধরিয়ে দিল লুথারের হাতে। বলল, 'তোমার মার্ফা, তুমিই সামলাও। আর,' গলাটা একটু ধরে এল ওর, 'ভাল থেকো।' স্যামের দিকে ঘুরে আবার বলল, 'চলো, স্যাম। পথ ডাকছে আমাদের।'

***

ওয়েস্টার্ন

সঙ্কট

সায়েম সোলায়মান

কাজ খুঁজতে মার্ফায় যাচ্ছিল ভবঘুরে দুই বন্ধু–
স্যাম আর জেক। পথে দেখল, অপরূপা এক তরুণীর
সম্ভ্রম হানির মতলবে আছে বিশালকায় এক বদমাশ।
গোলাগুলির পর পালাল লোকটা...

এর পরপরই কারও চক্রান্তে জড়িয়ে গেল ওরা,
খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হলো স্যাম।
ঘটতে শুরু করল নাটকীয় সব ঘটনা।
স্যামকে নির্দোষ প্রমাণ করতে না পারলে ফাঁসিতে
ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। এদিকে জেকের পিছনেও
লেগে গেছে নির্মম, বেপরোয়া, ধূর্ত আততায়ী।

হাতে সময় নেই, রাত হলেই হামলা হবে জেলহাউসে,
ছিনিয়ে নিয়ে খুন করা হবে অসহায় স্যামকে।

কী করতে পারবে একা জেক?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০